পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com
কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 268 Wednesday, 28 August, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৬৮ সংখ্যা ❋ ১১ ভাদ্র ১৪৩১, বুধবার, ২৮ আগস্ট, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

নবান্ন অভিযানে অশান্তি

ইট-পাথরের পাল্টা লাঠি, জলকামান, কাঁদানে গ্যাস! পুলিশের বাইকে আগুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে আজ, মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ। বেলা বাড়তেই মানুষের ভিড় জমতে আরম্ভ করে। বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন আন্দোলনকারীরা। পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে খন্ডযুদ্ধ বাঁধে। বিক্ষুব্ধ মানুষকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের পক্ষ থেকে ছোড়া হয় কাদামে গ্যাস। প্রতিহত করতে চালান হয় জল কামান। এরই মাঝে বাবুঘাট এলাকায় পুলিশের বাইকে আগুন লাগায় একদল অন্দোলনকারী। আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তে গ্রাস করে গোটা বাইকটি। আকাশ ভরে যায় কালো ধোঁয়ায়। প্রসঙ্গত, আজ মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে নবান্ন অভিযান করে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ। কলেজ স্ট্রিট থেকে হাওড়া এলাকা কার্যত নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়। এতো কিছু তৎপরতা সত্ত্বেও বিক্ষোভকারীদের ঠেকাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় পুলিশকে। আন্দোলনকারীরা পিছু হটলেও ফের মারমুখী হতে দেখা গেছে। বিক্ষোভকারী ও পুলিশের মধ্যে নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকেই সংঘাত চলতে থাকে। কোন কোন জায়গায় পুলিশ লাঠিচার্জ করেছে। আর ব্যারিকেড টপকানোর চেষ্টা করলে বিক্ষোভকারীদের পিছু হটতে বাধ্য করছে পুলিশ। এমন অবস্থায় বিক্ষোভ চলাকালীনই এই জমায়েত বেআইনি বলে লাগাতার ঘোষণা করতে থাকে পুলিশ বাহিনী। ব্যারিকেট এলাকাগুলির বিভিন্ন দিকে মাইক লাগানো হয়েছিল। সেখানেই লাগাতার প্রচার করা হয় নবান্ন অভিযান সম্পূর্ণ বেআইনি। তার কারণ এর জন্য আগে পুলিশের অনুমতি নেয়নি সংগঠনগুলি। ছাত্র সমাজের ডাকা নবান্ন অভিযানের পর বিকেলে লালবাজার অভিযান করে বিজেপি। সেখানে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। তাঁকে সরিয়ে নিয়ে যায় পুলিশ। লালবাজারের সামনে থেকে বিক্ষোভকারীদের সরাতে কাঁদানে গ্যাস ছাড়া হয়েছিল। তার ধোঁয়াতেই শরীর খারাপ হয়ে যায় সুকান্ত মজুমদারের। পরে তাঁকে অবস্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ মঙ্গলবার হয় নবান্ন অভিযান। কোনও রাজনৈতিক দল এই কর্মসূচির ডাক দেয়নি। তবে পরোক্ষভাবে এই অভিযানকে সমর্থন করেছিল বিজেপি। তবে শেষ পর্যন্ত বিজেপির তরফ থেকে লালবাজার অভিযান করা হয়। আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের অত্যাচারের অভিযোগ করে তুলে এই অভিযান করে তাঁরা। মঙ্গলবার নবান্ন অভিযানে গিয়ে বহু জন আটক হয়েছেন। তাঁদের ছাড়াতে মঙ্গলবার বিকেলে লালবাজার ঘেরাওয়ের চেষ্টা করে বিজেপি। লালবাজারের অদূরেই অবশ্য বিজেপি নেতা-কর্মীদের আটকে দিয়েছিল পুলিশ। সেই সময়ে বিজেপির নেতারা অবস্থানে বসেন। সেখানেই ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করা হয়। সেই সময়ে বিক্ষোভকারীদের সরাতে টিআর গ্যাস ছোড়া হয়। তাতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। আরজি করে ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণও খুন কাণ্ডের প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে এদিন নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ। বিজেপির অভিযোগ, ছাত্র সমাজের স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদে ভয় পেয়েছে তৃণমূল। তাই পুলিশ দিয়ে আন্দোলন থামানোর চেষ্টা হয়েছে। এরই প্রতিবাদে আগামীকাল বুধবার ১২ ঘণ্টার বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। এদিন ছাত্র সমাজের আন্দোলন দমন করতে কলকাতা পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে, জলকামান চালায়। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধে গোটা কলকাতা ও হাওড়া শহরের একাংশ লন্ডভন্ড হয়ে যায়।

রাজ্য সরকার বনধ মেনে নেবে না, বুধবার বাংলা সচল থাকবে মুখ্য উপদেষ্টা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ বিজেপি বাংলা বনধ ডাকার পরক্ষণেই নবান্ন স্পষ্টতই জানিয়ে দিল, রাজ্যকে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রয়াস সমর্থনীয় নয়। তাই বনধ মেনে নেওয়া হবে না। সাধারণ মানুষের কাছেও সরকারের অনুরোধ তাঁরা যেন বনধে অংশগ্রহণ না করেন। নবান্ন অভিযানের পরদিনই বাংলা বনধ ডাকার পরিকল্পনা শুভেন্দু অধিকারীরা আগে থেকেই করে রেখেছিলেন। সেই মোতাবেক রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বুধবার ১২ ঘণ্টা বাংলা বনধের ডাক দেওয়ার পর নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''জোর করে অচলাবস্থা তৈরির বিরুদ্ধে বিচারব্যবস্থার বিভিন্ন নির্দেশ রয়েছে। রাজ্য সরকারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বুধবার জনজীবন সচল রাখা হবে। সবকিছু চালু থাকবে। সরকারি কর্মচারীদের প্রতি সরকারের নির্দেশ, অফিস কাছারিতে অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে আসবেন। দোকানপাট খোলা থাকবে। সরকার তার জন্য

সকল অনুকূল ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে। কারও কোনও ক্ষতি হলে সরকার সেই দিকটাও দেখবে। যানবাহণ চলাচলও স্বাভাবিক রাখতে হবে।'' মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আরও বলেন, ''আজ রাজ্যে দফায় দফায় অশান্তি তৈরি করার চেষ্টা হয়েছে। ছাত্রদের প্রতি আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে। নির্যাতিতা ছাত্রীর উপর যে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে তার সুবিচার আমরা সকলেই চাই। সিবিআইয়ের কাছে পূর্ণাঙ্গ এবং দ্রুততম নায্য তদন্ত ও সুবিচার চাওয়ার অধিকারও আমাদের সকলেরই রয়েছে। কিন্তু জোর করে যেভাবে অচলাবস্থা তৈরি চেষ্টা হয়েছে বা হচ্ছে তা সরকার মেনে নেবে না।'' তাঁর কথায়, ''ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা, পরীক্ষা প্রভৃতি রয়েছে ও চলছে। শারদ উৎসবে বেচাকেনা শুরু হয়ে গেছে। ব্যবসায়ী, কর্মজীবী, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী বৃহৎ সংখ্যক মানুষের জীবিকা এতে বিপন্ন হচ্ছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা বিপন্ন হচ্ছে।'' আলাপন বোঝাতে চান, এই কারণেই বাংলায় বনধ পালন করা কাঙ্খিত নয়।

রেশন দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন বাকিবুর সহ ৩, আজই জেলমুক্তি

দুরন্ত বর্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ রেশন দুর্নীতি-কাণ্ডে ইডির মামলায় প্রথম জামিন। গ্রেফতার হওয়া চালকল মালিক বাকিবুর রহমান জামিন পেয়েছেন। এর পাশাপাশি আরও দু'জনের জামিন মঞ্জুর করেছে ইডি আদালত। পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছেন অভিযুক্তরা। জানা যাচ্ছে, বাকিবুর ছাড়াও শঙ্কর আঢ্য ও বিশ্বজিৎ দাসের। সম্ভবত আগামিকালই তিনজনের জেলমুক্তি। তবে এই মামলায় বাকিবুর রহমান সহ তিনজনের জামিন হলেও এখনও পর্যন্ত জেলেই রয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ও শেখ শাহজাহান। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বাকিবুর, শঙ্কর ও জ্যোতিপ্রিয়কে গ্রেফতার করেছিল ইডি। তবে শাহজাহানকে বাগে পেতে বেশ খানিকটা বেগ পেতে হয়েছিল আধিকারিকদের। উল্লেখ্য, রেশন দুর্নীতি মামলায় সর্বপ্রথম গ্রেফতার হয়েছিলেন বাকিবুর রহমান। তাঁকে জেরার পর গ্রেফতার হয় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এর পরপরই গ্রেফতার হন শঙ্কর আঢ্য ও বিশ্বজিৎ দাস। বাকিবুরকে গ্রেফতারির সময় অভিযুক্তের কৈখালির ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। তারপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে। পরে গ্রেফতার হন তিনি। অপরদিকে, বনগাঁর দাপুটে তৃণমূল নেতা শঙ্কর আঢ্যর বাড়িতে গিয়ে তল্লাশিতে মেলে লক্ষাধিক টাকা।

ছাত্র আন্দোলনের নামে দুষ্কৃতী তাণ্ডব!

নেপথ্যে কোনও শক্তি? কী বললেন পুলিশের শীর্ষকর্তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ ছাত্র সমাজের ডাকে নবান্ন অভিযানের নাম করে মঙ্গলবার বাংলায় দুষ্কৃতী তাণ্ডব করা হয়েছে বলে দাবি করলেন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতীম সরকার। এদিন সন্ধেয় এক সাংবাদিক বৈঠক থেকে পুলিশের শীর্ষ কর্তা এও বললেন, ''ছাত্র আন্দোলনের নামে ৩ ঘণ্টা ধরে টানা আক্রমণ চালানো হল, পুলিশকে রক্তাক্ত করা হল, জনজীবন ব্যহত করা হল। এর নেপথ্যে নিশ্চয়ই কোনও শক্তির ইন্ধন রয়েছে।'' কোন শক্তি রয়েছে তা স্পষ্ট করে না বললেও এডিজি দক্ষিণবঙ্গ বলেন, ''আন্দোলনকারীরা প্রথম থেকে বলে আসছিলেন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথা। অথচ এদিন সকাল থেকেই তাঁরা যেভাবে একের পর এক পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙল, পরিকল্পিতভাবে পুলিশকে রক্তাক্ত করল, তাতে স্পষ্ট ওরা বড় ধরনের কোনও অশান্তি তৈরি করতে চেয়েছিল। তবে পুলিশ ওই প্ররোচনায় পা না দিয়ে ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিয়েছে।'' ঘটনাচক্রে, ছাত্র আন্দোলনের নেপথ্যে বিজেপি রয়েছে বলে আগেই অভিযোগ করেছিল শাসকদল তৃণমূল। এদিনও সাংবাদিক বৈঠক থেকে এবিষয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ, এদিন আন্দোলনের নামে বিজেপি একটা লাশ ফেলতে চেয়েছিল, পুলিশ সংযত থাকায় তা হয়নি। এদিনের তাণ্ডবের ঘটনায় পুলিশ এখনও পর্যন্ত ৯৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বাকিদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়ে এডিজি দক্ষিণবঙ্গ বলেন, ''যাঁরা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কথা বলে বিনা প্ররোচনায় অশান্তি তৈরি করে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর ও পুলিশকে রক্তাক্ত করে তাদের ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্নই নেই।'' এডিজি দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে হাজির ছিলেন এডিজি আইনশৃঙ্খলা মনোজ ভার্মাও। পুলিশ কর্তা জানান, এদিন আন্দোলনকারীদের হামলায় এখনও পর্যন্ত ১২ জন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। সংখ্যাটা বাড়তেও পারে। পুলিশ কর্তা এও বলেন, ''লাশ ফেলে দেওয়ার কথা ঘুরছিল বিভিন্ন হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপে। আমরা ২৫ জনকে চিহ্নিত করে আগেই গ্রেফতার না করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নিত।'' ছাত্র সমাজের নামে এই আন্দোলন ডাকা হলেও সেখানে ছাত্ররা ছিল না বলেই দাবি পুলিশের। নবান্ন অভিযানে পুলিশি আক্রমণের অভিযোগে আগামীকাল বুধবার ১২ ঘণ্টা বনধের ডাক দিয়েছে বিজেপি। এ ব্যাপারে কেরালা হাইকোর্টের একটি রায়ের কথা উল্লেখ করে পুলিশ কর্তা বলেন, ''বনধ বেআইনি, এটা বিভিন্ন রায়ে আদালত আগেই জানিয়েছে। ফলে বুধবার বাংলা সচব রাখতে পুলিশ সব ধরনের উদ্যোগ নেবে।''

'চেয়েছিল লাশ পড়ুক', বনধের বিরোধিতা করে বিজেপিকে আক্রমণ চন্দ্রিমা-ব্রাত্যর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ ছাত্র সমাজের মঙ্গলবারের নবান্ন অভিযান নিয়ে বড় অভিযোগ আনলেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিন তৃণমূল ভবনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে চন্দ্রিমা বলেন, ''সবাই বুঝতে পারছেন ছাত্র সমাজের নামে এদিন বিজেপি নতুন করে বাংলায় অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে চেয়েছিল। পুলিশ আক্রান্ত হলেও ধৈর্য্যচ্যুত হয়নি।'' এরপরই চন্দ্রিমার দাবি, ''ওদের অবশ্য একটা চাহিদা ছিল, জীবন্ত লাশ! একটা বডি চাই, কিন্তু সেটা হল না। কারণ পুলিশ ওদের প্ররোচনায় পা দেয়নি। তাহলে কী করতে হবে? আরেকটা অরাজকতা। সেজন্যই আগামীকাল বিজেপি বনধ ডেকেছে।'' এরপরই বনধ ব্যর্থ করার আহ্বান জানিয়ে চন্দ্রিমা বলেন, ''বাংলায় বনদের রাজনীতি চলে না। ২০১১ সালের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বাংলায় আর বনধ হয় না।'' আরজি করে ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুন কাণ্ডের প্রতিবাদে দোষীদের কঠোরত শাস্তি ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে এদিন পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের তরফে নবান্ন অবিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূলের অভিযোগ, বাংলায় নতুন করে অশান্তির পরিবেশ তৈরি করতে এই কর্মসূচির আয়োজন করেছিল বিজেপি। প্রসঙ্গত, আদালতের নির্দেশে আরজি কর কাণ্ডের তদন্ত করছে সিবিআই। ওই প্রসঙ্গ টেনে চন্দ্রিমা বলেন, ''কিছু বলার থাকলে সিবিআইয়ের কাচে যান। আসলে, কিছু বলার তো নেই, তাই বাংলায় অশান্তির পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টা।'' বনধকে ঘিরে রেলের উদ্দেশেও বার্তা দিয়েছেন চন্দ্রিমা। রাজ্যের মন্ত্রী বলেন, ''রেল কর্তৃপক্ষকে বলছি কালকে রেল বন্ধ করবেন না। কারণ, বাংলায় বনধ হয় না।'' একই সঙ্গে চন্দ্রিমা এও জানান, ''আজকে দেখলাম জাতীয় পতাকা নিয়ে কী করা হলো। জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হয়েছে। আমরা প্রয়োজনে এর বিরুদ্ধে কোর্টে যাব।'' কটাক্ষের সুরে যোগ করেছেন, ''আজকে যে শো হয়েছে সেটা তো ফ্লপ শো! যতটা গর্জাল, ততটা বর্ষাল না।'' ব্রাত্য বসু বলেন, ''বিজেপির মুখোশ খুলে গেছে। মিছিলে যারা উপস্থিত ছিল তারা ছাত্র নামধারী হুলিগান। গোটা ভারতবর্ষ যেখানে বিচার চাইছে, সেখানে ওরা বিচার না চেয়ে লাশ চেয়েছে। পুলিশ মাথা ঠান্ডা রেখে এই হঠকারি আন্দোলনকে রুখেছে। আমরা ভেবেছিলাম যে একটা মিছিল সিজিও কমপ্লেক্সের দিকে যাবে সিবিআইয়ের কাছে বিচার চাইতে। তা কিন্তু হল না।'' মঙ্গলবার নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে চন্দ্রিমা, ব্রাত্য বসু ছাড়াও আরও দুই মন্ত্রী ছিলেন। ইন্দ্রনীল সেন ও অরূপ বিশ্বাস। বুধবার, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। আগামিকাল মেয়ো রোডে সভা রয়েছে শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের। সেই সভায় প্রধান বক্তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইদিনে সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত বনধ ডেকেছে বিজেপি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ কী ব্যবস্থা নেয়, সেদিকে তাকিয়ে সবাই।

পুলিশ সংযমের পরিচয় দিয়েছে, বাম আমলে বুদ্ধবাবুর পুলিশ ৫ জনকে গুলি করে মেরেছিল কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ একদিকে যখন নবান্ন অভিযান চলছে পাল্টা তখন ময়দানে তৃণমূল-বিজেপি। কখনও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সাংবাদিক বৈঠক করছেন। কখনও বা বৈঠকে বসেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। আর সাংবাদিক বৈঠক থেকে সর্বপ্রথম কুণাল জানালেন বুধবারের বনধ সমর্থন করছে না তৃণমূল। কুণাল বলেন, ''পুলিশের যে কোনও কর্মী তারা আজ সংযমের পরিচয় দিয়েছে। সিপিএম-এর জমানার সময় বুদ্ধবাবুর পুলিশ কোচবিহারে ৫ জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছিল। এখানে পুলিশ সংযত। সবাই দেখেছে কারা হামলা করেছে। কারা ব্যারিকেড ভাঙতে গিয়েছে। পুলিশ ক্ষিপ্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে যতটুকু না করলে নয়, ততটুকু করেছে।'' এরপর তাঁর আরও সংযোজন, ''বাংলা বনধের ডাক দিচ্ছেন সুকান্ত মজুমদার? আগামিকাল ২৮শে আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের বুকে কোনও বাংলা বনধ হবে না। বিজেপি চক্রান্তমূলক ভাবে বনধের ডাক দিয়েছে। এই বনধের ডাক মানুষ ব্যর্থ করুন। সাধারণ মানুষ দেখেছেন বাংলা শান্ত। উন্নয়ন-কাজ। আরজি করে দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। তার একজন গ্রেফতার হয়েছে। আর তাও করেছে কলকাতা পুলিশ। তদন্ত সিবিআই-এর হাতে। এই ছুতোতে শকুনেরা অরাজকতা তৈরি করছে। অনেক বড় প্লট হয়েছে। এতে পা দেবেন না।'' কুণাল আরও বলেন, ''সাধারণ মানুষের জাস্টিস চাওয়ার আবেগ আমরা সম্মান করি। আপনাদের আবেগের সুযোগে বিপথে পরিচালিত করে রাজনৈতিক অরাজকতার প্লট তৈরি করেছে এরা। যাচ্ছে নবান্ন। ব্যারিকেড খুলে দিতে হবে। সুকান্তর ডাকা বনধ ব্যর্থ করুন। জনজীবন স্বাভাবিক রাখুন। এটা বাংলার বিরুদ্ধে চক্রান্ত। বিজেপি মহিলাকে সম্মান দেয় না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার উন্নতির জন্য দায়বদ্ধ। একটি সামাজিক বিচ্ছিন্ন কুৎসিত অপরাধকে কেন্দ্র করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে টার্গেট করে বাংলাকে অরাজক পরিস্থিতিতে নিয়ে যেতে চাইছে। দয়া করে এটা হতে দেবেন না।''

আর জি কর কাণ্ডে রাজ্য সরকারের নিন্দা করে ৩৫টি নারী সংগঠনের যৌথ বিবৃতি

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যে ক্রমবর্ধমান ধর্ষণ, নারী নির্যাতনের ঘটনার সম্মিলিতভাবে তীব্র নিন্দা করল নারী অধিকার সংগঠনগুলি। এ বিষয়ে তারা দ্রুত বিচার ও শাস্তি প্রক্রিয়া এবং যৌন অপরাধ তথা মেয়েদের উপর অত্যাচার বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছে। আর জি কর হাসপাতালে ডাক্তার-ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মহিলা অধিকার রক্ষা সংগঠনগুলির এই যৌথ বিবৃতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই বিবৃতিতে আর জি কর কাণ্ডে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। সংগঠনগুলির মতে, এই ঘটনায় সর্বস্তর থেকে নিন্দার ঝড় উঠেছে শুধু অপরাধের নৃশংসতার জন্যও নয়। প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষ এই ঘটনাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টার নিন্দা করেছে সংগঠনগুলি। বিচারের চাইতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি আধিকারিকদের সমালোচনা করে বলা হয়েছে, এই মর্মান্তিক ঘটনা নিয়ে তাঁরা রাজনীতি করেছেন। বিবৃতিতে মমতা নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে প্রাথমিকভাবে একে আত্মহত্যা বলে চালানোর নিন্দা করা হয়েছে। এমনকী হাসপাতালের আধিকারিকদের বদলি করার বিষয়েও নিন্দাসূচক মন্তব্য করা হয়েছে বিবৃতিতে। বলা হয়েছে, ৪৩ জন ডাক্তার ও অধ্যাপক-ডাক্তারকে বদলির সরকারি পদক্ষেপ প্রমাণ করে যাঁরা সুবিচার চাইছিলেন, তাঁদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছে। কলকাতার ঘটনার তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন নিরপেক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বচ্ছ তদন্ত করে। বিবৃতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই সরকারেরই ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয়েছে। মহিলাঘটিত অপরাধ ঠেকাতে অবিলম্বে মৃত্যুদণ্ডের মতো কঠোরতম শাস্তির আইন প্রণয়নের দাবি জানিয়েছে সংগঠনগুলি। তথ্য দিয়ে তারা জানিয়েছে, জাতীয় অপরাধ ব্যুরোর পরিসংখ্যান বলছে, দেশে প্রতিদিন ৮৬টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার হার মাত্র ২৭ শতাংশ। উল্লেখ্য, অল ইন্ডিয়া দলিত মহিলা অধিকার মঞ্চ, অল ইন্ডিয়া ডেমোক্র্যাটিক উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন, অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন, অল ইন্ডিয়া প্রগ্রেসিভ উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন, অল ইন্ডিয়া ফেমিনিস্ট অ্যালায়েন্স, অল ইন্ডিয়া লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর জাস্টিস সহ ৩৫টি নারী সংগঠন এই আবেদন করেছে।

বুধবার ১২ ঘণ্টার বাংলা বনধ ডাকল বিজেপি

নবান্ন অভিযানে আক্রান্তদের জন্য চালু হেল্পলাইন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ তিলোত্তমার বিচার চেয়ে নবান্ন অভিযানে দিনভর তপ্ত হয়ে রইল কলকাতা। রাজপথে রণক্ষেত্র। পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে একেবারে নবান্নের দোড়গোড়াতেও পৌঁছে গেল আন্দোলনকারীরা। যদিও পাল্টা অ্যাকশনে নামতে দেখা যায় পুলিশকেও। মাথা যেমন পুলিশের ফেটেছে তেমন আন্দোলনকারীরাও তাঁদের উপর বেনজির আক্রমণের অভিযোগ তুলেছে। ছাত্রদের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই বুধবার ১২ ঘণ্টার বাংলা বনধের ডাক দিয়ে দিয়েছে বিজেপি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সেই ঘোষণা করতে দেখা যায় সুকান্তকে। একইসঙ্গে পুলিশি 'আক্রমণের' বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে সুকান্তর প্রশ্ন, ''পুলিশ কেন শান্তিপূর্ণ, নিরস্ত্র মানুষের উপর লাঠিচার্জ করল? কেন মহিলাদের মারা হল? কেমিক্যাল মেশানো জল দিয়ে স্প্রে করা হয়েছে। বাংলায় জন্ম নিয়ে কি ছাত্র- ছাত্রীরা অপরাধ করেছে? পুলিশ মদ্যপ অবস্থায় এক মহিলার মাথায় লাঠির আঘাত করছে।'' অন্যদিকে তোপ দাগেন বামেদের বিরুদ্ধেও। তোলেন সেটিং তত্ত্ব! বলেন, ''গত পরশু থেকে বামেরা নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। বলেছে এটা রামের আন্দোলন। বামপন্থীরা তৃণমূলের সঙ্গে সেটিং রাজনীতি করছে। তাঁর স্পষ্ট দাবি, বিজেপির ঘোষিত আন্দোলন নয়, বিজেপির ঘোষিত আন্দোলন হলে কী হবে তা বলার অপেক্ষা নেই! কালকের জন্য অপেক্ষা করুন।'' প্রসঙ্গত, এদিন সকাল থেকেই হাওড়া ব্রিজ, হাওড়া ময়দান এলাকা পুলিশ জনতা খণ্ড যুদ্ধে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। অন্যদিকে জলকামান, কাঁদানে গ্যাস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিশও। লাঠিচার্জও হয় দিকে দিকে। এরইমধ্যে এবার বিজেপির বাংলা বনধ নিয়ে তুমুল চাপানউতোর শুরু হয়ে গিয়েছে

রাজনীতির পাড়ায়। এদিকে, নবান্ন অভিযানে পুলিশের লাঠিচার্জ, জলকামান, কাঁদানে গ্যাস চালানোর তীব্র নিন্দা করল বিজেপি। দলের নেতা শেহজাদ পুনাওয়ালা মঙ্গলবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যাচারী শাসকের সঙ্গে তুলনা করলেন। তিনি বলেন, ''আজকে যত পুলিশকে আন্দোলন দমন করতে নামানো হয়েছে, তার সামান্যও যদি আর জি কর হাসপাতালে থাকত, তাহলে ১৪ আগস্ট রাতে সেখানে তছনছ করতে পারত না দুষ্কৃতীরা।'' উল্লেখ্য, এদিন ছাত্র সমাজের আন্দোলন দমন করতে কলকাতা পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে, জলকামান চালায়। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধে গোটা কলকাতা ও হাওড়া শহরের একাংশ লন্ডভন্ড হয়ে যায়। এর প্রতিবাদে পুনাওয়ালা বলেন, ''মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর দিদি নেই। তিনি ইদি আমিনের (উগান্ডার অত্যাচারী সেনাশাসক) মতো আচরণ করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ধর্ষকদের রক্ষা করছে, তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করছে। শুধু তাই নয় সত্যের কণ্ঠস্বরকে দমানোর চেষ্টা করছে। সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টেও ভর্ৎসিত হয়েছে এই সরকার।'' পুনাওয়ালার কথায়, ''এত পুলিশ যদি হাসপাতালে থাকত তাহলে জুনিয়র ডাক্তারের উপর এই অবিচার ঘটত না। এই ঘটনার প্রথম দিন থেকে একে আত্মহত্যা বলে চালানো হচ্ছে। অনেক দেরিতে এফআইআর করা হয়েছে। সাত তাড়াতাড়ি অন্ত্যেষ্টি সেরে ফেলে হয়েছে। সংস্কার কাজ শুরু করে দেওয়া হয় ঘটনাস্থলের এবং সেখানে গুন্ডারা হামলা চালিয়ে তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করেছে।'' বিজেপি নেতা প্রশ্ন তোলেন, ''এ ব্যাপারে রাহুল গান্ধি, প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা এবং আপ নেতারা নীরব কেন? নির্যাতিতার বিচার চাই না আমরা? আসলে ইন্ডিয়া জোটের মুখই এটা। ওরা সংবিধানকে শ্রদ্ধা করে না। মতপ্রকাশের অধিকার কিংবা মেয়েদের সুরক্ষা নিয়ে পরোয়া করে না'', বলেন পুনাওয়ালা।

দেশবাসীকে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা জানালেন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট ঃ গত সোমবার সারা দেশে পালিত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। গোটা বিশ্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভক্তরা এদিন সকাল থেকেই এই বিশেষ তিথি পালনে ব্যস্ত। এই উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এক্স হ্যান্ডেলে এই পবিত্র উৎসবে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি মুর্মু লিখেছেন, শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আমি সমস্ত দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাই। এই উৎসব আমাদেরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বরিক আদর্শে নিবেদিত হতে অনুপ্রাণিত করে। এই উপলক্ষে, আসুন আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা গ্রহণ করি এবং দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য কাজ করার অঙ্গীকার করি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, আপনাদের সকলকে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা। জয় শ্রীকৃষ্ণ! ভারতীয় জনতা পার্টি লিখেছে, শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর পবিত্র উৎসবে সমস্ত দেশবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বিজেপিকে তোপ অতিশীর, বললেন তাঁদের সমস্ত চক্রান্তই বিফলে যাবে

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট ঃবিজেপির বিরুদ্ধে ফের আক্রমণ শানালেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী। ইডি ও সিবিআইকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। সিবিআই আবগারি মামলায় মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে বিচার করার জন্য দিল্লি উপরাজ্যপালের অনুমোদন পেয়েছে বলে জানা গিয়েছে, এ প্রসঙ্গে গত শনিবার দিল্লির মন্ত্রী এবং এএপি নেত্রী অতিশী বলেছেন, ...অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে লোকসভা নির্বাচনের আগে একটি মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছিল। বিজেপির ষড়যন্ত্র স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। এটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে বিজেপি কীভাবে ইডি এবং সিবিআইকে নিজস্ব রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে... আমি বিজেপিকে বলতে চাই, তারা যতই চেষ্টা করুক না কেন, সত্যেরই জয় হবে। বিজেপির প্রতিটি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে।

চতুর্মুখির প্রথম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হল

কলকাতা, ২৭ আগস্ট ঃ সম্প্রতি মানিক্যমঞ্চ লেকটাউনে হয়ে গেল চতুর্মুখির প্রথম সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। আনন্দধারা ও সুরবীণার সঙ্গীতশিল্পীদের সঙ্গীত, আবৃত্তি-অকপটের শিল্পীদের আবৃত্তি, অলিপ্রিয়া ও পাপিয়া দত্তের একক সঙ্গীত এবং শৌর্যদীপ্ত ভট্টাচার্যের সরোদ বাদন পরিবেশন হয় অনুষ্ঠানে। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল ডঃ মধুমিতা দেবের রচিত এবং পরিচালিত কাব্যনাট্য সাধনা। অনুষ্ঠানের শেষভাগে ছিল চতুর্মুখি পরিচালিত স্বাধীনতা বন্দনা।অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক প্রসেনজিৎ বক্সি, সাহিত্যিক চঞ্চল কুমার ঘোষ, কবি অজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ।

পোষ্য হাটের ২৭৬তম বার্ষিকী হাট

কলকাতা,২৭আগষ্টঃপোষ্যপ্রেমীদের সুবিধায় উত্তর কলকাতার গ্যালিফ স্ট্রিটের পোষ্যহাটের ২৭৬তম বার্ষিকীতে হাট ব্যবসায়ী সমিতি গত একটি ওয়েবসাইটের সূচনা করেছে। এই ওয়েব সাইটের মাধ্যমে পোষ্যপ্রেমীরা রঙ্গিন মাছ, কুকুর, বিভিন্ন রকমের পাখি, খরগোশ, গিনিপিগ, ইঁদুর সহ বৈধ সব পোষ্য ছাড়াও গাছ সম্বন্ধে তথ্য ও বিক্রেতাদের সন্ধান পাবেন বলে সমিতির তরফে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য পাঁচ লক্ষের বেশি মানুষ এই হাটের উপরে নির্ভরশীল।

অভিন্ন পেনশন কর্মসূচি চালুর প্রস্তাবে সম্মতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৭আগষ্টঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ অভিন্ন পেনশন কর্মসূচির প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। এই কর্মসূচির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ(১) আশ্বাসিত পেনশনঃন্যূনতম ২৫ বছরের চাকরির পর অবসর গ্রহণের আগে শেষ ১২ মাসের গড় মূল বেতনের ৫০ শতাংশ পেনশন হিসেবে ধার্য হবে। তবে, ন্যূনতম ১০ বছর ও তার বেশি অথচ ২৫ বছরের কম কার্যকালের মেয়াদে পেনশনের হার ধার্য হবে আনুপাতিক হারে।(২) আশ্বাসিত পারিবারিক পেনশনঃ সংশ্লিষ্ট পেনশন গ্রহীতা তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে যে পেনশন ভোগ করতেন, তার ৬০ শতাংশ দেওয়া হবে পারিবারিক পেনশন হিসেবে। (৩) আশ্বাসিত ন্যূনতম পেনশনঃ ন্যূনতম ১০ বছর চাকরির পর অবসর গ্রহণ করলে ন্যূনতম পেনশনের হার হবে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা।(৪) মুদ্রাস্ফীতি মোকাবিলায়ঃআশ্বাসিত পেনশন, আশ্বাসিত পারিবারিক পেনশন এবং আশ্বাসিত ন্যূনতম পেনশনের ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় ভোক্তামূল্য সূচক অনুযায়ী মহার্ঘ ত্রাণ (ডিয়ারনেস রিলিফ) দেওয়া হবে আশ্বাসিত মূল পেনশনের সঙ্গে।(৫) অবসর গ্রহণকালে গ্র্যাচুইটি ছাড়াও থোক অর্থের পরিমাণঃচাকরির মেয়াদকালে প্রতি ৬ মাসের হিসাব করে মোট মাসিক বেতনের (মূল বেতন ডিএ) ১০ ভাগের ১ ভাগ থোক সহায়তা হিসেবে দেওয়া হবে। এর ফলে, আশ্বাসিত পেনশনের ক্ষেত্রে কোনরকম হ্রাস বা হেরফের হবে না।

নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করলো পিডিপি, একগুচ্ছ প্রতিশ্রুতি মেহবুবা মুফতির

শ্রীনগর, ২৭ আগস্ট ঃ আগামী মাসেই জম্মু ও কাশ্মীরে ভোট। তার আগে গত শনিবার জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করলো পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)। শনিবার শ্রীনগরে এক সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ করেছেন পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি। তিনি বলেছেন, আমরা বলতে চাই ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেব, আমরা জলের ওপর কর তুলে দিতে চাই, জলের জন্য কোনও মিটার থাকা উচিত নয়। গরিবদের জন্য যাদের বাড়িতে ১ থেকে ৬ জন সদস্য আছেন, আমরা আবার মুফতি মোহাম্মদ সাঈদ স্কিম বাস্তবায়ন করতে চাই, কারণ তাঁরা যে চাল এবং রেশন পায় তা যথেষ্ট নয়, তাই আমরা দরিদ্রদের বছরে ১২টি সিলিন্ডার দেব। বার্ধক্য পেনশন, বিধবা পেনশন ইত্যাদির মতো সামাজিক নিরাপত্তা দ্বিগুণ করব আমরা।পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি আরও বলেছেন, জোট এবং আসন ভাগাভাগি অনেক দূরের বিষয়। ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কংগ্রেস যদি আমাদের এজেন্ডা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে, আমরা বলবো তাঁদের সব আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা উচিত, আমরা তাঁদের অনুসরণ করব, কারণ আমার জন্য কাশ্মীরের সমস্যা সমাধান করা অন্য যে কোনও কিছুর চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আগেও যখন জোট করেছিলাম, আমাদের একটি এজেন্ডা ছিল, যখন আমরা বিজেপির সঙ্গে জোট করেছিলাম, তখনও আমাদের একটি এজেন্ডা ছিল, যা তারা সম্মত হয়েছিল। কিন্তু ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কংগ্রেসের মধ্যে জোট এজেন্ডায় ঘটছে না, এটি আসন ভাগাভাগি নিয়ে ঘটছে। আমরা এমন কোনও জোট করব না যেখানে কেবল আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা হবে এবং আমাদের এজেন্ডা জম্মু ও কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করা উচিত।

আর্ত মানবতার মহান সেবিকা, মহীয়সী নারী মাদার টেরিজা

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃ গত ২৬ শে আগস্ট, ১১৪ তম জন্মদিন ছিল। ১৯১০ সাল,২৬ আগষ্ট। যুগোস্লাভিয়ার স্কপিয়ে শহরে জন্মগ্রহণ করেন মাদার টেরিজা। নাম দেওয়া হয়েছিল অ্যাগনেস গোনশা বোজাখিউ। আলবেনীয় ভাষায় গোনশা শব্দের অর্থ ফুলের কুঁড়ি। তার বাবা ছিলেন একজন কৃষক। জাতিতে আলবানীয়। মাদার অবশ্য বলতেন তাঁর জন্মদিন ২৭ শে আগস্ট। কারণ এই দিন তাঁর খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা। মাদার টেরিজা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন শুধু ক্ষুধার্তের জন্য নয় বিশ্বব্যাপী আর্তের সেবায়।সাত বছর বয়সে বাবার মৃত্যু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে পৃথিবীব্যাপী হাহাকার। দুমুঠো ভাতের জন্য মানুষে মানুষে লড়াই। মাদারের শিশু মনকে ভীষণ ভাবেন নাড়া দেয়। স্কুলে পড়ার সময় তিনি সেবা ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৯২৮ সালে সন্ন্যাসিনীর ব্রত গ্রহণ করেন। পরের বছর ১৯২৯ সালে ভারতে আসেন। দার্জিলিং এর একটি স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। এরপর চলে আসেন কলকাতায়। কলকাতায় এন্টালিতে সেন্ট মেরিজ হাই স্কুলে শিক্ষিকা হিসেবে কাজ শুরু করেন। পরের যোগ দেন লরেটো স্কুলে। এইভাবে কেটেছে ১৭ বছর।১৯৫২ সালে কলকাতার কালীঘাটে মাদার প্রথম দরিদ্রদের জন্য হোম খোলেন। নাম দেন নির্মল হৃদয়। হতদরিদ্র মানুষ এখানে আশ্রয় ও চিকিৎসা পেতেন। এই সময়ে তিনি টিটাগড়ে কুষ্ঠ রোগীদের জন্য একটি আশ্রম খুলেছিলেন। ১৯৫৬ সালে ভারতের বাইরে প্রথম আশ্রমটি খুলেন ভেনেজুয়েলায়। ১৯৭১ সালে মিশনারি কাজকর্মের জন্য নিউইয়র্কে একটি কেন্দ্র খুলেন। এখন সারা পৃথিবী জুড়ে মিশনারিজ অফ চ্যারিটির প্রায় সাড়ে চার হাজার সন্ন্যাসিনী এবং লক্ষ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবী কাজ করে চলেছেন। ৫ ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭-তে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরেও তাঁর কাজ থেমে নেই।মাদার টেরিজা ১৯৭৯ সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৬২ তে' পদ্মশ্রী'এবং ১৯৮০ তে 'ভারতরত্ন' উপাধি পান। মাদার টেরিজার কাছে জীব সেবাই শিব সেবা। অনাথ ,আতুর, দুস্থ ও রোগগ্রস্ত মানুষকে নিঃশর্ত সেবা করে তিনি মানবতার এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।আর্ত মানবতার মহান সেবিকা, মহীয়সী নারী মাদার টেরিজা। প্রেম, শান্তি ও আশ্রয়ের প্রতীক মাদার টেরিজা। নিপীড়ন, শোষণ ও নিষ্ঠুরতার হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যে সকল মহামানব অশেষ কষ্টভোগ করেছেন মাদার টেরিজা তাঁদেরই উত্তরাধিকারী। প্রেম ,করুণা মায়ামমতা ও সেবার এক জীবন্ত প্রতিমা মাদার টেরিজা। আজ তাঁর শুভ জন্মদিন। বাংলার জনপ্রিয় পত্রিকা দুরন্ত বার্তা র পক্ষ থেকে আমরা জানাই তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি।

বানভাসি গুজরাটের একাধিক এলাকা, সাহায্যের আশ্বাস অমিত শাহের

আমেদাবাদ, ২৭ আগস্ট ঃভারী বৃষ্টিপাতের কারণে গুজরাটের বেশ কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। জানা গেছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে সবরকম সহায়তার আশ্বাসও দিয়েছেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন গুজরাটের একাধিক এলাকা। নাগাড়ে বৃষ্টিতে জল থইথই অবস্থা আমেদাবাদেও। বিশেষ করে জল জমেছে আমেদাবাদের ঘাটলরিয়া এলাকায়। জানা যাচ্ছে, জলমগ্ন হয়েছে একাধিক রাস্তা। ফলে জল জমার জেরে ব্যাহত হয়েছে যান চলাচল। নাকাল হতে হচ্ছে পথচলতি মানুষদেরও। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছু নীচু এলাকার বাড়িতেও জল ঢুকেছে। ফলে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ। তবে জল সরিয়ে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে প্রশাসন, জানা গেছে এমনটাই।

ত্রিপুরার রাজ্যসভার উপনির্বাচনে দুটি মনোনয়নপত্রই বৈধ বলে বিবেচিত ও গৃহীত

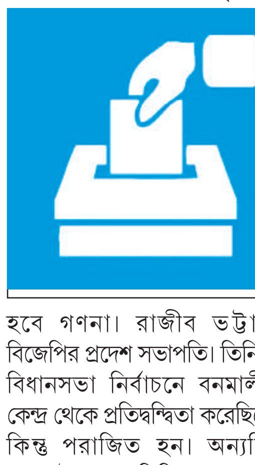

আগরতলা, ২৭ আগস্টঃ ত্রিপুরার রাজ্যসভার উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিজেপির প্রার্থী রাজীব ভট্টাচার্য এবং সিপিআইএম প্রার্থী সুধন দাস। গত বৃহস্পতিবার তাঁদের মনোনয়নপত্র পরীক্ষার পর মনোনয়নপত্রগুলি বৈধ বলে বিবেচিত হয়েছে এবং গৃহীত হয়েছে। রাজ্যসভার উপনির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার এস মগ এই সংবাদ জানিয়েছেন।প্রসঙ্গত, বিপ্লব কুমার দেব লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর রাজ্যসভার ত্রিপুরার একমাত্র আসনটি শূন্য হয়ে যায়। তাই উপনির্বাচন হচ্ছে। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে এই নির্বাচনের ভোট গ্রহণ এবং ওইদিনই হবে গণনা। রাজীব ভট্টাচার্য বিজেপির প্রদেশ সভাপতি। তিনি গত বিধানসভা নির্বাচনে বনমালীপুর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু পরাজিত হন। অন্যদিকে বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস রাজ্যসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

৩০ আগস্ট বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন, ফের জানালেন চম্পই সোরেন

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট ঃ তিনি যে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন, তা নিজের মুখেই জানালেন। মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেন জানিয়েছেন, তিনি বিজেপিতেই যোগ দিচ্ছেন। আর এই যোগদান অনুষ্ঠান হবে আগামী ৩০ আগস্ট।বিজেপিতেই যোগ দিচ্ছেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পই সোরেন। স্থির হয়ে গিয়েছে দিনক্ষণও। শুক্রবার (৩০ আগস্ট) রাঁচিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে পদ্মশিবিরে যোগ দেবেন তিনি। সোমবার রাতে এমনই দাবি করেছিলেন বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্বশর্মা।

বিএসপির শীর্ষ পদে মায়াবতীই, ফের নির্বাচিত দলের জাতীয় সভানেত্রী

লখনউ, ২৭ আগস্ট ঃবহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)-র শীর্ষ পদেই থাকছেন মায়াবতী। মঙ্গলবার ফের একবার বহুজন সমাজ পার্টির জাতীয় সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন মায়াবতী। মঙ্গলবার লখনউতে বিএসপি-র জাতীয় কার্যনির্বাহী বৈঠকের সভাপতিত্ব করেন মায়াবতী। এদিনের বৈঠকে দলের জাতীয় সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার কথা ছিল। প্রত্যাশা মতোই ফের একবার বহুজন সমাজ পার্টির জাতীয় সভানেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন মায়াবতী। ফলে মায়াবতীর কাঁধেই আবারও থাকলো দলের যাবতীয় দায়িত্ব।

প্রধানমন্ত্রী পোল্যান্ডে ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে ভাষণ

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৭আগষ্টঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি ওয়ারশতে তাঁর সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারতীয় সম্প্রদায়ের উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিকতা ও উৎসাহের সঙ্গে স্বাগত জানান ভারতীয় সম্প্রদায়ের মানুষ। তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পোল্যান্ডে কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এলেন ৪৫ বছর পরে এবং তিনি আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন ভারত-পোল্যান্ড মৈত্রী জোরদার করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি আন্দ্রেজ দুদা এবং প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড টাস্কের সঙ্গে বৈঠকের জন্য। তিনি আরও বলেন, গণতন্ত্রের জননী ভারত। দুটি দেশেরই লক্ষ্য আরও কাছাকাছি আসার। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। অপারেশন গঙ্গার সাফল্যে তাঁদের ভূমিকার প্রশংসা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সম্প্রদায়কে ভারতের পর্যটনের দূত হওয়ার আহ্বান জানান এবং উন্নয়নের অংশীদার হতে বলেন। তিনি বলেন, কোলাপুরের ডোবরি মহারাজা এবং মনটে ক্যাসিনো যুদ্ধ স্মারক দুই দেশের মানুষে মানুষে প্রাণবন্ত মৈত্রীর উজ্জ্বল উদাহরণ। এই মৈত্রীকে আরও শক্তিশালী করতে প্রধানমন্ত্রী জামসাহেব স্মারক যুব বিনিময় কর্মসূচি নামে একটি উদ্যোগের কথা ঘোষণা করেন, যাতে প্রতি বছর ভারতে ২০ জন পোলিশ যুবাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। গুজরাটে ভূমিকম্পের সময়ে পোল্যান্ডের সাহায্যের কথা উল্লেখ করেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী গত ১০ বছরে ভারতের রূপান্তরকারী অগ্রগতির কথা বলেন। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তিনি জানান, আগামী কয়েক বছরে ভারত তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত হয়ে উঠবে এই দেশ। সে সম্পর্কে তাঁর ভাবনার কথাও জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, পোল্যান্ড ও ভারত নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং স্বচ্ছ শক্তির ক্ষেত্রে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করছে ও দূষণমুক্ত উন্নতির লক্ষ্যে চালিত হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' মন্ত্রের কথা জানিয়ে বলেন, ভারত বিশ্বাস করে গোটা বিশ্ব একটি পরিবার। তাই, ভারত সারা বিশ্বের মঙ্গলের জন্যই কিছু করতে চায় এবং যে কোনও মানবকেন্দ্রিক সঙ্কটে প্রথম এগিয়ে যেতে চায়।

বাংলাদেশের বন্যা পরিস্থিতি ত্রিপুরায় গোমতি নদীর ভারতীয় বাঁধ থেকে জল ছাড়ার কারণে হয়নি

নয়াদিল্লি,২৭আগষ্টঃআমরা লক্ষ্য করছি যে, বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল সীমান্ত জেলাগুলিতে সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির উদ্বেগের কারণ হিসেবে ত্রিপুরার গোমতি নদীর উপরিভাগে ডুম্বুর বাঁধ থেকে জল ছাড়ার বিষয়কে তুলে ধরা হচ্ছে। কিন্তু, তা ঠিক তথ্য নয়। আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, গোমতি নদীর অববাহিকা অঞ্চল ভারত-বাংলাদেশ উভয় দেশের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত। এ বছর গত কয়েকদিন ধরে এই এলাকায় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশের বন্যার প্রকৃত কারণ নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে বৃষ্টির দরুণ জলপ্রবাহ। ডুম্বুর বাঁধ বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ১২০ কিলোমিটারেরও বেশি উপরিভাগে অবস্থিত। এটি উচ্চতায় ছোট আকারের (প্রায় ৩০ মিটার) বাঁধ, যা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়ে গ্রিডে যায় এবং বাংলাদেশও ত্রিপুরা থেকে ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পায়। ১২০ কিলোমিটার নদী পথে অমরপুর, সোনামুড়া এবং সোনামুড়া২ এই তিনটি জায়গাতে নদীর জলপ্রবাহের উপর নজরদারির ব্যবস্থা রয়েছে। গত ২১ অগাস্ট থেকে সমগ্র ত্রিপুরা এবং সন্নিহিত বাংলাদেশের জেলাগুলিতে প্রবল বৃষ্টি হয়ে চলেছে। এর ফলে, বিপুল জলপ্রবাহ স্বাভাবিকভাবেই নিম্ন অববাহিকা অঞ্চলে প্রবাহিত হয়েছে। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, ২১ অগাস্ট, ২০২৪ তারিখে দুপুর ৩টে থেকে বাংলাদেশের দিকে জল প্রবাহিত হচ্ছে। সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ বন্যায় বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের দরুণ যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এ সত্ত্বেও আমরা অন্য বিভিন্ন উপায়ে জরুরি পরিস্থিতিতে তথ্য সরবরাহের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। ভারত-বাংলাদেশ উভয় দেশের মধ্যে প্রবাহিত নদীগুলিতে বন্যার কারণে উভয় দেশের মানুষই সমস্যার সম্মুখীন হন। এই সমস্যা নিরসনে ঘনিষ্ঠ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা দরকার। দুটি দেশের মধ্য দিয়ে ৫৪টি নদী প্রবাহিত। দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হ'ল - নদীর জল ব্যবস্থাপনা। দ্বিপাক্ষিক উদ্বেগের কারণ নিরসনে আমরা দায়বদ্ধ। জলসম্পদ ও নদীর জল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ও কারিগরি সহযোগিতার বিষয়ের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে বিহারের আরারিয়ার বিভিন্ন মন্দিরে রাতভর ভক্তদের ভিড়

আরারিয়া, ২৭ আগস্ট ঃ গত সোমবার মধ্যরাতে আরারিয়ার বিভিন্ন মন্দিরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি পালিত হয়। মন্দিরে উপস্থিত ভক্তদের 'হরে কৃষ্ণ'র ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে মন্দিরের আশপাশের এলাকা।জানা গেছে, জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মন্দিরগুলোকে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছিল বেলুন ও রঙিন পতাকা দিয়ে। এদিন রাত থেকেই ভক্তরা মন্দিরে ভিড় জমাতে শুরু করেন। গত সোমবার সারারাতব্যাপী মন্দিরগুলোতে ছিল ভক্তদের আনাগোনা। জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে মাখন মিছরির প্রসাদ বিতরণ করা হয় ভক্তদের। পুজোর পাশাপাশি ছিল বিশেষ ভজন কীর্তনেরও আয়োজন।

জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৪৪ জনের প্রথম প্রার্থীতালিকা প্রকাশ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট ঃজম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচন ২০২৪-এর জন্য বিজেপি তাদের প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছে। তিন দফায় জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচন হবে। বিধানসভা নির্বাচনের জন্য সোমবার ৪৪ জন প্রার্থীর প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি। এই তালিকায় প্রথম ধাপে ১৫ জন, দ্বিতীয় ধাপে ১০ জন এবং তৃতীয় ধাপে ১৯ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে।উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীরের সমস্ত ৯০টি আসনে তিন দফায় ভোট হবে, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর। নির্বাচনের ফল প্রকাশিত ৪ অক্টোবর।

লাদাখে পাঁচটি নতুন জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লি, ২৭আগস্ট ঃ লাদাখে পাঁচটি নতুন জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে একটি পোস্টে এই তথ্য দিয়েছেন। এর প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, লাদাখে পাঁচটি নতুন জেলা গঠন উন্নত শাসন ও সমৃদ্ধির পথে আরও একটি পদক্ষেপ। জাঁসকর, দ্রাস, শাম, নুব্রা এবং চাংথাংএ এখন আরও বেশি খেয়াল রাখা হবে। এর ফলে এখানকার জনগণের আরও কাছে পরিষেবা এবং সুযোগ আসবে। সেখানকার বাসিন্দাদের অভিনন্দন। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জানিয়েছেন, লাদাখে পাঁচটি নতুন জেলা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জাঁসকর, দ্রাস, শাম, নুব্রা এবং চাংথাং নামে নতুন জেলাগুলি হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমৃদ্ধ ও বিকশিত লাদাখ গড়ার সিদ্ধান্তকে দৃঢ় করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই পাঁচটি জেলা গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন যে, এই নতুন জেলা গঠনের ফলে এখানে সুশাসন আরও মজবুত হবে। মোদী সরকার লাদাখের মানুষের জন্য প্রচুর সুযোগ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

কংগ্রেস সাংসদ বসন্ত চহ্বানের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ রাহুল গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট ঃ মহারাষ্ট্রের নান্দেদের কংগ্রেস সাংসদ বসন্তরাও চহ্বান দীর্ঘ রোগভোগের পরে সোমবার হায়দরাবাদের একটি হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। নান্দেদ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদের প্রয়াণে শোকাহত হাত শিবির। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী শোকবার্তায় লেখেন, বসন্তরাও চহ্বানের মৃত্যুসংবাদ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তাঁর প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা রইল। প্রবীণ এই সাংসদের মৃত্যু কংগ্রেস পরিবারের জন্যে এক অপূরণীয় ক্ষতি বলে জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী।

ইউটিউবে দেখা যাবে প্যারা অলিম্পিক

প্যারিস, ২৭ আগস্ট ঃ বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে প্যারিস প্যারা অলিম্পিক। সেই প্যারালিম্পিক দেখা যাবে সরাসরি ইউটিউবে।আন্তর্জাতিক প্যারালিম্পিক কমিটি গেমস সম্প্রচারের জন্য ইউটিউবের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে। ১৭৫টা দেশে প্যারালিম্পিকের খেলাগুলি দেখা যাবে ইউটিউবের মাধ্যমে। এর জন্য অর্থ খরচ করতে হবে না দর্শকদের।

গুজরাটে ভারী বর্ষণে প্রভাবিত রেল পরিষেবা, বাতিল কমপক্ষে ৩০টি ট্রেন

আহমেদাবাদ, ২৭ আগস্টঃ ভারী বৃষ্টিতে ভাসছে গুজরাট। গুজরাটের ভাদোদরা, আহমেদাবাদ জলমগ্ন। গুজরাটে প্রবল বৃষ্টির কারণে প্রভাবিত হয়েছে রেল পরিষেবা। কমপক্ষে ৩০টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। অনেক ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক ট্রেনের যাত্রাপথ। মঙ্গলবার পশ্চিম রেলের পিআরও জে কে জয়ন্ত বলেছেন, গুজরাটে ভারী বৃষ্টির কারণে, পশ্চিম রেলের ট্রেনগুলি প্রভাবিত হয়েছে। গত সোমবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত ৩০টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে, ১৩টি ট্রেনের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে এবং ৩৬টি ট্রেনের যাত্রাপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। রেল প্রশাসন যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করছে। আবহাওয়ার উন্নতি হলে এবং রেললাইন থেকে জল নামলে ট্রেন চলাচল আবার শুরু হবে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর, ওয়ানাডের পরিস্থিতি নিয়ে হয়েছে চর্চা

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট ঃ দিল্লিতে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। ওয়ানাডের পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদী ও কেরলের মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নের মধ্যে। মঙ্গলবার সকালেই দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন।এরপর দুপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করেছেন। বৈঠকে ওয়ানাডের পুনর্বাসন নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রাজ্য সরকার একটি অতিরিক্ত, বিশদ স্মারকলিপি জমা দিয়েছে যা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ নিয়ে ফের তোপ তথাগতর

কলকাতা, ২৭ আগস্ট ঃবাংলাদেশ নিয়ে ফের তোপ দাগলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।মঙ্গলবার তিনি এক্স বার্তায় লিখেছেন, আজকের বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর আব্বু পাকি জেনারেল নিয়াজির কথা বেশি করে মনে পড়ছে। বলেছিল, বাংলাদেশের মেয়েদের পেটে পাকিস্তানের বীজ ঢুকিয়ে দাও। সেই বীজ আজ জামাত নামক গাছে পরিণত।বাংলাদেশীদের সম্বন্ধে নিয়াজি আরো বলেছিল, It is a low lying land, full of low, lying people, এটি একটি নিচু জমি, নিচুস্তরের মিথ্যাবাদী লোকে পরিপূর্ণ।প্রতিক্রিয়ায় অরিজিৎ দাস নামে একজন এক্স বার্তায় লিখেছেন, এটা ভুলে গেলে চলবে কেন যে ওরা আদতে ইস্ট পাকিস্তান।ওদের জন্ম কর্ম সবই পাকিস্তানি, মাঝখানে কিছুদিনের জন্যে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি মারামারি করে বাংলাদেশ হয়েছিলো, এখন আবার পাকিস্তান হয়ে গেছে। মাঝখান থেকে লাখ লাখ হিন্দুকে মেরে শেষ করলো, ঘরছাড়া করে ভারতের refugee করলো।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১০ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ২৭ আগস্ট ২০২৪, ৫৪৩ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১১ ভাদ্র, চান্দ্রঃ২৩ ঘাঁকিশেষ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১২ ভাদ্র ১৪৩১, ত্রিপুরাঃ১০ ভাদ্র, ওড়িশা সিভিলঃ৫ ভাদ্র ১৯৪৬, মৈথিঃ২৩ হাবান, আসামঃ১০ ভাদ, মুসলিমঃ২১সফর১৪৪৬ হিজরী।ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণের শুভ জন্মাষ্টমী শ্রীশ্রীলোকনাথ বাবার আবির্ভাবসূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ১৩ঃ১৮ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৫৪ঃ২৮।চন্দ্র উদয়রাত্রি ১২ঃ৪২ঃ১২(২৭) এবং অস্তঃদুপুর ০১ঃ৫৯ঃ৩০(২৮)।কৃষ্ণ পক্ষ। তিথিঃনবমী (রিক্তা) সকাল ঘ ০৫ঃ০৭ঃ১১ দং ৫৯৬১২.৫ পর্যন্ত পরে।নক্ষত্রঃরোহিণী রাত্রিঃ০৮ঃ১৮ঃ৪৩ দং ৩৭২৪৭.৫ পর্যন্ত পরে মৃগশিরাকরণঃতৈতিল বিকাল ঘ ০৫ঃ৪৯ঃ৫০ দং ৩১১৩০ পর্যন্ত পরে গরযোগঃহর্ষণ সকাল ঘ ০১ঃ৪৪ঃ৫৩ দং ৫১০২৭.৫ পর্যন্ত পরে বজ্রঅমৃতযোগঃদিন ০৭ঃ৫১ঃ১৪ থেকে- ১০ঃ২২ঃ০৪ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫২ঃ৫৪ থেকে- ০২ঃ৩৩ঃ২৭ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ২৩ঃ৪৪ থেকে- ০৫ঃ০৪ঃ১৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৫৪ঃ৩৪ থেকে- ০৬ঃ৪০ঃ১৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫৭ঃ২৭ থেকে- ১১ঃ১৪ঃ৩৭ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৩১ঃ৪৭ থেকে - ০৩ঃ০৩ঃ১৪ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ১২ঃ৫২ঃ৫৪ থেকে - ০১ঃ৪৩ঃ১০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ ১২ঃ০০ঃ২০ থেকে- ১২ঃ৪৬ঃ০৪ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০৬ঃ৫৪ঃ৪০ থেকে - ০৮ঃ২৮ঃ৫৬ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১১ঃ৪৫ থেকে -০২ঃ৪৬ঃ০১ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৭ঃ২০ঃ১৭ থেকে - ০৮ঃ৪৬ঃ০১ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৪১০১৬৪৬ (১০) ৪ পদচন্দ্রঃ ১২৭১২৪ (৫) ২ পদমঙ্গলঃ ১২৮২৩৪৯ (৫) ২ পদবুধঃ ৩২৫২৪৯ (৯) ৩ পদবৃহস্পতিঃ ১২৫১৬৮ (৫) ১ পদশুক্রঃ ৫৩২৬১৫ (১২) ৩ পদশনিঃ ১০১৯৩০২৯ (২৪) ৪ পদরাহুঃ ১১১৬১৫৪১ (২৬) ৪ পদকেতুঃ ৫১৬১৫৪১ (১৩) ২ পদশনি বক্রি।লগ্নঃসিংহ রাশি সকাল ০৬ঃ৪৪ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৮ঃ৫৪ঃ২৫ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১১ঃ০৮ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০১ঃ২৪ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০৩ঃ২৯ঃ৩৬ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৫ঃ১৬ঃ৩০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৬ঃ৪৯ঃ৫৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ২০ঃ৫৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১০ঃ০১ঃ৩২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ১১ঃ৫৯ঃ৫৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ১৩ঃ১৫ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ২৮ঃ৫৬ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৮.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪ শতকরা এবং ৯১ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৮টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ১৪ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬টা ১০মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমের ফলে আপনার মান বৃদ্ধি পাবে। সংসারে শান্তি ফিরবে।
বৃষ রাশিঃ স্ত্রীর প্রচেষ্টায় পারিবারিক অশান্তি অনেকাংশে লাঘব হবে।
মিথুন রাশিঃনতুন বাড়ি বা ফ্ল্যাট কেনার জন্য সময়টি শুভ।
কর্কট রাশিঃশেয়ার বা ফাটকায় আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক উন্নতি
সিংহ রাশিঃস্ত্রীর চাকরির পরিবর্তনের যোগ বিদ্যমান। বিতর্কিত বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন।
কন্যা রাশিঃবিদ্যার্থীদের পরীক্ষার ফল ভালো করার জন্য পড়াশোনায় আরও যত্নবান হওয়া উচিত। স্ত্রীর প্রচেষ্টায় একাধিক উপায়ে উপার্জনের সুযোগ আসবে। বিবাহের যোগ।
তুলারাশিঃঘরে-বাইরে নিজের রাগ সংযত না রাখলে বিপত্তির আশঙ্কা। কোনও বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত চিন্তার ফলে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা।।
বৃশ্চিক রাশিঃশিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় সাফল্য। বিদেশ যাত্রা শুভ হবে।
ধনু রাশিঃ বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন।।
মকর রাশিঃকর্মক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকলেও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বদান্যতায় সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন। বাড়িতে অতিথি
কুম্ভ রাশিঃ সংসারে শান্তি হতে পারে
মীন রাশিঃকর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ পদোন্নতি হতে পারে। বহুদিন ধরে চলা পারিবারিক সমস্যার সমাধান সম্ভব। অর্থ ব্যয়।

সিঙ্গুরের জমি পুনর্ব্যবহার করতে দাবি আন্দোলনকারীদের

দুরন্ত বার্তা, সিঙ্গুর হুগলি, ২৭ আগস্ট ঃ টাটা মোটর গাড়ি কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কৃষিজমি আন্দোলন সিঙ্গুরেরগ্রাম। ১০০০ একর জমি চাষযোগ্য করে তিন মাসের মধ্যে চাষিদের ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ সেই জমি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলছেন সিঙ্গুরের আন্দোলনকারী কৃষকদেরই একাংশ। কেন সিঙ্গুরে আন্দোলনের প্রস্তুতি? আন্দোলনের আঁতুড় ঘরে তৈরি হল ' বন্ধ্যা জমি পুর্নব্যবহার কমিটি'। কমিটির সদস্যদের দাবি, সিঙ্গুরের অধিকাংশ জমি চাষযোগ্য করে দেওয়া হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের জমি চাষযোগ্য করে দিক সরকার, তা না হলে সেখানে শিল্প স্থাপন করা হোক। আগামী ৩০শে অগাস্ট থেকে ক্যাম্প করে চাষিদের থেকে এই মর্মে আবেদন পত্র সংগ্রহ করবে কমিটি। যদিও, মন্ত্রী বেচারাম মান্না জানিয়েছেন, ৯০ শতাংশ জমিই চাষযোগ্য করে দেওয়া হয়েছে। ২০০৬ সালে সিঙ্গুরে টাটা মোটর গাড়ি কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে কৃষিজমি বাঁচাও আন্দোলন। সিঙ্গুরের বেড়াবেড়ি, বাজেমেলিয়া, খাসেরভেড়ি, সিংহের ভেড়ি, গোপালনগর এই পাঁচটি মৌজার হাজার হাজার চাষি আন্দোলনে যুক্ত হয়ে জমি অধিগ্রহণের বিরোধিতা করেন। রাজ্যের বর্তমান শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস আন্দোলনের রাশ ধরে নিতে সক্ষম হয়। ফলে আন্দোলন তীব্র থেকে আরো তীব্রতর হয়ে ওঠে। কৃষকদের আন্দোলনের ফলে কারখানার কাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েও ফিরে যেতে বাধ্য হয় টাটারা। ২০১৬ সালে ৩১শে অগস্ট সুপ্রিম কোর্ট সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করে প্রায় ১০০০ একর জমি চাষযোগ্য করে তিন মাসের মধ্যে চাষিদের ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দেন। এরপর কারখানা ভেঙে সিঙ্গুরের জমি চাষিদের ফিরিয়ে দেয় তৃণমূল সরকার। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রায় ৮ বছর পরে আবারও সেই জমি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলছেন সিঙ্গুরের আন্দোলনকারী কৃষকদেরই একাংশ। একদা জমি আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা তথা ' বন্ধ্যা জমি পুর্নব্যবহার কমিটি'র অন্যতম সদস্য দুধকুমার ধাড়া বলেন, ' দাবি হচ্ছে জমির সীমানা নির্ধারণ করে তা চাষিদের ফিরিয়ে দেওয়া, জল নিকাশি ব্যবস্থা উন্নত করা, জমি ফেরত পেলেও মিউটেশন বা কনভারসেশনের অধিকার চাষিদের নেই, সেই অধিকার চাষিদের দিতে হবে। যে জমিগুলোতে অনেক চেষ্টা করেও চাষযোগ্য করা যাবে না সরকার কিংবা বেসরকারি উদ্যোগে সেই জায়গায় শিল্প স্থাপন হোক।' তাঁদের দাবি, সিঙ্গুরের জমি পুনর্ব্যবহার করতে চাইছেন তাঁরা। জমি বন্ধ্যা রাখতে চাইছে না। হয় সিঙ্গুরের জমিতে চাষ হোক না হলে শিল্প হোক। যে জমি তিন মাসের মধ্যে চাষ যোগ্য করে দেওয়ার কথা সেই জমি আট বছরেও চাষযোগ্য হয়নি বলে দাবি তাঁদের। সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, ' করা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার। যে কেউ আন্দোলন করতে পারে। তবে সেই আন্দোলনের কতটা যৌক্তিকতা আছে, কতটা মানুষের স্বার্থ আছে সেটা দেখা দরকার। যে ইস্যু নিয়ে কথা হচ্ছে সেটা সিঙ্গুরের মানুষ শুনবে না। কারণ ৯০ শতাংশ জমি চাষযোগ্য হয়ে গিয়েছে।'

কেউ নিখোঁজ নয়, শুভেন্দুর অভিযোগ খারিজ করে জানালো কলকাতা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার সকালে চাঞ্চল্যকর দাবি করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দু নিজের এক্স হ্যান্ডেলে দাবি করেন, চার জন ছাত্রনেতা ' মধ্যরাত থেকে'। সমাজমাধ্যমে ওই চার ছাত্রনেতার নাম উল্লেখ করে বিরোধী দলনেতা লেখেন, তাঁরা হাওড়া স্টেশনে আসছিলেন এবং মধ্যরাতের পর আচমকা নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, তাঁদের কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না, ফোনেও উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা সন্দেহ করছি, পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার বা আটক করে থাকতে পারে। এর পরই বিরোধী দলনেতা যোগ করেছেন, যদি তাঁদের (ওই চার ছাত্রনেতার) কিছু হয়ে যায়, তার জন্য দায়ী থাকবে মমতার পুলিশ। শুভেন্দুর এই অভিযোগ খারিজ করেছে কলকাতা পুলিশ। কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, গত রাত থেকে নিখোঁজ চার ছাত্রনেতার বিষয়ে একটি মিথ্যা আখ্যান তৈরি করার চেষ্টা করছেন একজন রাজনৈতিক নেতা। সত্য হল, কেউ নিখোঁজ নয়। পুলিশের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, চারজন নবান্ন অভিযানের সময় বড় আকারের হিংসা করার পরিকল্পনা করছিল এবং হত্যার চেষ্টার ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিল। জননিরাপত্তা ও নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাঁদের পরিবারকে জানানো হয়েছে। কলকাতা পুলিশের এই টুইটকে ট্যাগ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী লিখেছেন, পরিবারগুলি মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে। মমতা পুলিশ আদালতে দেখা হবে।

মেঘলা আকাশ সঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি, পারদ নামল তিলোত্তমায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্ট ঃ শহর ও শহরতলিতে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। বৃষ্টিও হয়েছে শহর ও শহরতলিতে। বৃষ্টির সৌজন্যে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই পারদ নিম্নমুখী। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি কম। বিগত করেকদিনের ধরে বৃষ্টি হয়েই চলেছে দক্ষিণবঙ্গজুড়ে, সেই বৃষ্টি থামেনি মঙ্গলবার সকালেও। ক্যানিং থেকে কাকদ্বীপ, বসিরহাট থেকে বনগাঁ সর্বত্রই বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টি হয়েছে মহানগরী কলকাতাতেও।

কলকাতা মেট্রোর গ্রীন লাইন-২ এর যাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্ট ঃ প্রায় ৩৪,০০০ যাত্রী আজ কলকাতা মেট্রোর গ্রীন লাইন-২-এ ভ্রমণ করেছেন, অর্থাৎ ২৭.০৮.২০২৪ তারিখে ১৪.০০ টা পর্যন্ত। গত মঙ্গলবার অর্থাৎ ২০.০৮.২০২৪ তারিখে, এই লাইনে ১৪.০০ ঘন্টা পর্যন্ত যাত্রী সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ ছিল। এই করিডোরের হাওড়া ময়দান এবং হাওড়া স্টেশনগুলিতে সর্বাধিক ভিড় পরিলক্ষিত হয়েছে কারণ আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী এখন পর্যন্ত মেট্রোতে এসপ্ল্যানেড এবং হাওড়া ময়দানের মধ্যে ভ্রমণ করতে পছন্দ করেছেন। আজ হাওড়ায় একটি বড় সমাবেশের কথা মাথায় রেখে, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মসৃণ মেট্রো পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য বিস্তৃত ব্যবস্থা করেছে। গ্রীন-লাইন ২-এ পরিষেবাগুলি ০৭.০০ টায় শুরু হয়েছে। যথারীতি আজও। যাত্রীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন স্টেশনে অতিরিক্ত কাউন্টার খোলা হয়েছে এবং অতিরিক্ত কর্মীও মোতায়েন করা হয়েছে। অতিরিক্ত অপারেটিং অফিসার, ইন্সপেক্টর এবং RPF আধিকারিকদেরও কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে মোতায়েন করা হয়েছে যে কোনও জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে এবং নিরাপত্তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। সকাল থেকে মেট্রোর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বাস্তব সময়ের ভিত্তিতে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন। যাত্রীদের ভিড় সামলাতে হাওড়া স্টেশনে ৬টি অতিরিক্ত কাউন্টার এবং সমস্ত ASCRM চালু করা হয়েছে। পরিষেবাগুলি সুষ্ঠুভাবে চলছে। সমস্ত অফিসার, স্টাফ, স্টেশন স্টাফ, আরপিএফ কর্মীরা এত বিশাল ভিড় দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার জন্য একযোগে কাজ করেছেন। যাত্রীরাও মেট্রো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন। ১৪.০০ ঘন্টা পর্যন্ত, ২.২০ লক্ষেরও বেশি যাত্রী ব্লু লাইনে ভ্রমণ করেছেন এবং ১৭,০০০ এরও বেশি যাত্রী কলকাতা মেট্রোর গ্রীন লাইন-১-এ ভ্রমণ করেছেন।

কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে সবজি বাগানে জল জমে ক্ষতির মুখে চাষিরা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ২৭ আগস্ট ঃ দক্ষিন ২৪ পরগনায় গত কয়েক দিন ধরে চলা টানা বৃষ্টিতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন সবজি চাষিরা। জয়নগর,কুলতলি, রায়দীঘি, ক্যানিং, ভাঙ।, জীবনতলা, বাসন্তী, মগরাহাট সহ অধিকাংশ এলাকার সবজি বাগানগুলিতে জল জমার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় গাছ প্রায় মৃত প্রায় হয়ে এসেছে। পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে অসুবিধার মধ্যে পড়বেন বহু কৃষকরা। এ বছর বর্ষার প্রথমে বৃষ্টি না হওয়ায় অনেকেই সবজি বাগান করে ছিলেন। সেক্ষেত্রে জল কিছুটা কম লাগছিল। এমন কথা জানিয়েছেন মৈপীঠ এলাকার একাধিক সবজি চাষি। কিন্তু এই কয়েক দিনের বৃষ্টি সব হিসাব গুলিয়ে দিয়েছে। বৃষ্টি বাড়ায় বিপাকে প।ছেন সবজি চাষিরা। নিচু ও মাঝারি খেত জলে ডুবেছে। বেশ কিছু উঁচু খেতে ও জল দাঁড়িয়ে যাওয়ায় গাছের পচন দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ চাষির আশঙ্কা, কয়েকদিন টানা রোদ না হলে চাষিদের সমস্যা বা।বে। টানা বৃষ্টিপাতের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে পটল, লঙ্কা, ঢ্যাঁ।শ,ঝিঙে, শসা, টম্যাটো, নটে শাক, বেগুন চাষিরা। এ নিয়ে কুলতলির এক চাষি বলেন, নীচু জমি তো নষ্ট হয়েছে, সেই সঙ্গে প্রভাব পড়েছে উঁচু জায়গাতেও। কয়েকদিনের মধ্যে রোদ দেখা না দিলে সমস্যা বাড়বে। সেক্ষেত্রে সবজির দামে প্রভাব পড়তে পারে। সবজি চাষে ক্ষতি হলে সরকারি সাহায্যের আবেদন করেছেন তাঁরা।এ ব্যাপারে কুলতলি ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা বলেন,আমরা সবদিকের ওপর নজর রাখছি। কৃষকদের সাহায্যের আবেদন ও জমা প।ছে। জেলা থেকে যেরকম নির্দেশ আসবে সে রকম কাজ হবে।তবে বৃষ্টি এখন কবে বন্ধ হয় সেদিকেই তাকিয়ে আছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কৃষকরা।

বিজেপির বাংলা বনধ প্রত্যাহারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে পথে নিউবারাকপুর টিএমসিপি

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ২৭ আগস্ট ঃ বিজেপির ১২ ঘন্টা বাংলা বনধ্ এর প্রত্যাহারের দাবিতে রাস্তাঘাট দোকান বাজার যানবাহন সচল রাখতে পথে নামল নববারাকপুর শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদ। কলকাতা ধর্মতলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ঐতিহাসিক ছাত্র সমাবেশ সফল করতে মঙ্গলবার বিকেলে নববারাকপুর শহর তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে নেতাজী ভবন তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ের সামনে থেকে এক বিরাট পদযাত্রা শুরু করে শেষ হয় কৃষ্টি প্রেক্ষাগৃহের সামনে। সাজিরহাট আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র কলেজ এবং পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডে পশ্চিম কোদালিয়া প্রফুল্ল চন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের কয়েক শো পড়ুয়া, ছাত্র সংসদর সদস্য ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী ও নেতৃত্বরা মিছিলে অংশগ্রহণ করে। আরজি কর কান্ডে নিন্দনীয় ঘটনার প্রতিবাদে প্রকৃত দোষীদের শাস্তির ফাঁসির দাবিতে এবং সিবিআইয়ের তদন্তের গতি প্রকৃতি নিয়ে সোচ্চার হয়ে মিছিলে গর্জে ওঠেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী থেকে কলেজের পড়ুয়ারাও। পদযাত্রা শেষে সভায় বক্তব্য রাখেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তথা পুর প্রতিনিধি মনোজ সরকার,তৃণমূল ছাত্র নেতা সুমন দে, সৌমিক বোস, জেলা তৃণমূল যুব নেতা তনয় দাস প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ, নিখিল মালো, কৃষ্ণা বোস সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের তৃণমূল ছাত্র নেতৃত্বরা। তৃণমূল ছাত্র নেতা সুমন দে, মনোজ সরকার রা জানান আজ বিজেপির বাংলা বনধ প্রত্যাহার করতে পথে নেমেছে তৃণমূল ছাত্র সমাজ। বিভিন্ন দোকানে বাজার ব্যবসায়ী বন্ধু দের যানবাহন চালকদের কাছে গিয়ে আহ্বান করেছি সব কিছু খোলা রাখবেন। বাংলায় সচল থাকবে। নিউবারাকপুর শহর থেকে কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা ছাত্র ছাত্রী ঐক্যবদ্ধ ভাবে ধর্মতলা গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ছাত্র সমাবেশে অংশগ্রহণ করবে বলেন ছাত্র নেতৃত্বরা।

উত্তরপাড়া পুলিশ আবাসনের বেহাল অবস্থা! জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাস পুলিশ পরিবারের

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া, ২৭ আগস্ট ঃ প্রশাসনই আমাদের রক্ষক, সাধ্যমত তাঁরা চেষ্টা করেন সাধারন মানুষকে সুরক্ষা দিতে,কিন্তু বর্তমানে মাঝে মধ্যেই তাঁদেরও আক্রান্ত হওয়ার খবর ভেসে উঠছে সংবাদ মাধ্যমের পর্দায়, যেটা সমাজের পক্ষে একেবারেই সুখকর নয়। পুলিশ আবাসনগুলির সংস্কার নিয়ে বর্তমানে উঠছে নানা প্রশ্ন? বিভিন্ন থানার যে আবাসন গুলি আছে, যেখানে পুলিশকর্মীরা পরিবার নিয়ে.থাকেন, অনেক জাযগাতেই তা বসবাসের অযোগ্য। এই যেমন উত্তরপাড়া থানার পুলিস আবাসন! দীর্ঘদিন ধরে সেটি বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। সারা বিল্ডিং জুড়ে আগাছা, যত্র তত্র চাঙ্গর ভেঙে ভেঙে পড়ছে, জি টি রোডের ধারের বারান্দা গুলি বিপজ্জনক ভাবে ঝুলে আছে, যা থেকে জি টি রোডে চলাচল কারি মানুষ ও যানবাহনের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে, হযতো বা জীবন হানী ও হতে পারে! অল্প বৃষ্টিতেও আবাসনের ঘরগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়ে, যে ঘটনায় প্রমাদ গুনছেন পুলিশ কর্মীদের পরিবার গুলি। এছাড়া সংলগ্ন এলাকা অত্যন্ত অপরিষ্কার হওয়ার কারনে এই ডেঙ্গুর সময়ে যথেষ্ট চিন্তায় ও রয়েছেন তাঁরা। দীর্ঘ দিন ধরে এই ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে চললেও এখনও কোনও সুরাহা হযনি বলে দাবী তাঁদের। কবে এব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সমস্যার সমাধান করেন বা বাঙালির শ্রেষ্ঠ উসব দুর্গা পুজোর আগে এই পুলিস কর্মী ও তাদের পরিবারের মুখে হাসি ফোটে কিনা সেটাই এখন দেখার। যদিও এই বিষয় পুলিশ পরিবারের এক মহিলা নেহা সাহা জানান আমি সারা রাত আতঙ্কে থাকি আমার একমাত্র সন্তান নিয়ে,কখন ঘর,বাড়ি ভেঙে পরে। আমি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি তিনি যেন আমাদের দিকটি একবার ভেবে দেখেন। এই বিষয় প্রাক্তন সাংসদ শান্তশ্রী চ্যাটার্জী জানান এই ঘটনা সম্পূর্ণ ভাবে প্রশাসনিক ব্যর্থতা,তা নাহলে কিভাবে পুলিশ পরিবার গুলি জীবন হাতে নিয়ে বাস করছে উত্তরপাড়া পুলিশ কোয়ার্টারে। এই বিষয় কটাক্ষ করেছেন বিজেপি নেতা প্রণয় রায়,তিনি জানান রাজ্যে জুড়ে পুলিশ আবাসনগুলির বেহাল অবস্থা, উত্তরপাড়া তার ব্যতিক্রম নয়, সংস্কার হয়না, চুরি,ডাকাতির ঘটনা ঘটছে,এটা থেকেই বোঝা যায় রাজ্য জুড়ে কি ভাবে প্রশাসনিক ব্যবস্থা চলছে,এর দায় নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।

সেমিনার হলের ছিটকিনি ভিতর থেকে ভাঙা ছিল

সমীর দাস, কলকাতা, ২৭ আগস্ট ঃ ১৫ দিন হয়ে গেলো, এখনও আর জি করের নৃশংস কাণ্ডে উল্লেখযোগ্য কোনো সাফল্য হাতে আসে নি। এই অবস্থায় একটি সূত্র সামনে এসেছে, তাহলো ওই সেমিনার রুমের দরজা ভিতর থেকে আটকানোর ছিটকিনি ছিল ভাঙা। তা সত্ত্বেও দুষ্কৃতী ওই ঘটনা ঘটেনোর সাহস পেলো কোথা থেকে? নির্যাতিতা ৯ আগস্ট রাত ২ টো থেকে ৩ টের মধ্যে হলে প্রবেশ করেন। সিবিআই জানতে পেরেছে, কর্তব্যরত একজন চিকিৎসক তাঁকে হলের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকতে দেখেছেন। বেশ কয়েকজন চিকিৎসক, জুনিয়র ডাক্তার এবং ইন্টার্নদের জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই জানতে পেরেছে, দরজার ছিটকিনিতে সমস্যা থাকায় সেটি ভিতর থেকে লক করা যেত না। ফলে নির্যাতিতাও দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করতে পারেননি। প্রশ্ন,কোনও রকম বাধা ছাড়াই একটি হাসপাতালে কীভাবে কাণ্ড ঘটল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আবার সিবিআই দল হাসপাতালে গেছেন। প্রশ্ন উঠেছে যে কেউ হয়তো বাইরে থেকে পাহারা দিছিলো! তা নাহলে এতো সাহস দুষ্কৃতী পেতে পারে না! কে সে - যে বাইরে থেকে পাহারা দিছিলো?এখন সিসিটিভি খতিয়ে দেখে সে বিষয়টি জানার চেষ্টা করছে সিবিআই। তবে ঘটনার সময় চিকার চেঁচামেচি হওয়া সত্ত্বেও কেউ কোনও আওয়াজ শুনতে পেল না কেন? তাই নিয়ে বিস্মিত তদন্তকারীরা। এখানেই প্রশ্ন উঠেছে যে এই নির্মম কান্ড কোনো এক জনের পক্ষে ঘটানো সম্ভব না। আরো কয়েক জন ছিল। তাদের খুঁজতেই নাস্তানাবুদ হচ্ছে সিবিআই।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ শিবির

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৭ আগস্ট ঃ গ্রামীন এলাকার পরিবেশকে স্বচ্ছ এবং দূষণমুক্ত করার লক্ষ্যেই শুধু নয় বর্জ্য আবর্জনা থেকে জৈব সারসহ কেমিক্যাল দ্রব্য প্রস্তুতির মাধ্যমে একাধারে কৃষক সমাজকে অপরদিকে সাধারণ মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রামীন এলাকায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রগুলি গড়ে তুলছেন। সেই প্রকল্পের বিষয়ে আজ হরিপাল ব্লকের শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন অত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান যথাক্রমে অর্চনা কোলে ও সঞ্জয় ধাড়া। এছাড়াও অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সঞ্চালক অমিত মালিক হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নিতাই মোহন মুখার্জী সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধিরা। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেন স্বাস্থ্য কর্মীরা অঙ্গনওয়াড়ি ভিআরপি কর্মীরা স্বনির্ভর দলের সদস্যরা সমাজসেবী সহ পঞ্চায়েতের কর্মীবৃঃদ। প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হরিপাল ব্লক থেকে আগত প্রতিনিধিরা।এই প্রশিক্ষণের ব্যাপারে শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়ক নবকুমার পাত্র জানান এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপস্থিত প্রশিক্ষার্থীরা গ্রামের মানুষকে সচেতন করবেন যাতে যত্রতত্র আবর্জনা না ফেলা হয় দূষিত ড্রেনের জল পুকুরে না ফেলে শোকপিট নির্মাণ করে তাতে ফেলার ব্যবস্থা করা, নিজেদের বাড়ির চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রে বাড়ির আবর্জনা পৌঁছে দেওয়ার জন্য তৈরি রাখা ইত্যাদি। প্রশিক্ষণ শেষে হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নিতাই মোহন মুখার্জি জানান শ্রীপতিপুর ইলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে শীঘ্রই একটি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে তার জন্য প্রয়োজনীয় জমিও পাওয়া গেছে বলে তিনি জানান।

রশ্মি কলাকেন্দ্র কবিগুরুর ৮৪ তম ও কাজী নজরুল ইসলামের ৪৯ তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে আসাম বঙ্গ যোগী সম্মেলনী ভবনে রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণ সন্ধ্যার আয়োজন করেছিল। কবি লেখনীর শতবর্ষে রক্তকরবী নাটক অবলম্বনে গীতি আলেখ্য 'নন্দিনী' উপস্থাপিত করা হয়। ভাষ্য ও গ্রন্থনা ও পরিচালনায় ছিলেন সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়,বিশু পাগলের নন্দিনীর প্রতি সুপ্ত প্রেমের ভাবটি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ডঃ পার্থজিৎ সেনগুপ্ত, তাঁর সুমধুর কন্ঠে ও দীপ কুমার নন্দী পরিবেশনে। অনুষ্ঠানটি দর্শক দ্বারা প্রশংসিত হয়।

কোন্নগর স্টেশনে প্রতিদিনের হাজার হাজার যাত্রীরা আধুনিক সুবিধার সাথে চলাচল করছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্ট ঃ কোন্নগর স্টেশন পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া বিভাগে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরতলির রেলওয়ে স্টেশন। কোননগরের ১৫ শতকের একটি সমৃদ্ধ পুরানো ইতিহাস রয়েছে। প্রাচীন এবং আধুনিক সাহিত্যেও কোন্নগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন্নগর গর্বিত যে এটি ঋষি অরবিন্দের পৈতৃক আবাস। স্বাধীনতার সময়, কোননগর ছিল একটি পাতলা জনবহুল শহুরে শহরগ্রাম। স্বাধীনতার পর বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এর জনসংখ্যা জ্যামিতিকভাবে বৃদ্ধি পায়। কোন্নগর স্টেশন, হাওড়া ডিভিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরতলির হাব, এখানে প্রতিদিন প্রায় ৩০,০০০ যাত্রীদের জন্য প্রতিদিনের যাতায়াত বাড়ানোর জন্য পরিকল্পিত আপডেট করা সুবিধা এবং পরিষেবাগুলির সাথে যাত্রীদের সন্তুষ্টির প্রতি তার প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে চলেছে। উচ্চ যাত্রী ট্রাফিকের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, কোন্নগর স্টেশন নিশ্চিত করে যে সমস্ত ইমু লোকাল স্টেশনে থামবে, একটি উল্লেখযোগ্য ৩০০টি ট্রেন প্রতিদিন থামার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। পিক আওয়ারে - সকাল (০৮,০০ থেকে ১০,৩০) এবং সন্ধ্যায় (১৭,০০ থেকে ১৯,৩০) - ট্রেনগুলি প্রায় দশ মিনিটের ব্যবধানে চলাচল করে, অপেক্ষার সময় কমিয়ে দেয় এবং যাত্রীদের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা উন্নত করে। স্টেশনটিতে তিনটি প্ল্যাটফর্ম রয়েছে, প্রতিটি ২৭৫ মিটার দীর্ঘ এবং প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্ল্যাটফর্ম শেড (৯৫) দ্বারা আচ্ছাদিত, যা আরোহণের জন্য অপেক্ষারত যাত্রীদের জন্য যথেষ্ট আশ্রয় এবং আরাম প্রদান করে। রাত্রিকালীন সহ সর্বদা নিরাপত্তা এবং দৃশ্যমানতা নিশ্চিত করতে স্টেশনটি দক্ষ এলইডি আলো দিয়ে সজ্জিত। মোট ৪৫০টি বসার ব্যবস্থা সহ যাত্রীদের আরাম আরও উন্নত করা হয়েছে, যার সবকটিতেই সিলিং ফ্যান রয়েছে। স্টেশনটি ২৪৭ আরপিএফ টহল এবং প্ল্যাটফর্ম ২ এবং ৩ এ ইনস্টল করা নজরদারি ক্যামেরা সহ নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়। যেহেতু এটি একটি শহরতলির এলাকা, স্টেশনের উভয় প্রান্ত থেকে যাত্রীদের প্রবেশাধিকার প্রয়োজন। একটি ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা ফুট ওভার ব্রিজ (স্কগক্ক) প্ল্যাটফর্মগুলিকে সংযুক্ত করে এবং দুটি সাবওয়ে অ্যাপ্রোচ রোড থেকে সহজে অ্যাক্সেস প্রদান করে। শহরতলির যাত্রীরা সর্বদাই কলকাতা বা সংলগ্ন অঞ্চলে অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছানোর জন্য ট্রেন ধরতে তাড়াহুড়ো করে। সেই কারণে, পূর্ব রেলের দুটি বুকিং অফিস রয়েছে, একটি প্ল্যাটফর্ম নং ৩ এ এবং আরেকটি প্ল্যাটফর্ম নং ১ এ। তিনটি কাউন্টার ৩ নং প্ল্যাটফর্মে এবং ২টি প্ল্যাটফর্ম নং ১ এ ২ কাউন্টার চালু রয়েছে। এর পাশাপাশি ৪টি এটিভিএম মেশিন রয়েছে যাত্রীদের সর্বোচ্চ দুই মিনিটের মধ্যে টিকিট কেনার সুবিধার্থে এটি স্থাপন করা হয়েছে। কোন্নগর এবং এর আশেপাশের যাত্রীরা টিকিট ব্যবস্থা নিয়ে খুশি কারণ তারা প্রতিদিনের যাত্রার টিকিট পেতে পারে না। এছাড়াও, স্টেশনটি একটি পার্কিং লট, ১২টি প্ল্যাটফর্ম টয়লেট, প্ল্যাটফর্ম ৩ এর কাছে একটি পে-এন্ড-ব্যবহারের টয়লেট এবং একটি দিব্যাঙ্গজন টয়লেট সহ প্রয়োজনীয় সুবিধাগুলি সরবরাহ করে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যাত্রীদের জন্য হুইলচেয়ার এবং স্ট্রেচারের মতো সুবিধাও পাওয়া যায়। জলের সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে ১৬টি জলের ট্যাপ এবং একটি জলের কুলার, যা যাত্রীদের পানীয় জলের অ্যাক্সেস নিশ্চিত করে। এই স্টেশনে একটি ওএসওপি স্টল রয়েছে যা স্থানীয় কারিগরদের জন্য ভোকালের জন্য প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প। যারা রিফ্রেশমেন্ট বা কেনাকাটার বিকল্প খুঁজছেন তাদের জন্য, কোননগর স্টেশনে মানসম্পন্ন খাবারের জন্য দুটি IRCTC স্টল এবং প্ল্যাটফর্ম ৩-এ একটি বহুমুখী স্টল সহ বিভিন্ন ধরনের স্টল রয়েছে। কোন্নগর স্টেশন যাত্রীদের সুবিধা এবং আরামের উন্নতির জন্য নিবেদিত রয়ে গেছে, এই অঞ্চলে একটি গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট পয়েন্ট হিসাবে এর দীর্ঘস্থায়ী ভূমিকা প্রতিফলিত করে।

বাংলা সিনেমা 'শেষ জীবন' থিয়েটারে ৩০ আগস্ট ২০২৪-এ রিলিজ হচ্ছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্ট ঃ 'শেষ জীবন' হল একটি আসন্ন বাংলা ছবি যা থিয়েটারে ৩০ আগস্ট ২০২৪-এ রিলিজ হচ্ছে। ছবিটি একটি দাদু বিক্রম রাঠোর এবং তাঁর নাতনি কাব্য এর কাহিনী তুলে ধরে, যারা জয়পুর থেকে দার্জিলিংয়ে চলে আসে। কাব্য একটি চা কোম্পানিতে কুলজি সিং সিধুর সাথে দেখা করেন এবং তিনি শীঘ্রই বুঝতে পারেন যে তার ক্যান্সার হয়েছে। ছবিটি কাব্যের সীমিত জীবনে তার ইচ্ছাগুলি পূরণ করার যাত্রা অনুসরণ করে। ছবির অভিনেতাদের মধ্যে রয়েছেন প্রদীপ চোপড়া, মুকেশ ঋষি, জরিনা ওয়াহাব, মুশতাক খান, পুনিত রাজ শর্মা এবং কাব্য কাশ্যপ। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুভেন্দু রাজ ঘোষ এবং প্রযোজক প্রদীপ চোপড়া। আইলিড প্রেসেন্টস-এর ব্যানারে প্রযোজিত 'শেষ জীবন' দাদু এবং তার নাতনির মধ্যে সম্পর্ককে দার্জিলিং, কালিম্পং এবং কলকাতার মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের মধ্যে তুলে ধরে। ছবির ট্রেলার মুক্তির আগেই উল্লেখযোগ্য গুঞ্জন তৈরি করেছে, এবং সম্পূর্ণ ছবি এখন দর্শকদের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত হয়েছে। ছবির সঙ্গীত, যা জি মিউজিক কোম্পানীর দ্বারা মুক্তি পেয়েছে, আবেগপূর্ণ অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে দিয়েছে। 'শেষ জীবন' ছবিটি পশ্চিমবঙ্গের ৬০টি থিয়েটারে রিলিজ হবে। এই ব্যাপক মুক্তি দর্শকদের জন্য ছবিটি দেখার সুযোগ বৃদ্ধি করবে। সাথে গভীর সংযোগের প্রতি একটি শ্রদ্ধা এবং সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। পরিচালক সুভেন্দু রাজ ঘোষ ছবির বিশেষ প্রেম, জীবনের চ্যালেঞ্জ এবং সুন্দর

এছাড়া, ছবিটি ভারতের ২০টি থিয়েটারেও রিলিজ হবে, যার ফলে এর পৌঁছনো আরও বিস্তৃত হবে। এই ব্যাপক মুক্তি ছবিটিকে বৃহ সংখ্যক দর্শকদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ দেবে, যাতে আরও বেশি মানুষ এই মহাকাব্যিক ছবির অভিজ্ঞতা নিতে পারে। ছবির অন্যতম অভিনেতা প্রদীপ চোপড়া দর্শকদের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, এবং প্রকল্পটির ব্যক্তিগত গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন যে 'শেষ জীবন' প্রিয়জনদের কাহিনীর মিশ্রণ তুলে ধরেছেন, এবং ছবিটি দর্শকদের ওপর স্থায়ী প্রভাব ফেলবে বলে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন। বিক্রম সিং রাঠোরের বইয়ের উন্মোচন, যা তার নাতনি কাব্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত, ছবির কাহিনী দর্শকদের সাথে এক বিশেষ সংযোগ তৈরি করেছে। 'শেষ জীবন' থিয়েটারে দর্শকদের আকর্ষণ করে চলেছে এবং বাংলা সিনেমায় একটি নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে, আবেগপূর্ণ কাহিনীর জন্য নতুন প্রেরণা দিচ্ছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৬৮ সংখ্যা, বুধবার ১১ ভাদ্র, ১৪৩১

মনীষীদের রঙ্গব্যঙ্গ

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের আর্থিক অনটনের সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ওনাকে আর্থিক সাহায্য করতেন। একদিন এক মাতাল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে সাহায্য চাইতে এলে বিদ্যাসাগর বললেন, আমি কোন মাতালকে সাহায্য করি না। কিন্তু আপনি যে মধুসূদনকে সাহায্য করেন তিনিও তো মদ খান - মাতালের উত্তর। তখন বিদ্যাসাগর উত্তর দেন, ঠিক আছে আমিও তোমাকে মধুসূদনের মত সাহায্য করতে রাজী আছি তবে তুমি তার আগে একটি মেঘনাদ বধদ কাব্য লিখে আন। অনেক বছর আগের কথা। সে সময় আমেরিকান ট্রেনগুলো বেশ ধীরগতিতে চলত। দেরি করত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সকাল ৮টার ট্রেন রাত ৮টায় আসবে কি না সে বিষয়ে সবাই থাকত সন্দিহান। এমনই এক সময়ে বিখ্যাত রম্যসাহিত্যিক মার্ক টোয়েন একবার কোথাও যাওয়ার জন্য ট্রেনে চেপে বসে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর কামরায় উঠল টিকিট চেকার। মার্ক টোয়েন গম্ভীর মুখে চেকারের দিকে একটা 'হাফ টিকিট' বাড়িয়ে দিলেন। বুড়ো মানুষের হাতে 'হাফ টিকিট' দেখে টিকিট চেকার অবাক! তাঁর প্রশ্ন, 'কী মশাই, আপনি হাফ টিকিট কেটেছেন কেন? গোঁফ, মাথার চুল সবই তো সাদা। আপনি কি জানেন না চৌদ্দ বছরের বেশি হলে আর হাফ টিকিট চলে না?' মার্ক টোয়েনের সোজা জবাব, যখন ট্রেনে চড়েছিলাম, তখন তো বয়স চৌদ্দই ছিল। কে জানত, ট্রেন গন্তব্যে পৌঁছতে এত লেট করবে! 'পৃথিবী সূর্যের চারপাশে ঘুরছে' সে সম্পর্কে একবার বক্তৃতা করছিলেন বারট্রান্ড রাসেল। বক্তৃতার মাঝখানে এক বৃদ্ধলোক দাঁড়িয়ে রাসেলের কথার প্রতিবাদ করে বললেন, ওহে তরুণ তুমি বেশ বুদ্ধিমান এতে কারো সন্দেহ নেই। তবে পৃথিবী যে চ্যাপ্টা আর তা কচ্ছপের পিঠে করে বয়ে বেড়াচ্ছে তা মনে করেছ আমরা জানি না! রাসেল বৃদ্ধের কথা শুনে অবাক হলেন। প্রশ্ন করলেন, ঠিক আছে, তাহলে আপনি এবার বলুন, ওই কচ্ছপটা কিসের ওপর দাঁড়িয়ে আছে? বৃদ্ধ একটু ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, হুঁ, আমি তোমাকে বলে দিই আর তুমি তা শিখে ফেল আর কী! সেটা হতে দেব না। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক নেপাল রায়কে রবীন্দ্রনাথ একবার লিখে পাঠালেন, আজকাল আপনি কাজে অত্যন্ত ভুল করছেন। এটা খুবই গর্হিত অপরাধ। এজন্য কাল বিকেলে আমার এখানে এসে আপনাকে দণ্ড নিতে হবে। চিন্তিত, শঙ্কিত নেপালবাবু পরদিন কবির কাছে উপস্থিত। এখনো তাঁকে বেশ কিছুক্ষণ উৎকণ্ঠার মধ্যেই বসিয়ে রেখেছেন কবিগুরু। অবশেষে পাশের ঘর থেকে একটি মোটা লাঠি হাতে আবির্ভূত হলেন কবি। নেপালবাবুর তখন ভয়ে ভীত। তিনি ভাবলেন, সত্যি বুঝি লাঠি তাঁর মাথায় পড়বে। কবি বললেন, এই নিন আপনার দণ্ড! সেদিন এখানে ফেলে গেছেন। টমাস আলভা অ্যাডিসনের গ্রামোফোন আবিষ্কার উপলক্ষ্যে এক সংবর্ধনা সভা। এক তরুণী তাঁর বক্তৃতায় অ্যাডিসনকে আক্রমণ করে বলল, কী এক ঘোড়ার ডিমের যন্ত্র। অ্যাডিসন বললেন, 'ম্যাডাম, আপনি ভুল করছেন। যন্ত্রটা করেছেন ঈশ্বর যা কানে বাজে।

মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল

বাঙালির দুই হৃদয় সম্রাটের মজাদার কাহিনী। তাদের পরিচয় ছিল, একজন মোহন বেঙ্গল অন্যজন ইস্ট বাগান। এই দু'জনের অনবদ্য এই কাহিনী, মগজের এক কোণে যত্ন করে রাখা। হেরে যাওয়ার মধ্যেও একটা ভীষন ভালোলাগা আছে। মান্না দে তাঁর বিভিন্ন সময়ের সাক্ষাৎকারে শচীন দেব বর্মন সম্পর্কে প্রচুর অজানা কথা বলেছেন। কারণ তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন শচীন কর্তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মান্না দে'র কথায় একনিষ্ঠ সহকারী তিনি বলেছেন, আমি তখন শচীন দা'র সব সময়ের সঙ্গী। নানান কথায় জেনেও গেছি তিনি ইস্টবেঙ্গলের অন্ধ ভক্ত। ইস্টবেঙ্গল বলতে একেবারে পাগল। এদিকে আমি পাক্কা মোহন বাগানি। পাছে এনিয়ে কোনও মনকষাকষি হয় ভেবে মান্না দে সেই সময় চুপ করে গিয়েছিলেন তিনি কোন দলের সমর্থক। মান্না দে বলছেন, একদিন হঠাৎ দুপুর বেলায় শচীনদা স্টুডিওতে এসে হাজির। এসেই বললেন, মান্না কী করোস? আমি তখন ওনারই একটা সুর সাধছিলাম। বললাম এই তো আপনার গানটাই। আমাকে থামিয়ে দিয়ে শচীন দা বললেন, রাখ তোর গান, এক্ষুনি গাড়ি ডাক, বাইরোতে হইবো। ফুটবল ম্যাচ আছে। সেদিন বম্বেতে ইস্টবেঙ্গল -মোহন বাগানের খেলা। স্টুডিও থেকে গাড়ির ব্যবস্থা হলো, আমরা পৌঁছলাম মাঠে। খেলা শুরু হয়েছে আর আমি মনে মনে ঠাকুরকে বলছি একটা গোল চাহ। ব্যাস গোল। কিন্তু আমি এমন ভাব করলাম যেন ফুটবল নিয়ে আমার কোনও আগ্রহই নেই। ওদিকে মুখ কালো হয়ে গেছে শচিনদার। আমিও চুপ। শচিনদা বললেন, মান্না রে। দেখতো চিনা বাদাম পাওয়া যায় কিনা। কিনা আনতো। আমিও বাদাম কিনে আনলাম। শচিনদা গম্ভীর। উদ্বিগ্ন হয়ে ম্যাচ দেখছেন। হঠাৎ আরও একটা গোল দিয়ে বসলো মোহনবাগান। দুই গোল। আমার ভেতরটা তখন ফুটছে কিন্তু প্রকাশ করতে পারছি না, কারণ তখন শচিন কর্তার মুখ কালো। থমথমে। হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, মান্না। চল যাইগা। খেলা টা একদম ভাল লাগতাছে না। চল চল। ওদিকে আমার মনের মধ্যে আনন্দের বন্যা কিন্তু শচীনদা মুখ কালো করে গম্ভীর হয়ে হন হন করে বেড়িয়ে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। আমিও মুখ গম্ভীর করে তাঁর পাশে বসে স্টুডিওতে ফিরলাম। মান্না দে বলেছেন , পরে শচীন কর্তা যখন জেনেছেন আমি মোহনবাগান তখন ইস্টবেঙ্গল জিতলে তো খাবার আসতোই স্টুডিওতে, এমনকী মোহনবাগান জিতলেও আসতো। শচিনদা চিৎকার করে বলতেন,এই কইরে, কে আছিস?.....মান্নার টিম জিতছে, ভালো কিছু লইয়া আয়।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

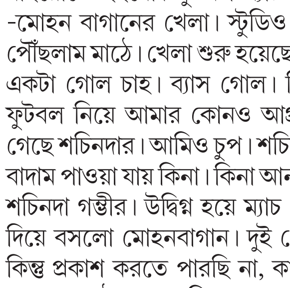

ভালো করে কাজ করতে হবে। তবেই পরিবারের মঙ্গল সূচিত হতে থাকবে। মনকে পরিস্কার করে রাখতে হবে। মনের ময়লাকে দূর করতে হবে। মনে কোনও ময়লা রাখা চলবে না। যিনি মনে ময়লা রেখে কাজ করবেন তার আশা কোনও দিন সফল হবে না। সেই কারণে দরকার মনকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। এটা না করতে পারলে জীবনে পরাস্ত হতে হবে। জীবনযাই সংগ্রামের। সারা জীবন ধরে সংগ্রাম করে যেতে হবে। কাজ করতে হবে। কুড়ে হয়ে বসে থাকলে হবে না। তাহলে জীবন ব্যর্থ হতে বাধ্য। নিজের ওপরে ভরসা রাখতে হবে। শক্তি সঞ্চয়।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

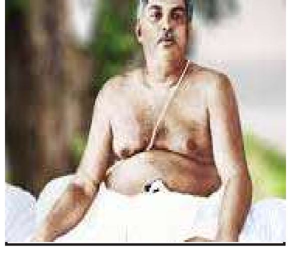

তারাপীঠের মা কালী সকলের জীবনকে রক্ষা করে থাকেন। তিনি কারোর জীবন নষ্ট করতে দেন না। তারাপীঠের মা.রে নাম যিনি স্মরণ করেন তিনি আজীবন সকলের কাছে মহান হয়ে থাকেন। তারাপীঠের মায়ের নাম রোজ একবার করে স্মরণ করলেই মায়ের পুজো হয়ে যায়। তারা তারাপীঠে আসার দরকার লাগে না। ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী।

বঙ্গদেশে পাল এবং সেন বংশের শাসন শুরু হতেই ব্রাহ্মণদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে

বিশেষ প্রতিবেদক

প্রাচীনযুগের ভারতে প্রচলিত থাকা প্রবাদে বাংলা 'পাণ্ডববর্জিত দেশ', অর্থাৎ আর্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রের বাইরে অবস্থিত প্রত্যন্ত একটি অঞ্চল বলে কুখ্যাতি লাভ করেছিল। মনু সংহিতার দশম অধ্যায়ের ৪৩-৪৪ নং শ্লোক থেকে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে পৌণ্ড্রকরা ধর্ম শাস্ত্রবিহিত আচার পরিত্যাগ করে শূদ্রের পর্যায়ে অবনত হয়ে গিয়েছিলেন। গুপ্তযুগের কয়েকটি শিলালিপি পর্যালোচনা করে ঐতিহাসিকেরা এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, সেই সময়ে উত্তর ভারতে ব্রাহ্মণ সমাজের যে প্রভাব ছিল; সেটা উত্তর বাংলায় ছিল না। গুপ্ত বংশীয় রাজারা ভূমিদান করে বাংলায় ব্রাহ্মণদের বসতি স্থাপন করবার জন্য কোন ধরণের ব্যবস্থা করেছিলেন, এমন কোন ঐতি হাসিক প্রমাণ তাঁদের শিলালিপি গুলি থেকে পাওয়া যায় না। তবে গুপ্তযুগের পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ব্রাহ্মণদের প্রভাব যে বৃদ্ধি পেয়েছিল, ঐ দুই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে এরকম ইঙ্গিত অবশ্যই পাওয়া যায়। সেই শিলালিপিগুলিতে ভরদ্বাজ, কৌন্ডিন্য, কাশ্যপ, লৌহিত্য এবং অগস্ত্য গোত্রের ব্রাহ্মণদের উল্লেখ দেখা যায়। পরবর্তীকালে আদিশূর যেসব ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ থেকে এনেছিলেন বলে কিংবদন্তী চালু রয়েছে, তাঁরা সংখ্যায় পাঁচজন ছিলেন এবং তাঁদের গোত্র ছিল; শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ। অতীতে রিজলী Risley সাহেব বাংলার ব্রাহ্মণদের যে বারোটি গোত্রের তালিকা দিয়েছিলেন, সেগুলো হল; ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, সাবর্ণ, গৌতম, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, জাতুকর্ণ, কান্বায়ন ও সৌনক। এতে কৌন্ডিন্য, লৌহিত্য এবং অগস্ত্য গোত্রের ব্রাহ্মণদের পাওয়া যায় না, এবং তাঁদের কি হয়েছিল; সে বিষয়েও ইতিহাস থেকে কোন তথ্য জানা যায় না। তবে উড়িষ্যায় এখনও লৌহিত্য এবং অগস্ত্য গোত্রের এবং উত্তর প্রদেশে অগস্ত্য গোত্রের ব্রাহ্মণরা রয়েছেন। এখনও পর্যন্ত প্রাপ্ত সব গোত্র-তালিকার তুলনা করলে একথাই মনে হয় যে; ভরদ্বাজ এবং কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরাই বাংলার সব ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাচীনতম। পালযুগের আগের বাংলার ব্রাহ্মণ-সমাজে ধর্মীয় আচার পালনে শৈথিল্য ছিল। তখনকার ব্রাহ্মণরা যেমন অব্রাহ্মণের বৃত্তি (যেমন ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি) গ্রহণ করতেন, তেমনি অব্রাহ্মণ স্ত্রীও গ্রহণ করতেন। সেই মিশ্র বিবাহের ফলে উদ্ভুত সন্তানদের 'পারশব', 'করণ' প্রভৃতি মিশ্রজাতিবাচক নাম দেওয়া হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে বৌদ্ধ পালরাজাদের আমলেই খুব সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ সমাজে আচারের শৈথিল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং সেই কারণেই পরে

সেন বংশীয় রাজাদের আমলের বাংলায় ধর্মশাস্ত্রবিহিত সমাজ -ব্যবস্থা সংগঠিত করবার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। সেই প্রচেষ্টার ফলে তৎকালীন হিন্দুসমাজ একটি নতুন রূপ গ্রহণ করার আগেই তুর্কি আক্রমণে এবং ক্রমে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমান আধিপত্য স্থাপনের ফলে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছিল। এর দীর্ঘ সময় পরে অবশেষে ইলিয়াস শাহী বংশের শাসনকালে বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর হয়েছিল। ওই বিপর্যয়ের যুগে হিন্দু সমাজ প্রাক-মুসলমান যুগের রাজনৈতিক অবস্থা ও সামাজিক বিন্যাস সম্বন্ধে নিজেদের উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ জ্ঞান রক্ষা করতে সক্ষম হয়নি। নতুন শাসকদের দৌরাত্ম্যে তখন বহু প্রাচীন পুঁথি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং ওই নতুন অবস্থায় আত্মরক্ষা করবার জন্য বিব্রত থাকবার ফলে প্রাচীন ঘটনা সম্বন্ধে স্মৃতিতে ছেদ পড়েছিল। এই কারণেই 'রাজাবলী' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে বাংলার রাজাদের পরিচয় প্রসঙ্গে শশাঙ্ক, ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল প্রমুখের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং বল্লাল সেনকে দিল্লীর রাজা বলে বর্ণনা করা হয়েছিল। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ) আর এই কারণেই খৃষ্টীয় পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত কুলশাস্ত্রগুলিতে প্রাক-মুসলমান যুগের ইতিহাস ও সমাজ-বিন্যাস সম্বন্ধে অনুরূপ অমূলক কিংবদন্তী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। (বঙ্গীয় কুলশাস্ত্র, রমেশচন্দ্র মজুমদার)

এখন প্রশ্ন হলে যে, বাংলায় কুলশাস্ত্রগুলি কেন রচনা করা হয়েছিল? ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার জানিয়েছিলেন, মুসলমান যুগে বাঙ্গালী হিন্দুর সম্মুখে উচ্চতর কোন জাতীয় জীবনের আদর্শ বা উদ্দেশ্য না থাকায় সামাজিক শ্রেণীবিভাগ ও তৎ-সম্পর্কি'ত বিচার-বিতর্কই জাতীয় জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য এবং জাতীয় ধীশক্তির প্রধান ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। অন্যান্যদের মতে তাঁর এই অনুমান অযথার্থ কিছু নয়। বস্তুতঃ রাজা গণেশের প্রচেষ্টা যে সেকালের হিন্দু সমাজের কোন বৃহৎ অংশের সমর্থন লাভ করেছিল, এমন কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ কিন্তু পাওয়া যায় না। যদিও খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তৎকালীন বাঙালী সমাজে ভাবের বন্যা প্রবাহিত করেছিলেন, কিন্তু তবুও সেটার ফলে সামগ্রিকভাবে সমাজে ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় হিন্দুদের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটেছিল বলে ইতিহাস থেকে জানা যায় না। ঐতিহাসিকদের মতে যদিও কুলশাস্ত্রগুলিকে কোনক্রমেই ঐতিহাসিক গ্রন্থরূপে গ্রহণ করা চলে না, কিন্তু তবুও প্রাক-মুসলমান যুগের বাংলার সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে এগুলিতে কিছু কিছু ইঙ্গিত অবশ্যই পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, আদিশূরের আগেও বাংলায় যে ব্রাহ্মণের বাস ছিল, একথা কুলশাস্ত্রগুলিতে স্বীকৃত হয়েছে, এবং এগুলিতে সেইসব ব্রাহ্মণদের 'সপ্তশতী' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তবে তাঁরা বৈদিক আচার পালন করতেন না এবং শূদ্রের যজন-যাজন করতেন। সাতশতী দ্বিজগণে পটু শূদ্রের যাজনে। নাহি জানে বেদ অনুষ্ঠান। কুলশাস্ত্রের এই বিবৃতি প্রাচীন হিন্দু আমলের শিলালিপির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই দেখতে পাওয়া যায়। পরে কনৌজ থেকে আগত সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের সঙ্গে সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের বিবাহ-সম্পর্ক ঘটেছিল; কুলশাস্ত্রের এই বক্তব্যকে সহজেই গ্রহণ করা চলে।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীন বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজে বৈদিক আচার অবহেলিত ছিল, এই মূল কথাটি শিলালিপিতে ও কুলশাস্ত্রে পাওয়া যায়, এবং এই কথাটিই আদিশূর সম্পর্কে কুলশাস্ত্রের বিকৃত কিংবদন্তীর ভিত্তি। আদিশূর নামের কোন রাজা আদৌ ছিলেন কিনা, আর থাকলেও তাঁর রাজত্বকাল কখন ছিল, তিনি কনৌজ থেকে আদৌ পঞ্চ ব্রাহ্মণ নিয়ে এসেছিলেন কিনা; এসব প্রশ্নের আজও কোন সুমীমাংসা হয় নি। যদিও অধিকাংশ কুলশাস্ত্রের মতে তিনি কোন বিশেষ ধরণের বৈদিক ক্রিয়া সম্পাদন করবার জন্যই কনৌজ থেকে ব্রাহ্মণ নিয়ে এসেছিলেন, কারণ; তৎকালীন বাংলায় সেই কাজের উপযুক্ত কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন না। বয়ং নৈব জানীমহে বেদবাণীম্। তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন সময়ে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে বাংলায় ব্রাহ্মণদের যে নিয়ে আসা হয়েছিল, বিভিন্ন কুলশাস্ত্রের এই বক্তব্যকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুতঃ আজও বাঙালি বৈদিক বাহ্মণদের ঐতিহ্য এটাই যে; তাঁদের পূর্বপুরুষেরা উৎকল, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ থেকে বাংলায় এসেছিলেন। হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব' গ্রন্থেও এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। আর্যাবর্তে মুসলমানদিগের রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইলে সেখানে বেদাদি শাস্ত্র চর্চ্চার ক্রমশঃ হ্রাস হইল, কিন্তু দ্রাবিড়াদি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বেদের বিলক্ষণ চর্চ্চা থাকায় বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে সাদরে স্বদেশে বাস করাইলেন।

অন্যদিকে পাশ্চাত্য বৈদিকেরা বলেন যে, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা গৌড়াধিপতি শ্যামল বর্মার আমন্ত্রণে কনৌজ থেকে বাংলায় এসেছিলেন। কারণ এই রাজারও কোন বিশেষ যজ্ঞ করবার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু গৌড় তখন নিরগ্নিক ব্রাহ্মণের দেশ ছিল। লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, আদিশূরের মত শ্যামল বর্মাও কিন্তু ইতিহাসে অজ্ঞাত। এছাড়া কোন কোন কুলশাস্ত্রে একথাও পাওয়া যায় যে, 'গ্রহবিপ্র' নামে পরিচিত একশ্রেণীর ব্রাহ্মণের পূর্বপুরুষেরা শাকদ্বীপ থেকে বাংলায় এসেছিলেন। খুব সম্ভবতঃ গ্রহচালনা এবং গ্রহদান গ্রহণ সম্বন্ধে খ্যাতি ছিল বলেই তাঁদের বাংলায় আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে খুব সম্ভবতঃ ভৌগোলিক কারণেই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র, এই দুটি শ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার জানিয়ে ছিলেন,আদিশূর কর্তৃক আনীত পঞ্চ বাহ্মণের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ রাঢ় অঞ্চলে এবং কেহ কেহ বরেন্দ্র অঞ্চলে বাস করতে থাকেন। কালক্রমে দুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ নিষিদ্ধ হয়। সম্ভবতঃ বাসস্থানের দূরত্বজনিত যাতায়াতের অসুবিধা এবং সামাজিক আচারের আঞ্চলিক পার্থক্যই ইহার কারণ। অতীতের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলীন্য প্রথা প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল, এমনকি রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজ থেকে এখনও এইপ্রথার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়েছে; একথা বলা চলে না। অন্যদিকে বারেন্দ্র বাহ্মণ সমাজেও এই প্রথা প্রচলিত থাকলেও, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের তুলনায় সেখানে এর দাপট কম ছিল। এখানে যে প্রশ্নটা দেখা যায়, সেটা হল যে এই কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক কে ছিলেন? এবং কোন সময়ে ও কি কারণে এই প্রথা প্রবর্তিত করা হয়েছিল? বলাই বাহুল্য যে, অতীত থেকেই এই প্রশ্নগুলি বাংলার হিন্দুদের ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলেও এর কোন সদুত্তর আজও পাওয়া যায়নি। তবে অধিকাংশ কুলশাস্ত্রের মতে বল্লাল সেনই কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তক ছিলেন। এখনও পর্যন্ত বাঙালি হিন্দুসমাজে এই মতই গৃহীত হলেও কোন কোন কুল শাস্ত্রের মতে কিন্তু বল্লাল নন, আদিশূরের বংশধর রাজা ক্ষিতিশূর এই গৌরব বা অগৌরবের অধিকারী ছিলেন। তবে বল্লাল সেন বা ক্ষিতিশূর ঠিক কি কারণে একটি অতি ক্ষুদ্র বাহ্মণ গোষ্ঠীকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন; সেকথার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কুলশাস্ত্রগুলিতে পাওয়া যায় না। যদিও পরে এবিষয়ে একটা প্রবাদ প্রচলিত হয়েছিল যে, ন'টি বিশিষ্ট গুণের, যথা; আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি অথবা আবত্তি, তপস্যা, দান; গুণের অধিকারী ব্রাহ্মণদের প্রথমে কুলীনরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বাচস্পতি মিশ্র এই রীতির বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলেন। এপ্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার জানিয়েছিলেন, বর্তমানকালে গভর্ণমেন্ট যেমন মহা মহোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর প্রভৃতি উপাধি দান করিয়া ব্যক্তিবিশেষকে সম্মানিত করেন, বল্লালও কৌলীন্য প্রথা দ্বারা তদতিরিক্ত কিছুই করেন নাই। বল্লাল যেহেতু নিজেও বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, সুতরাং তাঁর পক্ষে সমকালীন বিশিষ্ট গুণীজনকে সম্মান প্রদর্শন করা অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কুলশাস্ত্রের মতে, এরপরে লক্ষণ সেন কয়েকটি নিয়ম প্রবর্তন করে কুলীনদের একটি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন। (১) কুলীন কন্যার যে পরিবারে বিবাহ হবে সেই পরিবার থেকেই তাঁর পিতৃবংশকে কন্যা গ্রহণ করতে হবে (বংশ পরিবর্ত)। (২) কুলীনদের মধ্যে কে কিভাবে উচ্চনীচ কুলের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়েছেন সেটা নির্ণয় করে তাঁদের পদমর্যাদার সমতা নির্ণয় করা হবে (সমীকরণ)। ইতিহাসের দিক থেকে এই মতকে যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে বলতে হয় যে মূলতঃ লক্ষ্মণ সেনের সময় থেকেই কৌলীন্য ব্যক্তিগত মর্যাদার গণ্ডি ছাড়িয়ে বংশানুক্রমিক হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই পরিবর্তনের কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ঐতিহাসিকদের মতে সম্ভবতঃ মুসলমান শাসনকালেই কৌলীন্য প্রথার এই নতুন রূপ আরও সুদৃঢ় হয়েছিল।

(ক্রমশ)

(লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী)

ভারতের উজ্জ্বল মহারাজা দিগ্বিজয় সিং

বিশেষ প্রতিবেদক

এক ভালো মহারাজের গল্প । রাজা মহারাজা বলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে লাল লাল চোখের ইয়া গোঁফওয়ালা কোন মানুষের মুখ। দিনে সে প্রজা ঠ্যাঙায় আর রাতে তাদের মেয়ে বউদের নিয়ে জোর করে ফুর্তি করে। দুশো বছরের শাসনকালে দেশীয় রাজাদের এই চিত্রটাই এঁকে গেছে বৃটিশরা।

দিগ্বিজয় সিংজী জাদেজার নাম শুনেছেন? শোনেননি, কি করে শুনবেন এই ইতিহাস তো লিখে যায়নি! আচ্ছা মহারাজ রঞ্জিত সিংজীর নাম শুনেছেন তো? যার নামে ক্রিকেটের রঞ্জী ট্রফি? এনারই ভাইপো দিগ্বিজয়। রাজকোটে পড়াশোনা করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডনের Malvern College এ ভর্তি হন। স্নাতক হবার পর ১৯১৯ সালে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। মিশর দখলে অসামান্য অবদানের জন্য পুরস্কার ও পান। প্রায় দু'দশক কাজ করার পর ক্যাপ্টেন পদে প্রমোশন পান এবং ১৯৩১ এ বাহিনী থেকে অবসর নেন। কাকার মৃত্যুর পর ১৯৩৩ সালে জামনগরের সিংহাসনে বসেন। সেবামূলক কাজের জন্য ১৯৩৫ সালে বৃটিশ সরকার তাঁকে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করে।

পয়লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, হিটলারের ঝটিকা বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো পূর্ব ইউরোপের ছোট্ট দেশ পোল্যান্ডের ওপর । সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত পোল বাহিনীর প্রতিরোধ ঝড়ের মুখে কুটোর মতো উড়ে গেল । রাজধানী ওয়ারশ সহ পতন হলো গোটা পোল্যান্ডের । আর সেই সাথে সূচনা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যুদ্ধের প্রেক্ষাপট ঃ ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শে চলা দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। তাতে লেখা ছিল কোন পরিস্থিতিতেই তারা একে অপরকে আক্রমণ করবে না। ইতিহাসের ছাত্ররা এটিকে মলোটভ-রিবেনট্রপ চুক্তি বলে জানে। কিন্তু এই সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পেছনের অলিখিত শর্তটা ছিল মারাত্মক। দুই ক্ষমতাধর দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মানে স্ট্যালিন ও হিটলার ঠিক করলেন তাঁরা চুপচাপ পোল্যান্ড দখল করে নেবেন। মধ্য ইউরোপের এক ছবির মতো ছোট্ট দেশ পোল্যান্ড, রাজধানী ওয়ারশ্। আর ১ লা সেপ্টেম্বর হিটলারের ঝটিকা বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়লো দেশটির ওপর। পোল্যান্ডের পশ্চিম অংশ চলে গেল জার্মানির দখলে। পনেরো দিন পর

অর্থাৎ ১৬ই সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডের রক্ষাকর্তা হিসেবে পূর্ব অংশে ঢুকে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের রেড আর্মি। সোভিয়েত সেনা স্থানীয় পোলিশ দের আশ্বস্ত করেছিল এই বলে যে তারা নাজি বাহিনীর হাত থেকে তাদের বাঁচাতে এসেছে। যদিও অল্পদিনের মধ্যেই পোলিশদের মোহভঙ্গ হয়। রুশ সিক্রেট পুলিশ প্রায় পাঁচ লাখ নাগরিককে বন্দী করে অকথ্য অত্যাচার চালায়। এরপর ১৯৩৯ সালে এক লোকদেখানো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব পোল্যান্ডে। সেই নির্বাচনের ফল দেখিয়ে এবার তারা 'গণতান্ত্রিকভাবে' দেশটির অর্ধেক দখল করে নেয়। পদস্থ আমলা ও সেনা আধিকারিকদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে। নিখোঁজ হয়ে যায় বহু সাধারণ পোলিশ নাগরিক। সে সময় রুশ অধিকৃত পোল্যান্ডের জনসংখ্যা ছিল প্রায় দেড় কোটি। ১৯৪০ সালে পোল্যান্ডের পশ্চিমাংশে নাজীরা চালু করে কুখ্যাত অসউইজ কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। সেসময় এটি ছিল পোল্যান্ডের সবচেয়ে বড় কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। মূলত রাজনৈতিক বন্দি শিবির হিসেবে এই ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। এখানে জার্মানির শত্রু এবং ইহুদিদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হত। অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বন্দিদের অনেকেই মৃত্যু চাইতেন। বন্দীদের মারা হতো গ্যাস চেম্বারে এবং সমর্থ বন্দীদের ওপর জার্মান বিজ্ঞানীরা চালাতো নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষা। মারা গিয়েছিলেন অসংখ্য ইহুদী ও নাজি বিরোধী মানুষ। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে হলোকাস্টের সময়ে অসউইচ বা আউৎসভিচ কারাগারে বন্দীদের ওপর নারকীয় এই অত্যাচারের কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল গোটা বিশ্ব।

পিছিয়ে ছিল না সোভিয়েত ইউনিয়নও।১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ এই দুবছরে স্তালিন পোলিশদের স্বভূমি থেকে জোর করে সাইবেরিয়ার দুর্গম এলাকায় পাঠিয়ে দেয়। মূলত সেখানকার লেবার ক্যাম্প গুলোতে কাজ করার জন্য। স্থানীয় ভাষায় এগুলোকে বলা হতো 'গুলাগ'! নামে শ্রম শিবির হলেও আসলে নরকের থেকে কম ছিল না। ভয়ঙ্কর ঠান্ডার মধ্যে বন্দীদের দিয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করানো হতো। দেওয়া হত না পর্যাপ্ত খাবার বা শীতবস্ত্র। একটি রিপোর্ট অনুযায়ী এখানে আসা ৪০ লাখ মানুষের মধ্যে ১৭ লাখ মারা যায় অনাহারে ও শীতে, যার এক-তৃতীয়াংশ ছিল নাবালক বা নাবালিকা। পরিস্থিতি বদলে যায় অনাক্রমণ চুক্তি ভেঙে হিটলার যখন রাশিয়ার ওপর হামলা চালায়। সোভিয়েত প্রশাসন একরকম বাধ্য হয়ে মুক্তি দেয় পোলিশ নাগরিকদের। কিন্তু এরা এখন যাবে কোথায়? কুখ্যাত সব বন্দীশিবিরের হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রায় একহাজার ভীত সন্ত্রস্ত পোলিশ নাগরিক অজ্ঞাত কোন নৌবন্দর থেকে অজানা পথে পাড়ি দিল। যাত্রীদের মধ্যে ছিল পাঁচশো মহিলা আর দুশো শিশু । নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছিল তাদের এই সমুদ্র যাত্রা ইউরোপের বহু বন্দর ঘুরেও নামার অনুমতি না পেয়ে শেষমেষ তারা এডেন হয়ে পৌঁছুলো তেহরান বন্দরে । সেখানেও নামতে না পেরে তারা এলো বোম্বাই বন্দরে । কিন্ত সেখানকার বৃটিশ গভর্নর দুদিন জাহাজ নোঙর করার পরও নামার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন । গুজরাটের এক দেশীয় রাজ্য নওনগিরি, বর্তমান নাম জামনগর। ওখানকার মহারাজ দিগ্বিজয় সিংহ সেসময় বোম্বাইতে । সব শুনে তিনি জাহাজ পাঠিয়ে দেন নিজের রাজ্যে । রাজধানী থেকে পঁচিশ কিলোমিটার দূরে সমুদ্র তীরে বালাচাডি নামে এক গ্রামে তাদের থাকার জন্য শিবির নির্মাণ করে দেন । তৎকালীন ইংরেজ শাসকরা এই বিদেশী রিফুইজীদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে যথেষ্ট আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্ত মহারাজ কোন কিছুই পরোয়া করেন নি। শুধু তাদের থাকার জায়গা নয়, কমবয়সীদের জন্য বোম্বাই থেকে ইংরেজ শিক্ষক আনিয়ে তাদের পড়াশোনা শেখারও ব্যবস্থা করে দেন । দেশীয় রান্না তারা খেতে পারতো না বলে গোয়া থেকে আনিয়েছিলেন পর্তুগীজ বাবুর্চী..! কয়েক হাজার মাইল দূরে থাকা এই শরণার্থীরা যাতে অসুবিধায় না পড়ে, সেদিকে তীক্ষ্ন নজর রাখতেন

সম্পাদক সমীপেষু

হারানো দক্ষিণ পাড়া

সীতানাথ ব্যানার্জি লেনের ১ নং বাড়ির পরে ছিল একটা সরু গলি যে গলি দিয়ে ছোট ভট্টাচার্য পাড়ায় বেরনো যেত। এই গলির পরে ছিল কালীপদ দাস বা কালুদাদের বাড়ি। এঁরা চার ভাই আগেই লেখা হয়েছে। কালুদার বাবা কাপড় কাচার কাজ করতেন সেই সূত্রেই কালুদা প্রথমে বটানদার দোকানের জায়গায় ও পরে পাকাপাকিভাবে গোষ্ঠ সাঁতরার বাড়ির ঘর ভাড়া নিয়ে টানা বাড়ি ভাঙা পর্যন্ত লন্ড্রি চালিয়েছিলেন। কালুদাদের বাড়ির দুটো এন্ট্রি ছিল একটা সীতানাথ ব্যানার্জি লেনের দিকে অন্যটা মূল দরজা সেটা ছিল বাড়ির লাগোয়া একটা গলির মধ্যে। ওই গলিতেই ছিল দেবেন্দ্র ভট্টাচার্যের এক ছেলে প্রফুল্লময় ভট্টাচার্যের বাড়ি ও বাগান যদিও এই বাড়ি বরাবরই ভাড়া দেওয়া থাকত। একবার ছিলেন অতুলবাবু তাঁর ছেলের নাম ছিল সোমনাথ আর এক অংশে থাকতেন রবীনদা পুটুদা। কালুদাদের বাড়ির পিছনের বাড়িটা ছিল শঙ্কর ব্যানার্জির। তারপরে ছিল ঘোষেরদের মানে হিমুদাদের বাড়ি। হিমুদা মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ওনার এক ভাই সঞ্জয় তবলা বাজাত।

প্রফুল্লময় ভট্টাচার্যের বাড়ির পাশে সীতানাথ ব্যানার্জি লেনের ওপর ছিল চন্ডী মজুমদারের বাড়ি। তাঁর তিন ছেলে মদন, হর আর হাঁদি। হরদা বাইরে কোথাও ভাল কাজ করতেন। হাঁদিদা আমাদের পাড়ার বাঁধা খবরের কাগজ সাপ্লায়ার। সাইকেলে করে কাগজ দেওয়ার রীতি সেকালেও ছিল। তবে কাগজ বলতে মূলত আনন্দবাজার আর যুগান্তর, বসুমতী,স্টেটসম্যান। বর্তমান কাগজের আগমন অনেক পরে। জরুরী অবস্থা পার করে। হাঁদিদা ডাকনামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। সেকালে এই ডাকনামের ব্যাপারটা অদ্ভুতভাবে কিছু কিছু জায়গায় এমনভাবে চালু ছিল যে আসল নাম খুঁজেই পাওয়া যেত না। এই যেমন আমাদের দীনবন্ধু কলেজের সর্বজনপ্রিয় উমাদা। আমার বাবাকেও উমাদা ডাকতে শুনেছি আমিও ওই নামেই ডেকেছি আবার আমাদের পরের প্রজন্মও একই নামে ডাকত। উমাদার আসল নাম ওই ডাকনামের আড়ালেই হারিয়ে গিয়েছিল শুধু কলেজের প্রিন্সিপাল স্যার যখন উমাবাবু ডাকতেন খট করে কানে কেমন বাজত! একটা কালো ছোট লেডিস সাইকেলের মত রেসিং কারে চড়ে কাগজ দেওয়া হাঁদিদাও তেমনি ডাকনামেই গোটা পাড়ায় পরিচিতি। রোগাভোগা চেহারা হলে হবে কি খুব 'খাইয়ে' মানুষ মানে নেমন্তন্ন বাড়িতে ভোজের কথা বলছি। খান ছ'য়েক মাছ বা খান কুড়ি রসগোল্লা খাওয়া কোন ব্যাপারই নয়! এই ভোজের ব্যাপারে মনে পড়ে গেল শিবপুরের বিখ্যাত আধমণি কৈলাশ এর কথা। বাবার বন্ধু দুর্গেশবাবুর মুখে শোনা। অনেককাল আগের কথা। ষষ্ঠীতলায় হালদার বাড়িতে বোধহয় দুর্গাপুজোতেই একদিন বিশাল খাওয়াদাওয়ার আয়োজন হত। সেইসময় বাড়ির কর্তা বিনোদবিহারী হালদার একটিই জিনিস নিজের হাতে পরিবেশন করতেন। সেটি হল গাওয়া ঘি। দক্ষিণপাড়ায় দুটো ঘটনা ঘটেছিল একটা ১৯৭৩ সালে অপরটা ১৯৭৫ এ। ১৯৬৮ সালে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে তিনটি পালা অভিনীত হয়- গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মলিনা দেবীর জুটি নিয়ে- শ্রীরামকৃষ্ণ, বিল্বমঙ্গল। ১৯৭৩ এ হল মহেন্দ্র কাপুর নাইট। সেবার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বোধহয় দীনবন্ধু কলেজের লাগোয়া মাঠে গান গাইতে এসেছিলেন। পাড়ার কিছু ছেলেপুলে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ টনুরোধ করে গান গাইতে নিয়ে এসেছিল। রুমকী ঝুমকি নাচ। তারপর হেমন্ত মুখার্জি, চন্দ্রাণী মুখার্জি আর একেবারে শেষরাতে মহেন্দ্র কাপুর। জমজমাট অনুষ্ঠান।

মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির নির্বাচন নিয়ে বাম কংগ্রেসের কর্মী সভায় তিন শতাধিক কর্মীকে নিয়ে কংগ্রেসে যোগ প্রাক্তন তৃণমূল প্রধানের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ আগস্ট ঃ সামনেই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির নির্বাচন। সেই নির্বাচন উপলক্ষ্যে বাম কংগ্রেসের কর্মী সভা। সেখানেই কংগ্রেসে যোগ দিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান। তার হাত ধরে কংগ্রেসে এলেন আরও তিন শতাধিক কর্মী। কংগ্রেসে যোগ দিতেই একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন। অন্যদিকে এই কর্মী সভায় নির্বাচন অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ করার দাবিতে পুলিশ প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিলেন বাম কংগ্রেস নেতৃত্ব। আরজিকর কান্ডের কথা উঠে আসলো প্রদেশ কংগ্রেস নেতার মুখে। যদিও এই যোগদান কে গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূলে টাকা ছাড়া কিছুই হয় না। তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে যোগদান করে তৃণমূলকে চোর বলে কটাক্ষ করলেন মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের দৌলতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান মোবারক হোসেন। আগামী ৮ সেপ্টেম্বর রয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরের মিলনগড় সাজ্জাদিয়া হাই মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন। মিলনগড় সিনিয়র মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে ছিল বাম কংগ্রেসের কর্মী সভা। সেই কর্মী সভায় প্রায় তিন শতাধিক কর্মী সমর্থকদের নিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন প্রাক্তন প্রধান মোবারক। ওই দলত্যাগীদের হাতে কংগ্রেসের পতাকা তুলে দিয়ে দলে স্বাগত জানান, কংগ্রেস নেতা মোস্তাক আলম ও বাম নেতা জামিল ফিরদৌস। আর দলে যোগ দিয়ে মোবারকের দাবি তৃণমূলে টাকা ছাড়া কিছুই হয় না। পঞ্চায়েতে ভোটের টিকিট দেওয়া হয় টাকার বিনিময়ে। এলাকা থেকে তৃণমূলকে সাফ করার ডাক দিয়েছেন তিনি। যদিও হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের যুব সভাপতি মনিরুল আলম বলেন, ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলছেন। উনিতো কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত হয়ে প্রধান হয়েছিলেন। তারপরে আড়াই বছর তৃণমূলে প্রধান হয়ে কাজ করেছেন। এখন আবার কংগ্রেসে ফিরে যাচ্ছেন। উনার নিজের ভাইপোই তো তৃণমূল কংগ্রেসের উপ-প্রধান। তাহলে সে ক্ষেত্রে বলতে হয় ওর ভাইপোও চোর। যোগদানকারী মোবারক হোসেন বলেন, এর আগে আমি তৃণমূলের পঞ্চায়েতে প্রধান ছিলাম। দলটা পুরো চোর হয়ে গেছে। আজ আমি কর্মীদের নিয়ে কংগ্রেসে যোগ দিলাম। সবাই মিলে মাদ্রাসার পরিচালন সমিতির নির্বাচনে তৃণমূল কে হারাবো। কংগ্রেস নেতা জিয়াউর রহমান চৌধুরী বলেন, তৃণমূল যে দুর্নীতিতে ভরে গেছে। সেটা মোবারকবাবু আজ বুঝিয়ে দিলেন। উনি প্রাক্তন প্রধান ছিলেন। আজ উনার দলবল নিয়ে আমাদের দলে এলেন। আমরা উনাকে স্বাগত জানালাম। প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক মোস্তাক আলম বলেন, আমাদের সকলকে এক হয়ে লড়তে হবে। আর পুলিশকে বলবো অথবা ফের নির্বাচন পিছাবেন না। ভোট যাতে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ হয়। আর আরজিকর কান্ড সহ দেশজুড়ে যে নারীদের উপর প্রতিবাদ। তার বিরুদ্ধেও আমাদের লড়াই চলবে। সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য জামিল ফিরদৌসের বক্তব্য, বাম কংগ্রেস জোট হাতে হাত মিলিয়ে লড়বে। পুলিশকে সাবধান করছি। এর আগে অনেক জায়গায় কিন্তু মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল। ভোট যাতে শান্তিপূর্ণ হয়। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি মনিরুল ইসলামের দাবি, এই যোগদানে আমাদের দলের কোনো ক্ষতি হবে না। আর ওনার পরিবারের মানুষ এখন তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি। একসময় উনি নিজে ছিলেন। তাহলে কি পরিবারের লোককেই চোর বলতে চাইছেন।

এলাকা জুড়ে ৬৬ টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত জেলা প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৭ আগস্ট ঃ নদীয়ার শান্তিপুরের পাশাপাশি সম্প্রতি ফুলিয়াতেও একের পর এক দুঃসাহসিক ঘটনা, ছিনতাই এবং বিভিন্ন ধরনের অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে। আর এক্ষেত্রে মূল সমস্যা বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় ঢোকার এবং বেরোনোর ক্ষেত্রে কোনো সিসি ক্যামেরা না থাকার কারণে। তাই অপরাধী ধরা কিংবা অপরাধ দমন এর

ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন কেউ হাল ছাড়তে হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। জাতীয় সড়কে একের পর এক পথ দুর্ঘটনার দ্রুত তদন্ত এবং অপরাধী দের চিহ্নিত করা সহ নারী সুরক্ষা সমস্ত বিষয়েই এবার নজরদারি করবে পুলিশ। মঙ্গলবার শান্তিপুর থানার ফুলিয়ায় ফুলিয়া সমস্ত ব্যবসায়ী সমিতির একাধিক ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষ কে সঙ্গে নিয়ে নদীয়ার শান্তিপুর থানার ফুলিয়া এলাকার একাধিক জায়গা চিহ্নিত করে মোট ২১ টি জায়গায় ৬৬ টি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রানাঘাট পুলিশ জেলা। এবার রানাঘাট পুলিশ জেলার উদ্যোগে শান্তিপুর থানার পুলিশ আধিকারিক, রানাঘাট পুলিশ জেলার এস ডি পি ও শৈলজা দাস, বিডিও সন্দীপ ঘোষ, সহ ফুলিয়া টাউনশিপ, নবলা, বেলঘড়িয়া ১ এবং ২ নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন বাজার ব্যবসায়ী প্রতিনিধি ব্যবসায়ী সংগঠন এবং এই চার পঞ্চায়েতের প্রধান উপপ্রধান এবং জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করতে। তবে ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে এই শুভ উদ্যোগ বলে জানান ব্যবসায়ীরা। তবে এই প্রসঙ্গে রানাঘাট পুলিশ জেলার এসডিপিও শৈলজা দাস বলেন, এই অত্যাধুনিক মানের সিসি ক্যামেরাগুলো লাগানোর পরে অনেকটাই অপরাধমূলক কাজ দমন করা যাবে, এছাড়াও পুলিশ জায়গায় বসে গোটা এলাকাগুলি পাখির নজরে রাখতে পারবে।

বিজেপির ডাকা বাংলা বন্ধের বিরুদ্ধে তৃণমূলের মিছিল জামালপুরে

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৭ আগস্ট ঃ বুধবার সারা রাজ্য জুড়ে বাংলা বন্ধের ডাক দিয়েছে বঙ্গ বিজেপি। রাজ্য সরকার এই বন্ধকে বে-আইনি ঘোষনা করেছে এবং রাজ্যের শাসক দল এই বন্ধের বিরোধিতায় পথে নামছে। মঙ্গলবার দলীয় নির্দেশে বিজেপির ডাকা বাংলা বন্ধের বিরুদ্ধে মিছিল করলো জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। ব্লক পার্টি অফিস থেকে মিছিল

শুরু হয়ে জামালপুর বাজার হয়ে বাসস্ট্যান্ডে শেষ হয় মিছিলটি। মিছিলে সাধারণ কর্মীদের সাথে পা মেলান ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক, শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল, ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিট্টু মল্লিক সহ অন্যান্যরা। মিছিল থেকে সকল শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ, এলাকার ব্যবসাদার, বাস, ট্রেকার, অটো, টোটো, সকলকে স্বাভাবিক কাজ করে সর্বনাশা বাংলা বন্ধ ব্যর্থ করার ডাক দেন। মেহেমুদ খান বলেন, আর জি করে যে ঘটনা ঘটেছে টা সত্যিই ক্ষমাহীন অপরাধ। যে বা যারা এর সাথে যুক্ত তাদের অবিলম্বে সিবিআই কে ধরতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই দোষীর ফাঁসির সাজা চেয়েছেন। সাধারণ মানুষের প্রতিবাদের পাশে তারা আছেন। কিন্তু বিজেপি বা সিপিএম ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমেছে। মঙ্গলবার ছাত্র সমাজের নাম দিয়ে নবান্ন অভিযানের নামে যা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার। যারা নবান্ন অভিযানে গিয়েছিল তারা কি আদৌ ছাত্র? প্রশ্ন তুলেছেন জামালপুরের ব্লক সভাপতি। তাদের ব্লকে বিজেপিকে আরজি করের ঘটনা নিয়ে নোংরা রাজনীতি তারা করতে দেবেন না বলেও জানান তিনি। জামালপুরের শুভবুদ্ধি সম্পন্য মানুষ মা- মাটি- মানুষের সরকারের উপর আস্থা রাখেন। তারা কিছুতেই এই বন্ধকে সমর্থন করবে না বলেই আশাবাদী জামালপুরের ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান।

জোর করে বন্ধ করলে ধোলাই হবে

দুরন্ত বার্তা, মহিষাদল, ২৭ আগস্ট ঃ জোর করে বন্ধ করলে ধোলাই হবে, পেটাই হবে। বিজেপির পক্ষে থেকে বুধবার বন্ধ ঘোষণা হতেই এই নিদান তৃণমূল কংগ্রেসের। তৃণমূলের তরফ থেকে বিজেপির ডাকা বনধকে ব্যর্থ করার আহ্বানে মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে মিছিল বের করা হয়। আর সেখানেই তৃণমূলের মিছিলে স্লোগান তোলা হয় 'জোর করে বন্ধ করলে ধোলাই হবে, পেটাই হবে'। আর যাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এদিনের এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন মহিষাদলের তৃণমূল বিধায়ক তিলক চক্রবর্তী।

বিপন্ন শৈশব, নির্বিকার পৌরসভা

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৭ আগস্ট ঃ মেদিনীপুর পৌরসভার ভ্যাটে ১৪ বছরের কম বয়সী ছেলে মেয়েদের কাজ করা নিয়ে শুরু হলো বিতর্ক। মেদিনীপুর পৌরসভার ভ্যাট গুলিতে কোথাও আট বছরের কোথাও দশ বছরের কোথাও বারো বছরের মেয়েদের দিয়ে করা হচ্ছে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ। দেওয়া হচ্ছে না প্রয়োজনীয় পারিশ্রমিকও এমনটাই অভিযোগ উঠে এলো আমাদের ক্যামেরায়। ভারতের সংবিধানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে চৌদ্দ বছরের নিচের কোন শিশুকে কোন কর্মে নিযুক্ত করা যাবে না। প্রশ্ন উঠছে দেশের শ্রম আইনকে মান্যতা দেওয়া নিয়েও সেই সাথে বিনা ব্যায়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৮ তে স্পষ্ট উল্লেখ আছে শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না কোন শিশুকে। কিন্তু মেদিনীপুর পৌরসভার এহেন ছবি আবার প্রশ্নের মুখে ফেলে সামনে

এনে দিল শিশুদের শিক্ষার ছবিটা। বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার আইনের প্রয়োজনীয় প্রত্যেকটি কথা লেখা থাকে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গায়ে কিন্তু সেসব শুধু যে কাগজে-কলমে থেকে যায় এই ছবি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কবে বদলাবে বিপন্ন শৈশবের এই ছবিটা। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের হাতে ময়লা ফেলার ঝুড়ি নয় বই খাতা কলম কবে উঠবে জানতে চাই মেদিনীপুরবাসী।

ঘাটালের তিন বিজেপি নেতা গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, মেদিনীপুর, ২৭ আগস্ট ঃ দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হল তিন বিজেপি নেতাকে। নবান্ন অভিযানের আগে ঘাটাল থেকে গ্রেফতার তিন বিজেপি নেতা। নবান্ন অভিযানকে সামনে রেখে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসে। অভিযোগ ওঠে, সেই ভিডিয়োয় ওই তিন বিজেপি নেতার বক্তব্য আছে। এরপরই ঘাটাল থানায় ডেকে পাঠানো হয় তাঁদের। এমনকী জেলা পুলিশ সুপার নিজে ঘাটাল থানায় এসে ওই তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের বিজেপি নেতা সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, বাবলু গঙ্গোপাধ্যায় ও চন্দ্রকোনার মণ্ডল বিজেপি সভাপতি বিপ্লব মালকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের মঙ্গলবার ঘাটাল আদালতে তোলা হবে। উস্কানিমূলক বক্তব্য- সহ আরও বেশ কয়েকটি ধারায় তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে বলে খবর। সোমবার তৃণমূল ভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করেন কুণাল ঘোষ, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্যরা। দাবি করেন, এই নবান্ন অভিযানে ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছেন তাঁরা। বেশ কিছু ভিডিয়ো তাঁদের হাতে এসেছে বলেও দাবি করেন।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৪/৪৪, তারিখঃ ২৩.০৮.২০২৪। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ১০২৪৫০০৯;** ট্র্যাকশন মোটর টাইপ এইচএস ১৫২৫০এ; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১০.০৯.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২); ১১২৪১০২৩;** ফিয়াট বোগীর সাথে যুক্ত সকল প্রকার এলএইচবি কোচের জন্য ইয়ো ড্যাম্পার; ২৮৭৯৬০ টাকা। **(৩); ২২২৪১০৩১;** সিফিউরক্সাইম অ্যাক্সেটিল ৫০০ মিগ্রা ট্যাব/ক্যাপ; ৬৩৫০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১১.০৯.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২ এবং ৩-এর জন্য)। **(৪); ১৪২৪১১০১;** আরডিএসও স্পেসি. নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৯৯/২০১০ (রেভ ১.০) টেন্ডার বন্ধের তারিখে সাম্প্রতিকতম সংশোধনী যদি থাকে, অনুযায়ী ইয়েলো অ্যাসপেক্ট মেন এলইডি সিগন্যাল, ১১০ভি এসি, বর্তমান সিএলএস হাউজিংয়ে রেট্রোফিটেবল এবং এসি এলইডি ইসিআর-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; ৪৫১৬৭০ টাকা। **(৫); ১৪২৪৫০৩৫;** ইন্টারলকড় এলসি গেটের (সোলার প্যানেল ব্যতীত) জন্য এসএমপিএস বেসড় মডিউলার এবং হট প্লাগেবল ''পাওয়ার সাপ্লাই অ্যারেঞ্জমেন্ট'' (পিএসএ) সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ) ইত্যাদি; ৭৩২০৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৩.০৯.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৪ এবং ৫-এর জন্য)। **(৬); ০৫২৪১০৫৬;** কনভেনশনাল লোকোর স্যাইচ গিয়ার এবং ট্রান্সফর্মারের জন্য ইনহিবিটেড মিনারেল ইন্সুলেটিং অয়েলের প্রাপ্যতা; ৫৯২০৮০ টাকা। **(৭); ০৫২৪১১০০;** অয়েল শেল ডায়ালার প্রাপ্যতা; ১৩৫৯০০ টাকা। **(৮); ০৮২৪১০১৯;** ইলাস্টোমেরিক ইন্সুলেশন সহ ১৯ কোর ৩ বর্গ মিমি কেবল ইত্যাদি; ২৩৯৭৮০ টাকা। **(৯); ১০২৩২৩৬৫এ;** ট্যু ওয়ে হর্ন ভালভ অ্যাসেম্বলী ইত্যাদি; ৯২৯১০ টাকা। **(১০); ১০২৪১০৩০;** বুল গিয়ার ৭২ টিথ গিয়ার ক্রয় ইত্যাদি; ১১৬৭০০ টাকা। **(১১); ১০২৪২৫৬০;** ডব্লুএপি৭ লোকোর জন্য হেলিক্যাল স্প্রিং; ১৩৯৯০০ টাকা। **(১২); ২০২৪১১৩৯এ;** ইএমইউ-র জন্য অয়েল কুলার রেডিয়েটরের (এমভিআরএইচ) জন্য মোটর; ৯৫৯৮০ টাকা। **(১৩); ২০২৪১৮৮৩এ;** অ্যাক্সল বক্স গাইড অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য হেলিক্যাল স্প্রিং সেন্টারলেস গ্রাউন্ড (স্প্রিং কোড এইচ২৫); ২৮০২০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৬.০৯.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৬ থেকে ১৩-এর জন্য)। **(১৪); ০৫২৪১০৯৩;** আরএএল ০৭০৮০৪০ অনুযায়ী পেন্ট এনামেল সিন্থেটিক এক্সটিরিয়র ফিনিশিং-এর প্রাপ্যতা; ৫৮৪১০ টাকা। **(১৫); ০৫২৪১২৮১;** ট্যু কম্পোনেন্ট ইপক্সি টপ কোট ইলাস্টিফায়েড-এর প্রাপ্যতা; ৭৬১৪০ টাকা। **(১৬); ১৪২৪১০২৭;** স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএসঃ এস-৬৩/২০১৪ (রেভ ৪.০) তৎসহ টেন্ডার খোলার তারিখে সাম্প্রতিকতম সংশোধনী অনুযায়ী হাই কন্ডাক্টিভিটি কপার কন্ডাক্টর সহ আন্ডারগ্রাউন্ড, আমার্ড, আনস্ক্রিনড়, রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (হেভি ডিউটি) সাইজঃ ১৯ কোর X ১.৫ বর্গ মিমি; ২১৮৫৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৮.০৯.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৪ থেকে ১৬-এর জন্য)। **(১৭); ০৪২৪৫০০৪;** হাইড্রলিক অ্যান্ড নিউম্যাটিক আইটেম; ২৬৬৭০০ টাকা। **(১৮); ০৫২৪১২৯২;** পেন্ট এনামেল সিন্থেটিক এক্সটিরিয়র প্যাপিরাস হোয়াইট মেটালিক ফিনিশ-এর প্রাপ্যতা; ৬২১৬০ টাকা। **(১৯); ১৪২৪১১০৯;** স্পেসি. নং. আইআরএসঃ এস-৬৩/২০১৪ (রেভ ৪.০) তৎসহ টেন্ডার খোলার তারিখে সাম্প্রতিকতম সংশোধনী যদি থাকে অনুযায়ী হাই কন্টাক্টিভিটি কপার কন্ডাক্টর সহ আন্ডারগ্রাউন্ড, আমার্ড, আনস্ক্রিনড়, রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (হেভি ডিউটি) সাইজঃ ১২ কোর X ১.৫ বর্গ মিমি ; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৯.০৯.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৭ থেকে ১৯-এর জন্য)। **(২০); ১১২৪১০২৭;** অ্যাক্সল বক্স গাইড অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য গাইড বুশের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১২৯৩৮০ টাকা। **(২১); ১১২৪১৮১৪;** ফুট স্টেপ অ্যারেঞ্জমেন্টের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১৯৪৯৩০ টাকা। **(২২); ১৪২৪১০৯৯;** আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৯৯/২০১০ (রেভ ১.০) টেন্ডার বন্ধের তারিখে সাম্প্রতিকতম সংশোধনী যদি থাকে অনুযায়ী রেড অ্যাসপেক্ট মেন এলইডি সিগন্যাল ১১০ভি এসি বর্তমান সিএলএস হাউজিংয়ে রেট্রোফিটেবল এবং এলইডি ইসিআর-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; ২৫৫৬৪০ টাকা। **(২৩); ২১২৪১০২৬;** ক্যাসনাব ২২ ডব্লু এবং বিএলসি টাইপ কন্টেনার ওয়াগনে সিটিআরবি ক্লাস 'ই' (৬"X১১")-এর জন্য উপযুক্ত ওয়াইড জ অ্যাডাপ্টারের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১১৮৬৪০ টাকা **(২৪); ২১২৪১৩৮৩এ;** আরডিএসও এসকে ৬২৭২৪ অনুযায়ী লক ইত্যাদি; ৯১২১৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৩.০৯.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২০ থেকে ২৪-এর জন্য)। **(২৫); ২১২৪১২৫১;** বিওএক্সএন ওয়াগনের জন্য টপ সাইড বিয়ারার লাইনারের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১৬০৬৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৫.০৯.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৬); ১৪২৩৫১০৪;** স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএস-টিসি-৫৫/২০০৬ (ভার১) টেন্ডার খোলার তারিখে সাম্প্রতিকতম সংশোধনী সহ সংশোধনী ৩ অনুযায়ী ২৪ ফাইবার আর্মার্ড ওএফসি কেবল; ২৮২৬৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৬.০৯.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(২৭); ১০২৪১০৫৮;** হাই কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাসিটি কন্ট্যাক্টর ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক কমপ্লিট ইত্যাদি; ২৯১১৯০ টাকা। **(২৮); ১০২৪১০৯১এ;** হাই টেনসাইল ট্রানজিশন সি.বি. কাপলারের অ্যারেঞ্জমেন্ট ইত্যাদি; ৪৪৭৫৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৭.০৯.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২৭ এবং ২৮-এর জন্য)। **(২৯); ১০২৪১০১০;** হ্যান্ডেল সহ ডাইভারস্ অটো ব্রেক ভালভ এ৯ ক্রয়; ১৭৯০৫০ টাকা। **(৩০); ১৪২৪১০৯৭;** আরডিএসও স্পেসি. নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৫৩/২০১১ (রেভ ৪.১) টেন্ডার খোলার তারিখে সাম্প্রতিকতম যদি থাকে অনুযায়ী শান্ট এলইডি সিগন্যাল লাইটিং ইউনিট ১১০ভি বর্তমান হাউজিংয়ে রেট্রোফিটেবল এবং এসি এলইডি ইসিআর-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; ২৬৩৭১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০১.১০.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ২৯ এবং ৩০-এর জন্য)। **(৩১); ০৫২৪১০৯৪;** জেন্টিয়ান ব্লু (আরএএল-৫০১০)-এর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ২৪৫৮১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.১০.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩২); ০১২৪১০০৬;** ২০ এনবি হেভি ডিউটি সিমলেস পাইপ ইত্যাদি; ১৫৩৬৭০ টাকা। **(৩৩); ১৪২৪১১৩৭;** স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএসঃ এস-৬৩/২০১৪ (রেভ ৪.০) তৎসহ টেন্ডার খোলার তারিখে সাম্প্রতিকতম সংশোধনী যদি থাকে অনুযায়ী হাই কন্টাক্টিভিটি কপার কন্ডাক্টর সহ আন্ডারগ্রাউন্ড, আর্মার্ড, আনস্ক্রিনড রেলওয়ে সিগন্যালিং কেবল (হেভি ডিউটি), সাইজঃ ৬ কোর X ১.৫ বর্গ মিমি; ৩৮২৮৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.১০.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৩২ এবং ৩৩-এর জন্য)। **(৩৪); ০৫২৪১০১৯;** পেন্ট ব্ল্যাক জাপান টাইপ ''এ''-র প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৭৬১৭০ টাকা। **(৩৫); ২১২৪১৩৮২;** আরডিএসও এসকে-৬২৭২৪ অনুযায়ী নাকল; ২০০০০০০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৫.১০.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৩৪ এবং ৩৫-এর জন্য)। **(৩৬); ২১২৪১০০২;** অ্যাক্সল এন্ড স্টিল হাই টেনসাইল ক্যাপ স্ক্রুর প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১৯৬৯১০ টাকা। **(৩৭); ২১২৪১০৫০এ;** ক্যাসনাব ২২ এইচএস বোগীর জন্য আউটার স্প্রিংয়ের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ১২৭২৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২১.১০.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৩৬এবং ৩৭-এর জন্য)। **(৩৮); ১১২৪১৫০৪;** এলএইচবি কোচের জন্য সেকেন্ডারি স্প্রিং ইনার; ৬৭৯৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৪.১০.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৩৯); ০৫২৪১০৭৬;** আরডিএসও স্পেসি. নং. এমপি.০.৮০০০.০১ (রেভ ০৩) মে'২১ অনুযায়ী ডিজেল ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের ইলেকট্রিক্যাল রোটেটিং মেশিনের জন্য ক্লিনিং সলভেন্টের প্রাপ্যতা, শেলফ্ লাইফ ১২-১৮ মাস; ৮৪২১০ টাকা। **(৪০); ১১২৪১১২৬;** ইন্টারকার গ্যাংওয়ে মাউন্টিং; ৮৪৩৩৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৮.১০.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৩৯ এবং ৪০-এর জন্য)। **(৪১); ১০২৪১৩১৭;** অ্যাক্সল বক্স অ্যাসেম্বলী কমপ্লিট; ১৯৬৪৩০ টাকা। **(৪২); ২১২৪১৩৫৬;** বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য বোগী সেন্টার পিভোট বটম অ্যাসেম্বলী ইত্যাদি; ৫৫১৬১০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.১১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ৪১ এবং ৪২-এর জন্য)। **(৪৩); ২১২৪১০২২এ;** ক্যাসনাব বোগীর জন্য বোগী সেন্টার পিভোট টপ ইত্যাদি; ৪৫১৬৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১১.১১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৪৪); ১১২৪১৭৭৫;** আরডিএসও স্পেসি. নং. ০৪-এবিআর-২০১৯ অনুযায়ী ফ্ল্যাঞ্জ কাপলিং সেটের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৮৩৩২০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৪.১২.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৪৫); ১০২৪১০০৬;** সাসপেনশন স্প্রিং (সেকেন্ডারি); ১০৯৬৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৮.১১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ৪৫-এর জন্য)। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-35/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of
Block Development Officer
Salboni, Paschim Medinipur

E - TENDER NOTICE

NIT No. 965/EO/SALBONI PS/ e NIT2023-24
Dated.- 27/08/2024

e-tender is invited by the E.O, Salboni Panchayat Samity for 3 Nos of civil work under MPLADS under Salboni Development Block For details pl visit: www.wbtenders.gov.in & www.salboni.in Bid Publishing date: 28.08.2024 Bid Closing date: 04.09.2024 Bid Opening date: 06.09.2024

Sd/-
Executive Officer,
Salboni Panchayat Samity

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখঃ ২৬.০৮.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/III, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৪১-২৪-২৫। কাজের নামঃ** এইএন/রানাঘাটের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/রানাঘাটে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (০১ বছরের জন্য)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৪৫,৫৩,৬৭৩.১১ টাকা, **ইএমডিঃ** ২,২২,৮০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ২, টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৪২-২৪-২৫। কাজের নামঃ** এইএন/রানাঘাটের অধিকারক্ষেত্রের অধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/কৃষ্ণনগরে আনুষঙ্গিক কাজ সহ বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৪২,১৯,১৬০.৯৯ টাকা, **ইএমডিঃ** ২,২১,১০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৩, টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৪৩-২৪-২৫। কাজের নামঃ** এইএন/বহরমপুর কোর্টের অধিকারক্ষেত্রে এসএসই/পি.ওয়ে/বেলডাঙ্গার অধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (০১ বছরের জন্য)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,৪২,৩৭,৪১৫.৩৪ টাকা, **ইএমডিঃ** ২,২১,২০০ টাকা। **ক্রমিক নং. ৪, টেন্ডার নং.ঃ টিএন-১৪৪-২৪-২৫। কাজের নামঃ** এইএন/বহরমপুর কোর্টের অধিকারক্ষেত্রে এসএসই/পি.ওয়ে/ভগবানগোলার অধীনে সকল আনুষঙ্গিক কাজ সহ বিভিন্ন ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (০১ বছরের জন্য)। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,২০,৪৯,১২৬.৮৪ টাকা, **ইএমডিঃ** ২,১০,৩০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ (বারো) মাস (ক্রমিক নং ১ থেকে ৪-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৩.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে (ক্রমিক নং ১ থেকে ৪-এর জন্য)। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ** ২৩.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১ থেকে ৪-এর জন্য)। টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। ম্যানুয়াল অফার সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে।

SDAH-166/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য **ই-অকশন** আহ্বান করছেন। **কাজের নামঃ** ৩ বছর সময়সীমার জন্য হাওড়া ডিভিসনে **রিষড়া স্টেশনে (অতিরিক্ত বুকিং অফিস স্টেশনের নিকটে)** নর্মাল পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন চুক্তি প্রদান। রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেইট মার্কেটিং সার্কুলার নং ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং ১৪ অফ ২০২২ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট **ই-অকশন** অনুষ্ঠিত হবে। আরও বিস্তারিত বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-৮-২৪। লট নং./ক্যাটেগরি ও স্টেশনঃ পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-আরআইএস-টিওআই-৩১-২৪-২, রিষড়া (আরআইএস)। অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ** ০৯.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২ টা।

HWH-246/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of
Block Development Officer
Salboni, Paschim Medinipur

E - TENDER NOTICE

NIT No. 1798/BDO/SALBONI/ e NIT 2023-24
Dated.- 27/08/2024

e-tender is invited by the B.D.O, Salboni Development Block for 3 no civil work under Salboni Development Block For details pl visit: www.wbtenders.gov.in & www.salboni.in Bid Publishing date: 28.08.2024 Bid Closing date: 11.09.2024 Bid Opening date: 13.09.2024

Sd/-
Block Development Officer,
Salboni Development Block

NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:- NIQ NO. - 45/Q of 2024-25

Tender ID :
2024_WBPWD_739766_1

.N.W.-. Dismentling and refixing and repairing at new location after Servicing and special repairing of different types of AC machines at District court Purba Medinipur. Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days During office hours & from website: www.pwdwb.in. Last date of submission of BID: 1.00 P.M. of 04.09.2024. Date and time of bid opening: 1.00 pm of 06.09.2024.

SD/-Executive Engineer
Purba Medinipur Electrical Division, P.W.Dte.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এনআইটি/০২/২৪/৫০, তারিখঃ ২৬.০৮.২০২৪। ''প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার'', পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ৩য় তল, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১, নিম্নলিখিত আইটেম সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং.; টেন্ডার নং.; বিবরণ; ইএমডিঃ (১); ১০২৩১৭৯৩সি;** ট্রান্সফর্মার অয়েল কুলিং ব্লোয়ার ইত্যাদি ক্রয়; ২০০৯৩০ টাকা। **(২); ১১২৪১০১৪;** কোচিং স্টকের জন্য বর্ধিত ক্যাপাসিটির সাইড বাফার ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৫৭০৬৩০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১৭.০৯.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১ এবং ২-এর জন্য)। **(৩); ১০২৪১১৬৭;** ম্যাগনেট ফ্রেম কম্পোনেন্টের (পিই) সেট; ৭৭৪১০ টাকা। **(৪); ২১২৪১৩৭৮;** ইয়োক ইত্যাদি; ৯৮৫৩৫০ টাকা। **(৫); ২১২৪১৪২০এ;** ক্যাসনাব টাইপ বোগীতে সিটিআরবি ক্লাস 'ই' (৬" x ১১")-এর জন্য উপযুক্ত ন্যারো জ অ্যাডাপ্টার; ১৩৫৯৮৩০ টাকা। **(৬); ২২২৪১০৭৬;** মেটফরমিন এসআর/এক্সএল ১ গ্রাম ট্যাব/ক্যাপ; ১০১৮৬০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৩.০৯.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ৩ থেকে ৬-এর জন্য)। **(৭); ১৪২৪১০৩১এ;** আইআরএস ঃ এস-৮৮-২০০৪ (সাম্প্রতিকতম সংশোধনী সহ যদি থাকে) টেন্ডার প্রকাশের তারিখে সাম্প্রতিকতম অনুযায়ী হার্ড রাবার অথবা ট্রান্সপারেন্ট, পিপি-সিপি কন্টেনারে লেড অ্যাসিড সেল, লো মেন্টেন্যান্স, ২ভি-র প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৫০৭২৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০১.১০.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৮); ১৫২৩৫১৫০সি;** অ্যানেক্সার/ডিবিএম/কেপিএ অনুযায়ী এএমসি সহ ডায়নামিক ব্যালেন্সিং মেশিন সরবরাহ ও চালুকরণ (টার্ন কি ভিত্তিতে); ৭০০৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৩.১০.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(৯); ২০২৪১০৯০;** ১০ আইটেম সম্বলিত মডিউলার ব্রেক কন্ট্রোলার টাইপ ইএসবিসি ।।। এম-এর প্রেসার রিডিউসিং ভালভের জন্য স্পেয়ার্সের কিট; ৩০২৮৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.১০.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১০); ২১২৪১৩৮৭;** ইউনিভার্সাল লক লিফট্ লিভার কানেক্টর ইত্যাদি; ২০৬৮৪০ টাকা। **(১১); ২১২৪১৪১১এ;** কলার ৭/৮" (২২.২ মিমি) ডায়া সহ লক বোল্ট পিন ৭/৮" (২২.২ মিমি) ইত্যাদি; ৬২১২৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২১.১০.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। (ক্রমিক নং ১০ এবং ১১-এর জন্য)। **(১২); ১১২৪১১৫০;** এলএইচবি এসি কোচের জন্য সেকেন্ডারি ভার্টিক্যাল ড্যাম্পার; ২১৬৫৮০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৩.১০.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৩); ০৭২৪১০০২;** স্পেসিফিকেশন আইআরএস ঃ এম-২৮/২০২০ এবং এসটিআর ঃ আরডিএসও এমসি এসটিআর ডব্লু ০১ রেভ. ০৩, কোড আইএস ঃ ৮১৪-২০০৪ (আর ২০১৬) অনুযায়ী ম্যানুয়াল মেটাল আর্ক ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোডের প্রাপ্যতা, ক্লাস-এ২ (রুটাইল টাইপ), কোটিংয়ের টাইপ ঃ মিডিয়াম, সাইজ - ৪ মিমি x ৪৫০ মিমি; ২৫৪৪৭০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৮.১০.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৪); ১১২৪১১৪৬;** বল জয়েন্ট রোল লিংক; ২৪৯৮৮০ টাকা। **(১৫); ১১২৪১৬৬৬;** বোলস্টার সাসপেনশনের জন্য হ্যাঙ্গার ব্লকের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ৫৭৭৪০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ২৯.১০.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট (ক্রমিক নং ১৪ এবং ১৫-এর জন্য)। **(১৬); ১১২৪১৮১৭এ;** সিঙ্গল পিস এফআরপি ল্যুভার শাটারের প্রাপ্যতা ইত্যাদি; ২২৯৭৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৬.১১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৭); ১১২৪১৫০৫;** এলএইচবি কোচের জন্য সেকেন্ডারি স্প্রিং আউটার; ৮৫৮৯০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ০৭.১১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **(১৮); ০৫২৪১০২২;** পেন্ট রেডি মিক্সড় ব্রাশ/স্প্রে অ্যান্টি করোসিভ ইত্যাদির প্রাপ্যতা; ৭৮৫৫০ টাকা। **টেন্ডার খোলার তারিখঃ** ১১.১১.২০২৪, **সময়ঃ** দুপুর ১.৩০ মিনিট। **টেন্ডার মূল্যঃ** ০ টাকা (ক্রমিক নং ১ থেকে ১৮-এর জন্য)। **দ্রষ্টব্যঃ** উপরে উল্লিখিত টেন্ডারগুলি হল ই-টেন্ডার এবং আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত টেন্ডার এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের আরও বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-36/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer, (Water Supply)/(Jai Hind Jal Prakalpa), KMC** invites e-tender online in two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/JHJP/43/2024-2025
Name of the Work: **Replacement of defective spares of Raw Water Pump No. 1, installed at RWPH of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount: **Rs. 2,42,852.18.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**

(2) NIT No. : KMC/WS/JHJP/44/2024-2025
Name of the Work: **Reconditioning of damaged surface of inside wall of pipe gallery at Filter House-3 of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount: **Rs. 2,65,152.47.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.**

(3) NIT No.: KMC/WS/JHJP/45/2024-2025
Name of the Work: **Removal of sludge from Clarifier Unit-I at Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount: **Rs. 2,88,706.20.** Earnest Mony: **Rs. 6,000.00.**

(4) NIT No.: KMC/WS/JHJP/46/2024-2025
Name of the Work: **Replacement of defective spares of Submersible Dewatering Pump No. 10, 12 and 25 installed at Clear Water Reservoir-I of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount: **Rs. 2,30,254.88.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**

(5) NIT No.: KMC/WS/JHJP/47/2024-2025
Name of the Work: **Replacement of defective spares of submersible pumps starter panel installed at filter water reservoir of Patuli Booster Pumping Station.** Estimated Amount: **Rs. 2,89,418.53.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.**

(6) NIT No.: KMC/WS/JHJP/24/2024-2025
Name of the Work: **Strengthening of electrical power supply to LT panel installed at Sludge SUMP-2 of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount: **Rs. 2,61,026.42.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.**

(7) NIT No.: KMC/WS/JHJP/28/2024-2025
Name of the Work: **Reconditioning of damaged surface of Primary Settling TanK Baffle Wall-3 at Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount: **Rs. 2,86,618.81.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.**

(8) NIT No.: KMC/WS/JHJP/40/2024-2025
Name of the Work: **Restoration of damaged road surface beside clear Water Pump House-2 at Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount: **Rs. 2,89,695.05.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.**

(9) NIT No.: KMC/WS/JHJP/42/2024-2025
Name of the Work: **Replacement of defective spares of submersible pumps starter panel installed at CWR-I of Jai Hind Jal Prakalpa.** Estimated Amount: **Rs. 2,85,210.85.** Estimated Amount: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **14 days [For Sl. No. 1 to 9].** Last date and time of submission of bid: **09.09.2024 at 1 p.m. [For Sl. No. 1 to 9].** For detailed information please visit website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 to 9].**

The **Executive Engineer (Water Supply)/West, KMC** invetes e-tender for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/W78-07/T-48/24-25
Name of the Work: **Replacement of old and worn out 150 mm dia UFW main by new 150 mm dia DI pipe from 21 Nawab Ali Lane to 57 D. H. Road in Ward No. 78.** Estimated Amount; **Rs. 2,51,470.00.** Earnest Money: **Rs. 5,050.00.** Period of Completion: **18 days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/W79-04/T-32/24-25
Name of the Work: **M.S. jacketing on 1200 mm diameter filtered water dedicated main at the Junction of Hobocon Road and Coal Berth Road under Br.-IX.** Estimated Amount: **Rs. 3,44,430.00.** Earnest Money: **Rs. 6,900.00.** Period of Completion: **5 days.** Last date and time of receipt/opening of tender (online): **07.09.2024 at 11 a.m./09.09.2024 at 11 a.m. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The **Executive Engineer (E)/Water Supply, MGPS & WPS, KMC** invites e-tender online in two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/WS/TKG/01/2024-25 (1st Call)
Name of the Work: **Dredging, desilting and cleaning strainer guard of 6 nos. suction intake and adjoining areas under the Jetty at Tuktaghat Jetty Mounted Raw Water Intake Station.** Estimated Amount: **Rs.4,96,707.90.** Earnest Money: **Rs. 9,950.00.** Period of Completion: **365 days.** Last date and time for submission of bid (online): **12.09.2024 up to 1 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Water Supply)/GRU, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/GRU/2425/134/006/1st Call
Name of the Work: **Development of Water Supply Network by laying 100 mm dia water main near J-27/1A, to J-27/2, J-23 to J-44, etc. Fatepur Village Road and by lane for augmentation of Supply Water at the adjoining areas of Ward No. 134 under Br.-XV.** Estimated Amount: **Rs. 1,42,012.71.** Earnest Money: **Rs. 2,900.00.**

(2) NIT No. : KMC/WS/GRU/2425/140/004/1st Call
Name of the Work: **Improvement of Water Supply Network by laying 100 mm dia pipe line near Premises No. Y-142, Y-141, Y-131, Y-130, Y-136 etc. Kathalberia Road (Tapa Para and Galipara) in Ward No. 140, Br.-XV.** Estimated Amount: **Rs. 2,49,024.35.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.**

(3) NIT No. : KMC/WS/GRU/2425/140/014/1st Call
Name of the Work: **Improvement of Water Supply Network by laying 100 mm dia DI pipe line near Premises No. Y-2/172/2, Y-2/180/1, Y-2/180/2/A, Y-2/180/11, Y-2/169, X-121/1, Y-2/180/23 etc. Khaldhari Bye Lane in Ward No. 140, Br.-XV.** Estimated Amount: **Rs. 2,56,968.02.** Earnest Money: **Rs. 5,200.00.**

(4) NIT No. : KMC/WS/GRU/2425/137/001/1st Call
Name of the Work: **Rebuilding of Water Supply network by laying 100 mm dia DI pipe line near Premises No. S-133, S-134, S-134/1, S-136 etc. Mollapara Lane in Ward No. 137, Br.-XV.** Estimated Amount: **Rs. 1,52,408.19.** Earnest Money: **Rs. 3,100.00.**

(5) NIT No. : KMC/WS/GRU/2425/141/009/1st Call
Name of the Work: **Development of Water Supply Network by laying 100 mm dia DI pipe line near Premises No. Z-4/189, Z-4/185, Z-4/191, Z-4/189/5, Z-4/187, Z-4/190 etc. Jeliapara Lane (Laskarpara) in Ward No. 141 under Br.-XV.** Estimated Amount: **Rs. 1,62,325.15.** Earnest Money: **Rs. 3,300.00.**

(6) NIT No. : KMC/WS/GRU/2425/140/002/1st Call
Name of the Work: **Augmentation of Water Supply Network by laying 150 mm dia DI pipe line near Premises No. Y-2/115, Y-2/132, Y-2/136/2, Y-2/149/1 etc. Satghara Road in Ward No. 140 under Br.-XV.** Estimated Amount: **Rs. 2,10,238.26.** Earnest Money: **Rs. 4,300.00.**

(7) NIT No. : KMC/WS/GRU/2425/139/002/1st Call
Name of the Work: **Improvement of Water Supply Network by laying 100 mm dia DI pipe line near Premises No. U-142/A/1, U-142/A, U-140/C, U-140/B etc. S. A. Farooque Road Halderpara in Ward No. 139, Br.-XV.** Estimated Amount: **Rs. 1,68,165.76.** Earnest Money: **Rs. 3,400.00.**

(8) NIT No. : KMC/WS/GRU/2425/135/002/1st Call
Name of the Work: **Improvement of Water Supply Network by laying 100 mm dia DI pipe line near Premises No. I-86, I-81, I-80, I-78, I-75/A, I-82, I-89 etc. Rameswarpur Road in Ward No. 135, Br.-XV.** Estimated Amount: **Rs. 1,77,578.26.** Earnest Money: **Rs. 3,600.00.**

(9) NIT No. : KMC/WS/GRU/2425/139/003/1st Call
Name of the Work: **Expand of Water Supply Network by laying 100 mm dia DI pipe line near Premises No. V-114/A, V-114, V-113, V-111, V-110 etc. S. A. Farooque Road Chatipara in Ward No. 139, Br.-XV.** Estimated Amount: **Rs. 1,47,078.10.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.**

(10) NIT No. : KMC/WS/GRU/2425/139/006/1st Call
Name of the Work: **Expansion of Water Supply Network by laying 100 mm dia DI pipe line near Premises No. V-134, V-136, V-131/1/B, V-131/1/A, V-131/1, V-102 etc. Rail Line Road in Ward No. 139, Br.-XV.** Estimated Amount: **Rs. 1,53,196.21.** Earnest Money: **Rs. 3,100.00.**

(11) NIT No. : KMC/WS/GRU/2425/138/002/1st Call
Name of the Work: **Uplift and expansion of Water Supply Network by laying 150 mm dia DI pipe line near Premises No. Y-78/A, Y-80/3/A, Y-80/B, Y-97/D, Y-97, Y-86, Y93 etc. Madar Saheb Math Lane in Ward No. 138, BR-XV.** Estimated Amount: **Rs. 1,73,764.80.** Earnest Money: **Rs. 3,500.00.**

(12) NIT No. : KMC/WS/GRU/2425/133/001/1st Call
Name of the Work: **Provision New Water Supply Network by laying 100 mm dia DI pipe line near Premises No. J-303/B, J-305/A, M-38/1, M-38/1/A, M-38/2 etc. Paharpur Road in Ward No. 133, Br.-XV.** Estimated Amount: **Rs. 1,12,991.35.** Earnest Money: **Rs. 2,300.00.** Period of Completion: **30 days. [For Sl. No. 1 to 12].** Tender will be opened on : **11.09.2024** at **12.15 p.m. [For Sl. No. 1 to 12].** Last date and time of submission of bid: **07.09.2024** at **6 p.m. [For Sl. No. 1 to 12].** The bid forms and other details are available on and from **28.08.2024 (5 p.m.).** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 12].**

The Executive Engineer (Water Supply)/Central, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/WS/C/BR-V/SEC-E/06/24-25
Name of the Work: **Improvement of F/W supply by replacing 100 mm dia Old and worn out service main from 35, Muktaram Babu Street to 177A, C.R. Avenue in Ward No. 41.** Estimated Amount: **Rs. 2,74,184.00.** Earnest Money: **Rs. 5,484.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **12.09.2024** at **12 noon.** Date and time of opening of tender: **14.09.2024** at **12 noon.**

(2) NIT No. : KMC/WS/C/BR-V/SEC-E/07/24-25
Name of the Work: **Laying of 100 mm dia service main for improvement of filtered water supply at East Bengal Market and Flower Market area in Ward No. 45.** Estimated Amount: **Rs. 4,50,336.00.** Earnest Money: **Rs. 9,007.00.** Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **14.09.2024** at **12 noon.** Date and time of opening of tender: **17.09.2024** at **12 noon.** The bid forms and other details shall be available on the website **https:www.etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 and 2].**

468/24-25

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

মাসাবা গুপ্তার ডিজাইন করা লাল শাড়িতে বাজিমাত শ্রদ্ধার

শুধুই পশ্চিমী পোশাক নয়, যে কোনও ট্র্যাডিশনাল পোশাকেও শ্রদ্ধা কাপুরকে দারুণ মানায়। শ্রদ্ধার নানা লুক বিভিন্ন সময়ে জনপ্রিয় হয়েছে। বলিউডের তারকাসন্তানদের মধ্যে তিনি দারুণ জনপ্রিয়। অভিনয় দক্ষতা আর অসাধারণ সৌন্দর্যে বরাবর মোহিত করেন দর্শকদের তিনি। সোশাল মিডিয়ায় তাঁর অনুরাগীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়! তাঁর সিনেমা, ব্যাক্তিগত জীবন থেকে সাজপোশাক সবকিছুই চর্চার হট টপিক। এবার ‘ ২’- এর ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠানে যে শাড়ি পরে এলেন, তার দাম মাথা ঘুরিয়ে দেবে! এদিনের অনুষ্ঠানের জন্য ২২ হাজার টাকার শাড়ি পরেছিলেন শ্রদ্ধা কাপুর। যে লাল শাড়িটি মাসাবা গুপ্তার ডিজাইন করা। জ্যাকোয়ার্ড সিল্ক ম্যাটেরিয়াল তৈরি। সোনালি সুতোয় কাজ করা আর ‘ পার ফ্যাশন ডিজাইনারের হেরিটেজ কালেকশনের। উজ্জ্বল লাল শাড়ি আর লম্বা বিনুনী। সিনেমার থিমের সঙ্গে সাজুয্য রেখেই এমন লুকে ধরা দিয়েছেন শ্রদ্ধা। হালকা মেকআপ। চোখে কাজল। আর ঠোঁটে ন্যুড শেডের লিপস্টিক। গয়নার আতিশয্য দেখাননি অভিনেত্রী। শাড়ির সঙ্গে কানে সোনার ঝুমকো জোড়া এবং সরু চুড়ি এই লুককে আরও পারফেক্ট করে তুলেছে। কোনওরকম নেকপিস পরেননি। বরং তার পরিবর্তে স্টেটমেন্ট নোজ পিন পরেছেন। মাসাবার ওয়েবসাইটে উঁকি দিলেই দেখা যাবে শ্রদ্ধার এই লাল শাড়ির ডিটেইলস। যেখানে ‘রেড হাত ফুল’ নামে জ্বলজ্বল করছে এই শাড়ি। ত্রিকোণ এবং আনার জরির কাজ করা গোটা পোশাকে। আর পারে রয়েছে ‘গোটা সিলাই’-এর কারুকার্য। নেটপাড়ার ফ্যাশন পুলিশদের কাছে বেজায় প্রশংসিত শ্রদ্ধা কাপুরের এই লুক।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত

মালিগাঁও, ২৭ আগস্টঃ জোনের মধ্যে পণ্য সামগ্রী পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং উন্নত গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এমন ধরনের প্রচেষ্টাগুলির অংশ হিসেবে গ্রাহকদের দ্বারা বিভিন্ন বিভিন্ন সামগ্রীর সুগম ও সহজ পরিবহণের লক্ষ্যে ২০২৪-এর জুলাই মাসে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী পণ্য ট্রাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য আরও কিছু স্টেশন খুলে দেওয়া হয়েছে।গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং পণ্য রাজস্ব বৃদ্ধি করতে অসমের কাছার জেলার অন্তর্গত বরাক উপত্যকার পাঁচগ্রাম স্টেশনটি ০২ জুলাই, ২০২৪ তারিখ থেকে সম্পূর্ণ রেক পরিবহণের সুবিধার মাধ্যমে বর্হির্মুখী লাইমস্টোন ট্র্যাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য খোলা হয়েছে। একইভাবে, বাঁশ পরিবহণের ক্ষেত্রে এই জোনটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। তিনসুকিয়া ডিভিশনের ধেমাজি স্টেশন থেকে ২০টি পণ্যবাহী ওয়াগনে ব্যাম্বু চিপস লোড করা হয়েছিল এবং রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত বিশ্বনাথ চারিআলি স্টেশন থেকে ৪০টি মিনি ওয়াগনে ব্যাম্বু কাট লোড করা হয়েছিল।একইভাবে, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্যান্য ডিভিশনও বিডিইউ উদ্যোগ উন্নত করতে একনিষ্ঠভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ভুট্টা, চাল, ব্যাম্বু কাট, ব্যাম্বু চিপস, স্টোন চিপস, আলু ইত্যাদির মতো সামগ্রী পরিবহণের সুবিধার জন্য ফুল ও মিনি উভয় রেকের ওয়াগন বুক করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে ধেমাজি, বিশ্বনাথ চারিআলি, ফালাকাটা, নিউ কোচবিহার, বিন্নাগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জংশনের মতো স্টেশনগুলিতে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী পরিবহণ করে সংশ্লিষ্ট মাসে ২.৩১ কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব উপার্জন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মাসে এই স্টেশনগুলি থেকে মোট ১৭৫টি পণ্যবাহী ওয়াগন এবং ০৩টি পার্সেল ভ্যান লোড করা হয়েছিল। এমনকি, জোনের ভেতরে বিন্নাগুড়ি থেকে ভৈরবীতে এবং আলিপুরদুয়ার থেকে শিলঘাট টাউন ও আগরতলায় যথাক্রমে স্টোন চিপস এবং আলু পরিবহণ করা হয়েছে। পণ্যবাহী পরিবহণের ক্ষেত্রে গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যবসায়িক ইউনিট ও রেলওয়ের মধ্যে পারস্পরিক বার্তালাপের পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসবে, যার ফলে রেলওয়ে দ্বারা অতুলনীয় সুবিধা, দক্ষতা এবং স্বচ্ছতা প্রদান করা হবে। ডিজিটাইলেজশনকে গ্রহণ করার মাধ্যমে যোগাযোগ এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক নীতিগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, এর ফলে দেশের লজিস্টিক পরিষেবার জন্য রেলওয়ে হয়ে উঠেছে পছন্দের পরিবহণ ব্যবস্থা।

NAME CHANGE

I, (Old Name) REJINA KHATUN(BIBI) W/o- ALAMGIR SEKH, Residing at, Vill- Kamlabari(Sonatala), Post- Kamlabari, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin-732103, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from REJINA KHATUN(BIBI) To REJINA BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) REJINA BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, REJINA BIBI and REJINA KHATUN(BIBI) both are Same and one identical person.

NAME CHANGE

I, (Old Name) DILIP KUMAR AGARWALA & DILIP AGARWAL S/o- LATE GAJANAND AGARWAL, Residing at, Vill- Goldenpark N.H-34 Aradpur, Post- Narayanpur, Ps- Malda, Dist- Malda, Pin-732141, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from DILIP KUMAR AGARWALA & DILIP AGARWAL To DILIP KUMAR AGARWAL (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) DILIP KUMAR AGARWAL in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, DILIP KUMAR AGARWAL and DILIP KUMAR AGARWALA & DILIP AGARWAL both are Same and one identical person.

NAME CHANGE

I MOHAMMED ALI YOUSUF, S/O ABU SALEH MD REZWANUL KARIM, R/O 22 DEDAR BAKSH LANE, 3RD FLOOR, KOLKATA-700016, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ALI YOUSUF, S/O ABU SALEH ND REZWANUL KARIM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT MOHAMMED ALI YOUSUF AND MD ALI YOUSUF ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, Sheikh Yuse (old name) S/O Sk Idres, residing at 22/H/5, Bright Street, Kolkata-700017, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Yuser (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Sk Yuser (new name) and Sheikh Yuse (old name) both are same identical person.

NAME CHANGE

I, Naina Lal Punwani (old name) D/O Lal Arjun Punwani, residing at 162/B/337, Lake Gardens, P.S.- Lake, Kolkata-700045, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Naina Punwani (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/08/2024. Naina Punwani (new name) and Naina Lal Punwani (old name) both are same identical person.

NAME CHANGE

I, SABERA KHATUN W/o- MD MOTIUR RAHAMAN tht my Son's (Old Name) MOHAMMAD SOHAN BISWAS, Residing at, Vill- Netajimore Chandra, Post- Jagtai, Ps- Suti, Dist- Jangipur, Pin-742224, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my Son's name from MOHAMMAD SOHAN BISWAS To MD SOHAN BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as my Son's (New name) MD SOHAN BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, MD SOHAN BISWAS and MOHAMMAD SOHAN BISWAS both are Same and one identical person.

NAME CHANGE

I, (Old Name) NAGRIS BIBI W/o- ATAUR RAHAMAN REZA, Residing at, Vill- Parasamondi, Post- Mangalbari, Ps- Malda, Dist- Malda, Pin-732142, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NAGRIS BIBI To NARGISH RAHAMAN REZA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NARGISH RAHAMAN REZA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, NARGISH RAHAMAN REZA and NAGRIS BIBI both are Same and one identical person.

NAME CHANGE

I, (Old Name) MOHAMMED SOHEL BISWAS S/o- MD MOTIUR RAHAMAN, Residing at, Vill- Netajimore Chandra, Post- Jagtai, Ps- Suti, Dist- Jangipur, Pin-742224, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMED SOHEL BISWAS To MD SOHEL BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD SOHEL BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, MD SOHEL BISWAS and MOHAMMED SOHEL BISWAS both are Same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nidhi Das (old name) S/O Shukdeb Das, residing at Bajbarantala Gopal Nagar, P.O.- Kheadaha, Baruipur, 700150, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nidhiram Das (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Nidhiram Das (new name) and Nidhi Das (old name) both are same identical person.

NAME CHANGE

I, PABITRA JANA,S/O BINOD BIHARI JANA, RESIDING AT KHETRA MOHANPUR, PS-PATHARPRATIMA, SOUTH 24 PGS-743371, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PABITRA KUMAR JANA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/08/2024. THAT PABITRA JANA AND PABITRA KUMAR JANA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, Nuzhat Parveen (old name) W/O Sk Idres, residing at 22/H/5, Bright Street, Kolkata-700017, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Nuzhat Perveen (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Nuzhat Perveen (new name) and Nuzhat Parveen (old name) both are same identical person.

NAME CHANGE

I, Abdus Salam Gazi (old name) S/O Atiyar Rahaman Gazi, residing at Vill.- Asharia Narayanpur, P.O. & P.S.- Hasnabad, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743426, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Md Abdus Salam Gazi (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Md Abdus Salam Gazi (new name) and Abdus Salam Gazi (old name) both are same identical person.

NAME CHANGE

I, (Old Name) MOHAMMED MOTIUR RAHAMAN S/o- MD MOSTAFA BISWAS, Residing at, Vill- Netajimore Chandra, Post- Jagtai, Ps- Suti, Dist- Jangipur, Pin-742224, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHAMMED MOTIUR RAHAMAN To MD MOTIUR RAHAMAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD MOTIUR RAHAMAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, MD MOTIUR RAHAMAN and MOHAMMED MOTIUR RAHAMAN both are Same and one identical person.

NAME CHANGE

I, (Old Name) NASIR ALI S/o- LATE SK SOLEMAN ALI, Residing at, Vill- Narayanpur, Post- Manikchak, Ps- Manikchak, Dist- Malda, Pin-732202, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NASIR ALI To MD NASIR ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD NASIR ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, MD NASIR ALI and NASIR ALI both are Same and one identical person.

NAME CHANGE

I, (Old Name) SABARA BIBI W/o- MD MOTIUR RAHAMAN, Residing at, Vill- Netajimore Chandra, Post- Jagtai, Ps- Suti, Dist- Jangipur, Pin-742224, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from SABARA BIBI To SABERA KHATUN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) SABERA KHATUN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 23 Aug 2024, SABERA KHATUN and SABARA BIBI both are Same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sk Idris (old name) S/O Sk Mola, residing at 22/H/5, Bright Street, Kolkata-700017, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Idres (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Sk Idres (new name) and Sk Idris (old name) both are same identical person.

NAME CHANGE

I, Mona Lal Punwani (old name) W/O Lal Arjun Punwani, residing at 162/B/337, Lake Gardens, P.S.- Lake, Kolkata-700045, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mona Punwani (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/08/2024. Mona Punwani (new name) and Mona Lal Punwani (old name) both are same identical person.

Name Change

I SHANTANU SAHA, S/O LATE BALARAM SAHA, R/O SRISTI APPT, FLA-4, 4TH FLOOR, FARTHBAD GARIA, RAJPUR, SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS, PIN-700084, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANTANU SAHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/08/2024, THAT SHANTANU SAHA AND SANTANU SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SADHAN KUMAR GHOSH,SON OF BIMALKRISHNA GHOSH, RESIDING AT PATABUKA NATAGRAM,GAIGHATA, NORTH 24 PARGANAS -743249,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SADHAN GHOSH VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/08/2024.THAT SADHAN KUMAR GHOSH AND SADHAN GHOSH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Md Anas (old name) S/O Sk Idres, residing at 22/H/5, Bright Street, Kolkata- 700017, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Anas (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Sk Anas (new name) and Md Anas (old name) both are same identical person.

Name Change

I AMARENDRA DUTTA, S/O SUKUMAR DUTTA, R/O 10/1, L K MOITRA ROAD, SANTIPUR, NADIA, PIN-741404, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMAR DUTTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/08/2024, THAT AMARENDRA DUTTA AND AMAR DUTTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHRI RAKHAL CHANDRA SAHA,S/O LATE SATISH CHANDRA SAHA,R/O RABINDRA ROAD,KATHGOLA,PO-NAIPARA,NORTH 24 PARGANAS-700125,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAKHAL SAHA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/08/2024,THAT SHRI RAKHAL CHANDRA SAHA AND RAKHAL SAHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি Md. Israfil Sk (পুরাতন নাম) পিতা Kader Sekh ঠিকানা Vill- Bahadurpur, P.O - Paschim Chamni, P.S - Bishnupur Dist.- 24 pgs(S), W.B., Pin-743503 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated - 27.08.24 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Israfil Sekh(নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md.Israfil Sk (পুরাতন নাম)Israfil Sekh(নতুন নাম) একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I BEHARI LAL DAS,S/O SURENDRA NATH DAS, R/O TALBAGAN, PO-PURBA PUTIARY, PS-REGENT PARK, KOLKATA-700093, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIHARI LAL DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/08/2024, THAT BEHARI LAL DAS AND BIHARI LAL DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, Lal Punwani (old name) S/O Punwani Arjun Lekhraj, residing at 162/B/337, Lake Gardens, P.S.- Lake, Kolkata-700045, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Lal Arjun Punwani (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/08/2024. Lal Arjun Punwani (new name) and Lal Punwani (old name) both are same identical person.

NAME CHANGE

I, Md Yusuf (old name) S/O Abdul Halim, residing at B-81, Iron Gate Road, Kolkata-700024, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abdul Shahid (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Abdul Shahid (new name) and Md Yusuf (old name) both are same identical person.

Name Change

I, STEPHEN JAMES D ROZARIO son of Ralph D Rozario resident of 53, Khanka Shariff Lane, Entally, Kolkata-700014. WEST BENGAL SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS STEPHEN D ROZARIO VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/08/2024, THAT STEPHEN JAMES D ROZARIO AND STEPHEN D ROZARIO ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I VIJAY RATHI(OLD NAME), S/O RAMKISHORE RATHI , R/O 3A, INDRAPRASTHA,46A,CHAKRABERIA ROAD(N),BHAWANIPORE, KOLKATA PIN-700020, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS VIJAY KUMAR RATHI(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC KOLKATA(C M M'S COURT BANSHALL STREET)ON 11TH AUGUST 2023 THAT VIJAY RATHI AND VIJAY KUMAR RATHI, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SK INSUN(OLD NAME) S/O SK IUNUS, R/O VILL- UMEDPUR, PO-CHAULKHOLA, PS-NODAKHALI, DIST SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743377, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK INSAN(OLD NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/08/2024, THAT SK INSAN AND SK INSUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JAMIR MOLLA, S/O SUKUR ALI MOLLA, R/O UTTAR MAKARDAHA CHAUDHURI PARA AND MUSALMAN PARA, PO MAKARDAHA, PS DOMJUR,PIN-711409, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAMIR ALI MOLLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/08/2024, THAT JAMIR MOLLA AND JAMIR ALI MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, PAPIA MUMTAZ BEGUM,WIFE OF SK MD JAHANGIR, RESIDING AT 1/E/H/24 ,IBRAHIM ROAD,KHIDDIRPORE, KOLKATA -700023,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUMTAZ BEGUM,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA ON 23/08/2024.THAT PAPIA MUMTAZ BEGUM AND MUMTAZ BEGUM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I ABDUL HASID ANSARI, S/O ABDUL HANIF, R/O P-179/C/3, TIKA PARA, PS MATIA BURZ, KOLKATA -700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL HASEED ANSARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/08/2024, THAT ABDUL HASID ANSARI AND ABDUL HASEED ANSARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, ARPIT AGARWALA,SON OF MONOJ KUMAR AGARWAL,RESIDING AT NIMTALACHAK,PO-MIDNAPORE,PS-KOTWALI,PASCHIM MEDINIPUR - 721101,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARPIT KUMAR AGARWAL,VIDE AN AFFIDAVIT 14742,SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT PASCHIM MEDINIPUR ON 27/08/2024.THAT ARPIT AGARWALA AND ARPIT KUMAR AGARWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOBAYENA BEGUM(OLD NAME), W/O LATE MD ABUL FARAH SIDDIQUE, R/O VILL- KAMDEVPUR SITAPUR, PO- JAGAT BALLAVPUR, DIST HOWRAH,PIN-711408, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOBAIYENA BEGAM(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/08/2024, THAT MOBAYENA BEGUM AND MOBAIYENA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMED TAMIMUDDIN SIDDIQUE (OLD NAME),S/O LATE MD ABUL FARAH SIDDIQUE, R/O VILL- KAMDEVPUR SITAPUR, PO- JAGAT BALLAVPUR, PS- JANGIPARA, DIST HOOGHLY, PIN-711408, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD TAMIMUDDIN SIDDIQUE(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/08/2024, THAT MOHAMMED TAMIMUDDIN SIDDIQUE AND MD TAMIMUDDIN SIDDIQUE ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I TAJU BIBI, W/O ABDUL KHALIQUE, R/O P-121/1, KHAN SAMA PARA, PS MATIABURZ, KOLKATA -700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAJ BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/08/2024, THAT TAJU BIBI AND TAJ BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I PREETI DUTTA,W/O SUKANTA DUTTA,R/O 218/A,GOPAL LAL THAKUR ROAD, PS BARANAGAR, NORTH 24 PARGANAS- 700036, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PREETI DUTTA DEBNATH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/08/2024,THAT PREETI DUTTA AND PREETI DUTTA DEBNATH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

.I PRAOSENJIT MONDAL,S/O DEBKUMAR MONDAL,R/O VILL- ICHAMATI PARA,PO-MAJDIA, PS-KRISHNAGANJ, NADIA-741507, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRASENJIT MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/08/2024,THAT PRAOSENJIT MONDAL AND PRASENJIT MONDAL, ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Syed Mustaque Ahmad (old name) S/O Late Syed Mohammad Sayeed, residing at Hamid Nagar Burnpur Near Under Water Reserver, P.O.- Burnpur, P.S.- Hirapur, Dist.- Paschim Bardhaman, Pin- 713325, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Syed Mushtaque Ahmed (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/08/2024. Syed Mushtaque Ahmed (new name) and Syed Mustaque Ahmad (old name) both are same identical person.

Name Change

I LAILA BEGUM ,W/O IDRIS ALI,R/O 32,COLLIN STREET NEW MARKET,KOLKATA-700016,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LAILA BEGAM ,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/08/2024,THAT LAILA BEGUM AND LAILA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I I ALTAF ALI MOLLA,S/O LATE IUNUS MOLLA, R/O AKRA MAGURA, DOCTOR PARA MAHESHTALA(M), SOUTH 24 PARGANAS,700141, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOHD ALTAF ALI MOLLA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/08/2024,THAT ALTAF ALI MOLLA AND MOHD ALTAF ALI MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I TAJANURA BEGAM, D/O SAMSER ALI MULLICK, W/O JAMIR ALI MOLLA, R/O UTTAR MAKARDAHA CHAUDHURI PARA AND MUSALMAN PARA, PO MAKARDAHA, PS DOMJUR, PIN-711409, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAJNURA BEGAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/08/2024, THAT TAJANURA BEGAM AND TAJNURA BEGAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SARIFA BEGUM,WIFE OF ABDUS SAMAD MOLLAH, RESIDING AT KHODAR BAZAR, MONDAL PARA, PO-BARUIPUR, SOUTH24PARGANAS -700144, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SARIFA KHATOON BIBI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/08/2024.THAT SARIFA BEGUM AND SARIFA KHATOON BIBI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি Oyali Sk (পুরাতন নাম) পিতা Israfil Sekh ঠিকানা Vill- Bahadurpur, P.O - Paschim Chamni, P.S - Bishnupur Dist.- 24 pgs(S), W.B., Pin-743503 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated - 27.08.24 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Oyali Sekh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Oyali Sk (পুরাতন নাম) ও Oyali Sekh(নতুন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, MABDUS SAMAD,SON OF ABDUL FAZAL MOLLAH, RESIDING AT KHODAR BAZAR, MONDAL PARA,PO-BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS -700144, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUS SAMAD MOLLAH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 27/08/2024.THAT MABDUS SAMAD AND ABDUS SAMAD MOLLAH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I SK HABEB, S/O SK KALU, R/O AMERSHI KASBA, PS PATASHPUR, EAST MEDINIPUR, PIN-721454, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK HABIB, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/08/2024, THAT SK HABEB AND SK HABIB ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I SHYAM SUNDAR AGARWAL, S/O NAVARANG RAI AGARWAL, R/O 19-UB-4TH FLOOR, SANJEEVA TOWN, DUPLEX EATATE, KOCHPUKUR, THAKURDARI, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700156, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SYAM SUNDAR AGARWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/08/2024, THAT SHYAM SUNDAR AGARWAL AND SYAM SUNDAR AGARWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

NAME CHANGE

I MOSTAK MOLLA, S/O MOKTAR MOLYA, R/O GHOLA KHAL PARA, ATHARO BAKI, PS JIBANTALA , SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743329, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOSTAQUE ALI MOLYA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/08/2024, THAT MOSTAK MOLLA AND MOSTAQUE ALI MOLYA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, Sikha Chowdhury (old name) S/O Sanjit Das, residing at AA81 Prafulla Kanan West Kestopur, P.S.- Baguiati, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Shikha Chowdhury (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/08/2024. Shikha Chowdhury (new name) and Sikha Chowdhury (old name) both are same identical person.

NAME CHANGE

I, Sanjit Kumar Ray (old name) S/O Upendra Ray, residing at 43/1, A.L Daw Road, P.O. & P.S.- Budge Budge, Dist- South 24 Pgs, Pin- 700137, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sanjit Ray (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/08/2024. Sanjit Ray (new name) and Sanjit Kumar Ray (old name) both are same identical person.

NAME CHANGE

I, Kartick Chandra Das (old name) S/O Anibar Das, residing at Swarupnagar, Malangapara, Dist- North 24 Pgs, Pin-743286, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Kartic Chandra Das (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/08/2024. Kartic Chandra Das (new name) and Kartick Chandra Das (old name) both are same identical person.

NAME CHANGE

I, Manjur Ali Mandal (old name) S/O Tosimoddin Mandal, residing at Vill.- Kirtipur, P.O.- Mandra, P.S.- Baduria, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743438, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Munjur Ali Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/08/2024. Munjur Ali Mandal (new name) and Manjur Ali Mandal (old name) both are same identical person.

NAME CHANGE

I, Mou Das & Mou Patwari (old name) W/O Hillol Kanti Das, residing at Malanga Para, P.O. & P.S.- Swarupnagar, Basirhat, Dist- North 24 Pgs, Pin-743286, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mou Patwari Das (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/08/2024. Mou Patwari Das (new name) and Mou Das & Mou Patwari (old name) both are same identical person.

Name Change

I, MANOJ AGARWALA & MANOJ KUMAR AGARAOYALA ,SON OF LATE BADRI PRASAD AGARWAL, RESIDING AT NIMTALACHAK,PO-MIDNAPORE,PS-KOTWALI, PASCHIM MEDINIPUR - 721101, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MONOJ KUMAR AGARWAL,VIDE AN AFFIDAVIT 13162,SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT PASCHIM MEDINIPUR ON 27/08/2024.THAT MANOJ AGARWALA & MANOJ KUMAR AGARAOYALA ALSO MONOJ KUMAR AGARWAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

NAME CHANGE

I PRIYANKA CHAKRABORTY, W/O SRI. GOUTAM CHAKRABORTY, D/O SRI. CHINMOY GHOSH ,R/O SOUTH CITY GARDEN, FLAT NO 12D, TOWER 2, B.L. SAHA ROAD, PO NEW ALIPORE, PS BEHALA, KOLKATA - 700053, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SMT. PRIYANKA GHOSH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE ON 14/08/2024, THAT PRIYANKA CHAKRABORTY AND PRIYANKA GHOSH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, Prasenjit Das (old name) S/O Sanjit Das, residing at Apurbo Nagar, Natagarh Bilkanda, P.S.- Ghola, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700113, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Prosanjit Das (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/08/2024. Prosanjit Das (new name) and Prasenjit Das (old name) both are same identical person.

NAME CHANGE

I, Abdus Satter Mondal (old name) C/O Wahazuddin Ahmed, residing at Vill.- Polta, P.O.- Polta, P.S.- Baduria, Dist.- North 24 Pgs, Pin-743427, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abdus Satter (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 27/08/2024. Abdus Satter (new name) and Abdus Satter Mondal (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Md.Nur Islam, Noor Islam (পুরাতন নাম) পিতা Rahim Box Mondal ঠিকানা Sadarpur, Jagannathpur, Barasat- I, Dist.- 24 pgs(N), W.B., Pin-700126 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated - 27.08.24 এর Affidavit no.17/2024 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Md.Noor Islam (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Md.Nur Islam, Noor Islam (পুরাতন নাম) ও Md.Noor Islam(নতুন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Goutam Roy (পুরাতন নাম) পিতা Tarun Roy ঠিকানা Rifiuji Para, Kolsur Deganga, North 24 Parganas, W.B- 743438 India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 27-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Gautam Roy (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Gautam Roy (নতুন নাম) ও Goutam Roy (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Tanjila Sekh(পুরাতন নাম) স্বামী Israfil Sekh ঠিকানা Vill- Bahadurpur, P.O - Paschim Chamni, P.S - Bishnupur Dist.- 24 pgs(S), W.B., Pin-743503 কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated - 27.08.24 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Tanjila Bibi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Tanjila Sekh (পুরাতন নাম) ও Tanjila Bibi (নতুন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Soniya Sengupta Das (Old Name) W/o - Prosenjit Das Residing at - 1/33, Sree Colony, Jubo Sanskritik Sangha, V.T.C+P.O - Regent Estate, Dist.- Kolkata, W.B. Pin - 700092 shall henceforth be known as Soniya Sengupta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no. 18/2024 Dated 27-08-24. Soniya Sengupta Das (Old Name) and Soniya Sengupta(New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Anup Kumar Jaiswal (Old Name) S/o Paras Nath Jaiswal, Residing at BD-37,Rabindra pally,P.O-Prafulla Kanan,PS-Baguiati,North 24 Parganas, Pin-700101, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Anup Jaiswal (New Name) as declared before the Notary Public Govt. of India vide affidavit Dated 27-08-2024 Anup Kumar Jaiswal (Old Name) and Anup Jaiswal (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Murtaza Shabbir Bhai Golwala S/o. Shabbirbhai Golwala R/o. 67, Elliot Road, P.O. & P.S.- Park Street, Kolkata-700016 shall henceforth be known as Murtaza S Golwala. I declare that Murtaza S Golwala and Murtaza Shabbir Bhai Golwala is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-08-2024.

Name Change

I Madhu Hazra S/o- Horing Hazra residing at Vill- Chandradighi, P.O: Khatua, P.S- Sagardighi, Dist- Murshidabad shall henceforth be known as Modhu Hazra as declared before the Notary Public Jangipur at Msd vide affidavit No- 4532 dated: 06/07/2024 Modhu Hazra & Madhu Hazra both are same & one identical person.and my father name Haring hazra and Horing Hazra both are same which appear my aadhaar card 346466121183

জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু, রীতি মেনে হল কাদা খেলা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ আগস্ট ঃ কাঠামো পুজো এবং ঢাকের কাঠির মাধ্যমে সূচনা হলো জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী রাজবাড়ির দুর্গা পুজোর। রাজ পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি কাঠামো পুজোতে সামিল হলেন স্থানীয়রাও। বর্ষার মাঝে আকাশে পেঁজা তুলোর মেঘ এবং কাশ ফুলের গন্ধ যেন জানান দিচ্ছে পুজো আসছে। অপেক্ষার আর মাত্র ৪৫ দিন। তারপরই স্বামীকে ছেড়ে ঘর আলো করে কয়েকদিনের জন্য মর্তলোকে আসবেন দেবী উমা। মঙ্গলবার তাই কাঠামো পুজোর মাধ্যমে সূচনা হয়ে গেল জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী বৈকুন্ঠ্যপুর রাজবাড়ির দীর্ঘ বছরের দুর্গা পুজোর। এবছর ৫১৫ তম বর্ষে পা দিতে চলেছে রাজবাড়ির এই পুজো। রীতি মেনে এদিন কাদা খেলা হয়েছে। এই কাদা দিয়েই তৈরি হবে কনক দুর্গার মূর্তি। রথের উপর তৈরি হবে মূর্তিটি। ৮০ বছর পর বদলানো হল সেই রথের চাকা। এদিন কাঠামো পুজোর সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ পরিবারের সদস্য প্রমথকুমার বসু। জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির দুর্গাপ্রতিমা ভিন্ন ধরনের। এখানে সিংহের সঙ্গে থাকে বাঘ। দেবীর গায়ের রং তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশের পাশাপাশি থাকে জয়া-বিজয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মা চণ্ডী ও মহামায়ার মূর্তি। কালিকাপুরাণ মতে পুজো হয় এখানে। রাজ পরিবারের পুরোহিত শিবু ঘোষাল নিষ্ঠার সাথে এদিন মায়ের পুজোর সূচনা করেন। এদিন কাঠামো পুজোতে রাজ পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয়দেরও যোগ দিতে দেখা যায়। শুধু কাঠামো পুজো নয়, রাজ পরিবারের রীতি অনুযায়ী সোমবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের জন্ম উৎসব পালন হলো। রাতভর এই অনুষ্ঠান চলে। সেই সাথে শ্যামা কালিরও আরধনা হয়। রাজ পুরোহিত জানান, জন্মাষ্টামী উপলক্ষ্যে পরের দিন নন্দ উৎসব তা কাদা খেলা হয়ে থাকে। সামিল হন অনেকেই। পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী দুর্গা পুজার কথাও তিনি স্মরন করেন। বলেন, দীর্ঘ বছরের এই রাজ পুজো সম্পূর্ণ নিয়ম - নিষ্ঠার সাথে করা হয়ে থাকে। পুজোর কয়েকদিন নাচ, গান - উৎসব চলে। এবং দমশীর দিন রাজ পরিবারের ঐতিহ্য রাজ পুকুরেই প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়ে থাকে। রাজ পরিবারের দুর্গা পুজার দেখার পাশাপাশি অনেকেই কাঠামোর পুজোও দেখতে আসেন। মামন দে নামে এমনই এক ভক্ত জানান, দীর্ঘ বছর ধরেই এই পুজোতে তিনি আসেন। জেলার অনান্য জায়গাতে থিমের পুজো হলেও এখানে আসলে যেন মন ভরে যায়। সব মিলিয়ে রাজবাড়িতে দেবী উমার আগমনের অপেক্ষায় এখন সবাই।

বালুরঘাটে কলেজ ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ, অভিযুক্ত পুরসভার অস্থায়ী কর্মী

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৭ আগস্ট ঃ আরজিকর কাণ্ড নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। ঘটনার প্রতিবাদে আজ নবান্ন অভিযান ঘিরে তুলকালাম সাঁতরাগাছি, হাওড়া-সহ একাধিক এলাকা। এর মধ্যেই বালুরঘাটে এক কলেজ ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল। নিশানায় বালুরঘাট পুরসভার এক অস্থায়ী কর্মী। এনিয়ে পুলিসে অভিযোগ হয়েছে। মঙ্গলবার ওই ছাত্রী পড়তে যাচ্ছিলেন বালুরঘাট পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডে তার গৃহশিক্ষকের কাছে। অভিযোগ, সেইসময় বালুরঘাট পুরসভার অস্থায়ী কর্মী বাপ্পা সরকার ওই কলেজ ছাত্রীর পথ আটকায় ও তার কাছ থেকে মোবাইল ফোন চায়। মোবাইল ফোন না দিতে চাইলে তাকে শারীরিক ভাবে হেনস্থা করা হয়। ওই ঘটনার পর ছাত্রীটি কাঁদতে কাঁদতে গৃহশিক্ষকের কাছে গিয়ে পৌঁছালে তার সহপাঠিরা বেরিয়ে আসে। শুরু হয় অভিযুক্তের খোঁজ। শেষপর্যন্ত স্থানীয় একটি স্কুল থেকে বাপ্পাকে পাওয়া যায়। তাকে জিজ্ঞাসবাদ করাতেই সে প্রথম ঘটনার কথা অস্বীকার করলেও পরে সবকিছু স্বীকার করে নেয়। সে জানায় সে মেয়েটির গায়ে হাত দিয়েছে। বালুরঘাটের মতো ছোট শহরে দিনের আলোয় পড়তে যাচ্ছে এক কলেজ ছাত্রী। প্রশ্ন উঠছে, এমন জেলা শহরেও মেয়েরা কি নিরাপদ নয়? ওই ঘটনার পর বালুরঘাট থানায় এসে অভিযোগ জানায় ওই ছাত্রীর পরিবার। ঘটনার কথা জানতে পেরেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান স্থানীয় কাউন্সিলার বিপুল কান্তি ঘোষ। তিনি স্বীকার করে নেন এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির মতো ঘটনা ঘটেছে। অভিযুক্ত পুরসভার কর্মী নয়, অস্থায়ীভাবে কাজ করছিল। আইন অনুযায়ী যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা পুলিস নেবে।

কর্মক্ষেত্রে নারী সুরক্ষা, শিক্ষা সহ তিন দফা দাবী পেস অল বেঙ্গল আদিবাসী স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার সংগঠণের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, এবং কালিম্পং জেলার পক্ষ থেকে এই দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি জলপাইগুড়ির বিভাগীয় কমিশনার মারফত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রেরণ করা হয়। দাবী গুলোর মধ্যে রয়েছে, আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সরকারি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্থাপন, সহ আগামী সময়ের সঙ্গে যাতে তাল মিলিয়ে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সন্তানেরা ডিজিটাল এবং স্মার্ট শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষিত হয়ে সময়ের সঙ্গে সামনে আসা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারে তার জন্য দ্রুত পরিকাঠামো তৈরী, এছাড়াও বর্তমান সময়কে উল্লেখ করে, কর্মক্ষেত্রে নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করার ও দাবী জানানো হয়। বিভাগীয় কমিশনার অফিসে স্মারকলিপি প্রদানের পর অল বেঙ্গল আদিবাসী স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ি প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের পক্ষ বিষ্ণু মুন্ডা। জেলা সভাপতি আলিপুরদুয়ার বলেন, আজ আমরা আদিবাসী অধ্যুষিত তরাই এবং ডুয়ার্সের আগামী প্রজন্মের শিক্ষা ও সামাজিক সুরক্ষা সহ কর্মক্ষেত্রে নারী সুরক্ষার বিষয়গুলো নিয়ে বিভাগীয় কমিশনার জলপাইগুড়ি মারফত মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করাতে চেয়েছি। কারন এই সময়ে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা ছাড়া আদিবাসী শিশুরা ভবিষ্যতের প্রতিযোগিতা থেকে পিছিয়ে পড়বে। অথচ ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল গুলোতে চা বাগানের সামান্য উপার্জন দিয়ে শ্রমিকের বাচ্চাদের পড়ানো অসম্ভব। এদিনের এই শীল ওরাওঁ অঞ্চল সভাপতি সাতালি গ্রাম পঞ্চায়েত, গুলসন মিন্জ প্রমুখ।

নদী ভাঙ্গনে বিপর্যস্ত মালদার বেশ কিছু এলাকা, ফারাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ আগস্ট ঃ মালদা জেলার রতুয়া, মানিকচক, ভুতনী, বৈষ্ণবনগরের ভাঙ্গনে বিপর্যস্ত বেশ কিছু এলাকা কেন্দ্রীয় সরকার উদাসীনতার ভূমিকা পালন করছেন। রাজ্য সরকার সাহায্য করলেও কেন্দ্রীয় সরকার কোনভাবে সাহায্য করছে না। গঙ্গার ভাঙ্গনে ধীরে ধীরে মানচিত্র বদলে যেতে চলেছে মালদার। জাতীয় নদী হলেও হাত গুটিয়ে রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার । নীরব দর্শকের ভূমিকায় ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ। এমনই অভিযোগ তুলে অবশেষে ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারকে ঘেরাও করে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করলো মালদা জেলা ও মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। অবিলম্বে মালদার ভাঙ্গন কবলিত কেন্দ্র বৈষ্ণবনগর থেকে মানিকচক ব্লক পর্যন্ত ১২০ কিলোমিটার গঙ্গার পার স্থায়ীভাবে কাজ না করলে অনির্দিষ্টকালের জন্য ফরাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজারকে ঘেরাও করে রাখবেন রাজ্যের মন্ত্রী থেকে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বরা । গঙ্গা ভাঙ্গনের স্থায়ী প্রতিরোধের দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার দুপুর থেকে ফারাক্কা ব্যারেজ অফিসের ১০০ মিটার দূরেই মঞ্চ করে শুরু হয়.মালদা জেলা তৃণমূলের বিক্ষোভ অবস্থান। এই দিনের এই কর্মসূচিতে মুশিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ এবং ফরাক্কার বিধানসভা কেন্দ্রের দুই তৃণমূল দলের বিধায়ক উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়াও ছিলেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন , সংখ্যালঘু এবং বস্ত্র দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন , মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, তৃণমূলের মালদা জেলার সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী , দলের চেয়ারম্যান সমর মুখার্জী, তৃণমূল বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র, বৈষ্ণব নগরের বিধায়ক চন্দনা সরকার, পুরাতন মালদা পৌরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ, উদ্বাস্তু সেলের চেয়ারম্যান রঞ্জিত সরকার জেলা তৃণমূলের যুব সভাপতি বিশ্বজিত মন্ডল সহ অন্যান্যরা। গঙ্গা ভাঙ্গনের জেরে একের পর এক গ্রাম সহ ভিটেমাটি গঙ্গা গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে এর স্থায়ী সমাধান করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে তা না হলে আগামীতে আমরা মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার তৃণমূল কংগ্রেস বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।

দুর্গাপুরে দোকানের দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু মালিকের

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৭ আগস্ট ঃ শহরজুড়ে চলছে জবরদখল উচ্ছেদ। একদিকে নগর নিগমের, অন্যদিকে সেইলের দুর্গাপুর ইস্পাতের। আর এই দুইয়ের চাপে আতঙ্কিত শহরের বস্তিবাসী থেকে ফুটপাথের হকাররা। উচ্ছেদের আগে নিজের দোকানের শেষ সম্বলটুকু বাঁচাতে গিয়ে দোকানের দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক ব্যাবসায়ীর। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর খোলা মার্কেটে। মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরনের দাবীতে সরব বাসিন্দারা। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃত দুর্গাপুরের ধোবি ঘাটের বাসিন্দা সমীর চক্রবর্তী (৪৬)। তার চায়ের দোকান ছিল খোলা মার্কেটে। সোমবার দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষ মাইকিং করেছিল দোকান সরিয়ে নেওয়ার জন্য। মঙ্গলবার সেই মতো সমীরবাবু সকালবেলায় দোকান সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছিলেন। দোকানের দেওয়ালের ইঁট সহ অন্যান্য সামগ্রী খুলে নেওয়ার কাজ করছিলেন। আর ঠিক সেই সময় দোকান ভেঙে পড়ে সমীরবাবুর ওপর। গুরুতর সমীরবাবুকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সমীরবাবুর ছেলে বাবলু চক্রবর্তী বলেন, সকালে দোকান ভাঙছিলেন বাবা। তখনই হুড়মু।ড়িয়ে ভেঙে পড়ে ইঁটের দেওয়াল। আশঙ্কাজনক অবস্থায় শোভাপুরের বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে ভর্তি নেওয়া হয়নি। তারপর সিটি সেন্টারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে ভর্তি নেওয়া হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় বাবার।

নিজেদের জমির কাগজের দাবিতে সীমান্ত নাগরিক সমিতির স্মারক লিপি প্রদান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ আগস্ট ঃ নিজেদের জমির কাগজের দাবিতে সীমান্ত নাগরিক সমিতির সারক লিপি প্রদান। জমির সমস্যা নিয়ে বেরুবাড়ী সীমান্ত নাগরিক সমিতির এলাকার বাসিন্দারা এদিন জেলা শাসক দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও

স্মারক লিপি প্রদান করেন। মঙ্গলবার পিডব্লিউডি মোড় হতে একটি মিছিল জেলা শাসক দপ্তরের সামনে গিয়ে শেষ হয় । সীমান্তবর্তী এলাকার মধ্যে বেরুবাড়ী নাগরিকরা তাদের জমির জট কাটিয়ে তাদের নিজস্ব কাগজের দাবিতে আজ সারক লিপি প্রদান করেন। তারা বলেন দীর্ঘ ৯ বছর থেকে বিভিন্ন দপ্তরে ঘুরেও তাদের কাগজপত্র এখনো হচ্ছে না। অথচ এখানে প্রায় ৮ থেকে ৯ হাজার বাসিন্দারা স্থায়ীভাবে বসবাস করে আসছেন। তাদের নিজস্ব কোন কাগজপত্র নেই। আর এরই দাবিতে আজকের এই স্বরলিপি প্রধান ও বিক্ষোভ প্রদর্শন।

সাইবার থানায় বিজেপি বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ আগস্ট ঃ শিলিগুড়ি বিধায়ক শংকর ঘোষ এর নামে ভুয়া সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্ট বানিয়ে দল বিরোধী প্রচার করায় শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন শংকর ঘোষ। সোমবার বিকেলে তিনি ওই অভিযোগ দায়ের করেন। তার অভিযো, বেশ কিছু সমাজবিরোধী এবং তৃণমূল আশ্রিত কর্মী সমর্থকরাতার ছবি এবং নাম ব্যবহার করে ভুয়ার সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্ট বানিয়ে মিথ্যে প্রচার করছে। দ্রুত তাদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন তিনি। বিধায়ক শংকর ঘোষ এর নামে ভুয়া সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্ট বানিয়ে দল বিরোধী প্রচার করায় শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন শংকর ঘোষ। সোমবার বিকেলে তিনি ওই অভিযোগ দায়ের করেন। তার অভিযো, বেশ কিছু সমাজবিরোধী এবং তৃণমূল আশ্রিত কর্মী সমর্থকরাতার ছবি এবং নাম ব্যবহার করে ভুয়ার সোশ্যাল মিডিয়া একাউন্ট বানিয়ে মিথ্যে প্রচার করছে। দ্রুত তাদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

BINOD JUTE AND FIBRE LIMITED
(CIN: L17232WB1980PLC032819)
Registered Office: Ground Floor, 5A, Little Russell Street Kolkata-700071
Telephone No. - 033 22872607/ 40060331/ 40073219;
Website: https://binodjute.com/ **Email:** jkk@kankariagroup.com

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Binod Jute and Fibre Limited "the Company" or "BJFL") on the voluntary delisting offer made by Ms. Poonam Dugar, (Acquirer) on her behalf and on behalf of the Promoter Group of BJFL to the Public Shareholders of the Company for acquiring all the equity shares that are held by the public shareholders and delist the equity share from The Calcutta Stock Exchange (CSE) ("Delisting Offer") pursuant to Regulation 28 of Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 ("SEBI Delisting Regulations").

Date	August 27,2024
Name of the Company	BINOD JUTE AND FIBRE LIMITED
Details of offer pertaining to the Company	Initial Public Announcement **("IPA")** made under Regulation 8 of the SEBI Delisting Regulation to the Public Shareholders of BJFL for acquisition of 22400 Equity Shares **("Offer Shares")** of Face Value Rs. 10/- Each **("Equity Shares")** representing 4.05% of the total Paid Up Equity Share Capital of the Company and consequent Voluntary Delisting of the Equity Shares of the Company from The Calcutta Stock Exchange Limited **("CSE") ("Delisting Offer") ("The Offer").** ● Methodology for Delisting: Through reverse book building process
Name of the Acquirer	Ms. Poonam Dugar, on her behalf and on behalf of Promoters Promoter Group of BJFL
Name of the Manager to the Offer	Gretex Corporate Services Limited Reg. Address: A-401, Floor 4th, Plot FP-616, (PT), Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Near India bulls, Dadar (West), Mumbai - 400013
Floor Price/Offer Price	Rs. 224.30/-
Members of the Committee of Independent Directors (IDC)	1. Mr. Pankaj Bothra: Independent Director 2. Mr. Manak Chand Parakh: Independent Director 3. Mr. Uttam Kumar Bothra: Independent Director
IDC Members Relationship with the Company (Director, Equity Share Owned and Other Contract/Relationship) if any,	All the members of the IDC are Non - Executive Independent Directors of the Company, Except for being Directors of the Company, The Committee Member neither hold any equity shares in the com pany nor do they have any contract/rela tionship with the Company.
Trading in Equity Shares/ Securities of the company by IDC Members	None of the IDC Members have traded in any securities of BJFL during 12 months prior to the IPA on April 29, 2024 and during the period from the date of the IPA and till date of this recommendation.
IDC Member's relationship with the Acquirers (Directors, Equity shares owned, and other contract/Relationship) if any.	None of the IDC Members hold any contracts, nor have any relationship with the Acquirers and nor have traded in Shares of the Acquirers or related to the Acquirers.
Recommendation on Delisting Offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable.	Based on the review, IDC members believe that the Offer is fair and Reasonable and In line with the SEBI SAST Regulations, 2011 and SEBI Delisting Regulations, 2021
Disclosures of the Voting Pattern in the meeting of Independent Directors to discuss delisting	All the IDC Members unanimously voted in favour of recommending the voluntary delisting offer proposal.
Summary of reasons for recommendation	IDC Members have reviewed and Noted a. Initial Public Announcement dated April 29, 2024 b. Outcome of meeting of Board of Directors of the Company held on May 03, 2024 c. Postal Ballot Notice dated May 03, 2024 d. Scrutinizer report dated June 12, 2024 e. In-Principle approval from CSE dated August 21, 2024 f. Detailed Public Announcement dated August 23, 2024 g. Letter of Offer dated August 27, 2024 Based on the above members of the Committee have considered the following reasons for making recommen dations: 1. The proposed Delisting Offer would enable the Acquirer to obtain full ownership of the Company which will inturn provide increased operational flexibility to support the Company's business. 2. The Delisting Offer will provide the public shareholders of the Company an opportunity to realize immediately a certain value for their equity shares in the Company. The price will be de termined in accordance with the reverse book building mechanism set out in the SEBI Delisting Regulations; 3. The delisting of equity shares will result in reduction of the on-going compliance cost or such other expenses required to be incurred asper the applicable securities law and reduce the management time to comply with requirements and listing regulations. Based on the review of documents and the reasons mentioned above, the members of the Committee believe that the Delisting Offer is in accordance with the SEBI Delisting Regulations and to that extend, is fair and reasonable. The Committee recommends the public shareholders of the Company to bid their equity shares (as announced by the Acquirer and disclosed in DPA and LOF) in reverse book building process in accordance with the SEBI Delisting Regulations. The Committee, however, suggests that the public shareholders of the Company should independently evaluate the Delisting Offer, market performance of the Company's scrip and take informed decision in respect of the Delisting Offer. This statement of recommendation of Com mittee will be available on the website of the Company.
Any other matter related to the highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the company under the SEBI Delisting Regulations, 2021.

For and on behalf of the Committee of Independent Directors of Binod Jute and Fibre Limited,
Sd/-
Uttam Kumar Bothra
Chairman- Committee of Independent Director

Place: Kolkata
Date : August 27, 2024

ভয়াবহ গঙ্গাভাঙণ, আতঙ্কে বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৭ আগস্ট ঃ বর্ষার মরশুমে ফের ভাঙন মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জে। গঙ্গায় তলিয়ে যাচ্ছে ঘর- বাড়ি, জমি। আতঙ্কে দিশেহারা স্থানীয় বাসিন্দারা। গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় ভাঙন শুরু হয়েছে মুর্শিদাবাদে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ ব্লকের লোহরপুর গ্রামে কয়েক মিটার জমি ধসে নদীতে চলে গেছে। জলের স্রোতে পাড়ের মাটি ধসে লাগাতার ভাঙন চলছে। গত কয়েকদিন ধরেই ওই এলাকায় নদীর পাড় ভাঙছে। তবে এদিন সকাল থেকে সেই ভাঙন আরও বেড়ে গেছে। আতঙ্কে এলাকা ছাড়ছেন স্থানীয়রা। এই বছর বর্ষার মরশুমে এই নিয়ে পরপর ৪-বার গঙ্গা ভাঙনের মুখোমুখি হলেন সামশেরগঞ্জের বাসিন্দারা।

চিতার দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ আগস্ট ঃ নকশালবাড়ির বিজয়নগর চা বাগানের এক নম্বর সেকশনের নালা থেকে চিতা বাঘের দেহ উদ্ধার। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। জানা গেছে এদিন নকশালবাড়ি বিজয় নগর চা বাগানের ১ নম্বর সেকশনে একটি নালার মধ্যে চিতাবাঘের দেহ শ্রমিকরা দেখতে পান।

e-Tender Notice

Pradhan Maju Gram Panchayat under Jagatballavpur Development Block, Howrah invites e-Tender vide **NIT No: Maju GP/635/15 th CFC & SBM/ 23-24 and Maju GP/636/ 15th CFC/23-24 to Maju GP/ 641/15th CFC/23-24, Dated-14/08/2024**. Last Date of bid submission is 10/ 09/2024 and the date of opening the bids will be **13/ 09/2024**. For more information,visit **https:// www.wbtenders.gov.in** and the notice board of Maju Gram Panchayat office.

Sd/- Prodhan
Maju Gram Panchayat

পুরনিগমের বোর্ড মিটিংয়ে তুলকালাম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ আগস্ট ঃ আরজিকর কান্ডের প্রভাব পড়লো শিলিগুড়ি পুরনিগমের বোর্ড মিটিংয়ে। উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগান তুলে বোর্ড মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন বিজেপির কাউন্সিলররা। জানা গেছে, এদিন বোর্ড মিটিং চলাকালীন আরজি করের ঘটনা নিয়ে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর বিবেক সিং নিন্দা প্রস্তাব তুলে ধরেন। সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন চেয়ারম্যান। বিজেপি কাউন্সিলরদের আনা নিন্দা প্রস্তাব নিয়ে তুমুল বাকবিতন্ডা শুরু হয়। বোর্ড মিটিং বয়কট করে বেরিয়ে যান বিজেপি কাউন্সিলররা।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ২৩-২৪-এনএমজিএইচএস-৪০০, তারিখ ২৬.০৮.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার (ক্যারেজ ওয়ার্কস)/খড়গপুর ওয়ার্কশপ, খড়গপুর, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের বিবরণ ঃ** আইসিএফ কোচ সমূহের এনএমজিএইচএস কোচে রূপান্তর। **কাজের স্থান ঃ** খড়গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, ডাকঘর-খড়গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০১। **পরিমাণ ঃ** ৪০০টি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮২,২০,২১,৬১৬.৮০ টাকা। **বায়না অর্থঃ** ৪২,৬০,১০০ টাকা। **চুক্তির মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৩০ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৭.০৯.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **দরপ্রস্তাব পদ্ধতি ঃ** দুই প্যাকেট পদ্ধতি। **দরপ্রস্তাবের ধরনঃ** টু স্টেজ রিভার্স অকশন। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথি ই-পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। **(PR-525)**

PURBA BISHNUPUR GRAM PANCHAYAT
Bishnupur-1 Panchayat Samity, South 24 Pgs
Tender Notice
NIT NO-PBGP/TND-05/133/2024-25 Dated-27/08/2024 SL No:-1(15KVA SILENT DG)

E-Tender are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of the works as per the NIT mentioned above. Last date of submission of tender 03/09/2024 up to 12.05 p.m. For further details contact at the office of under signed (from 12 noon to 5 pm except holidays)or visit to www.wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Purba Bishnupur Gram Panchayat

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোন- ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স- ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
নং ঃ-ডব্লুবি-এইচএমসি / এনআইটি / ইডি/ ০৩/ ইই-II / বিইইউপি / ২৪-২৫ তারিখঃ ২২.০৮.২০২৪

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নির্মাণের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী (সড়ক), এইচএমসি দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪৭ নম্বর ওয়ার্ডের অধীনে সিমেন্ট কংক্রিটের কাজ দ্বারা বিভিন্ন রাস্তার। পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং বাস্তবসম্মত ঠিকাদারদের কাছ থেকে এলাকা (বিইইউপি স্কিম) কাজের অনুরূপ প্রকৃতিতে। বিশদভাবে সম্পর্কিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি থেকে পাওয়া যাবে এবং ইই--II / বিভাগ **https:// wbtenders.gov.in** বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখ ৯.০৯.২০২৪ সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত, এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে। টেন্ডার আইডি- 2024_MAD_737517_1

৩৯ (৩) / ২৪-২৫
২৩ ।০৮ ।২০২৪

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

নোটিস

সেইজন্য, আমাদের 2024 সালের, 28শে মে তারিখের আগের যোগাযোগের ধারাবাহিকতায় আছে, যেখানে আমরা প্রথম তল, চেক পোস্ট মেমারী ওয়ার্ড নম্বর 13, মেমারি পৌরসভা, মেমারি জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন কোড – 713 146, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত আমাদের অফিস বন্ধ করার বিষয়ে জানিয়েছিলাম। কিছু নির্দিষ্ট বিধিনিষেধের কারণে, উক্ত অফিস বন্ধের সময়কে উল্লেখিত সময়ের পরে বাড়ানো হয়েছে এবং আমরা এইভাবে অফিস বন্ধের জন্য বর্ধিত সময় সম্পর্কে আপনাকে জানাচ্ছি। সেইজন্য, আমরা আমাদের সম্মানীয় গ্রাহক, মধ্যস্থতাকারী এবং জনগণকে জানাতে চাই যে আমাদের ফার্স্ট ফ্লোর, চেক পোস্ট মেমারি, ওয়ার্ড নং 13, মেমারি মিউনিসিপ্যালিটি, মেমারি জেলা পূর্ব বর্ধমান, পিন কোড – 713 146, পশ্চি বঙ্গ-তে অবস্থিত শাখা 2 থেকে 3 মাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। আপনাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে এবিষয়ে মনোযোগ দিন এবং আপনার পলিসির পুনর্নবীকরণ এবং দাবি সম্পর্কিত সহায়তা সহ পলিসির জন্য উপলব্ধ পরিষেবা লাভ করতে আমাদের নিকটতম অফিস সেকেন্ড ফ্লোর, সিটি টাওয়ার, #23, জি.টি. রোড, বর্ধমান – 713 101, পশ্চিমবঙ্গ-তে ভিজিট করুন অথবা নিকটতম অফিসের জন্য আমাদের ওয়েবসাইট www.icicilombard.com দেখুন অথবা IL take care অ্যাপ ডাউনলোড করুন।

আইসিআইসিআই লোম্বার্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড-এর জন্য

সংশ্লিষ্ট সকলকে এই বিষয়ে মনে রাখবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

ICICI Lombard
GENERAL INSURANCE

কর্পোরেট ঠিকানা: আইসিআইসিআই লোম্বার্ড জেনারেল ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড। ... 414, পি. বালু মার্গ, ... মুম্বই – 400 025 ... আইআরডিএআই রেজি. নং. 115. • টোল ফ্রি নং. 1800 2666. ফ্যাক্স নং. 02261961323. সিআইএন: L67200MH2000PLC129408. ওয়েবসাইট: www.icicilombard.com. ইমেল: customersupport@icicilombard.com

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (C)/Br.-X, KMC** invites e-tenders online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: EEC/BX/081/09/24-25/BUSTEE
Name of Work: **Maintenance of sewerage system at 92, 93 T. G. Road, 30, D.P.S. Road (slum area) etc. in Ward No.-81, Br.-X.** Estimated Value (Including GST and CESS): ₹ **2,49,720.45**. Earnest Money: ₹ **5,000.00.** Time of Completion: **90 days**.

(2) NIT No.: EEC/BX/093/06/24-25/BUSTEE
Name of Work: **Maintenance of IPS passage near 156, 158/1 P. G. H. Shah Road, 50, 62 Gobindapur Road (slum area) etc. in Ward No.-93, Br.-X.** Estimated Value (Including GST and CESS): ₹ **3,49,122.62**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Time of Completion: **90 days**.

(3) NIT No.: EEC/BX/081/011/24-25/BUSTEE
Name of Work: **Maintenance of IPS passage near 58/1, 56, T. G. Road & Jhaldar Math surrounding (slum area) etc. in Ward No.-81, Br.-X.** Estimated Value (Including GST and CESS): ₹ **3,99,390.27**. Earnest Money: ₹ **8,000.00.** Time of Completion: **90 days**.

(4) NIT No.: EEC/BX/081/025/2024-2025/D
Name of Work: **Restoration of Paver Block Footpath dist. by Water Supply Deptt. near 63 T. G. Road, 28 DPS Road etc. in Ward No.-81, Br.-X.** Estimated Value (Including GST and CESS): ₹ **1,18,384.70**. Earnest Money: ₹ **2,400.00.** Time of Completion: **120 days**.

(5) NIT No.: EEC/BX/092/09/2024-2025/R
Name of Work: **Development of cement concrete passage near 55D/1, Selimpur Road in Ward No.-92, Br.-X.** Estimated Value (Including GST and CESS): ₹ **2,34,521.87**. Earnest Money: ₹ **4,700.00.** Time of Completion: **60 days**.

(6) NIT No.: EEC/BX/092/013/24-25/BUSTEE
Name of Work: **Maintenance of IPS passage near 12C/3/A Telipara Lane, 1/46, 15/2/44, 1/43, 1/1 Sahid Nagar Road (slum area) etc. in Ward No.-92, Br.-X.** Estimated Value (Including GST and CESS): ₹ **1,95,047.10**. Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Time of Completion: **90 days**. Last date and time of submission of Bid: **05.09.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 to 6). Date and time of opening of Bid: **07.09.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **27.08.2024 from 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 6). The website: **https://etender.nic.in** (For Sl. No. 1 to 6).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XII, KMC** invites e-tenders online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/101/12/24-25
Name of Work: **Restoration of road near I170 - B. P. Township, P12 - Greenview etc. in Ward No.-101.** Estimated cost: ₹ **2,97,920.45**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **60 days**.

(2) NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XII/101/18/24-25
Name of Work: **Renovation of Footpath by Paver blocks near 45/2-Kendua Main Road, GRH17 - B. P. Township etc. in Ward No.-101.** Estimated cost: ₹ **4,97,791.97**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **90 days**. Last date and time of submission of Bid: **07.09.2024 – 12 noon** (For Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of Bid: **09.09.2024 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **27.08.2024 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XIV, KMC** invites e-tenders online percentage rate two bid system for following works:

(1) NIT No.: KMC/XIV/130/009/24-25/BS (1st Call)
Name of Work: **Maintenance of Bustee underground sewer including replacement of Pit covers etc. in the Jelepara, Ashram, Dalipara & Shibtala slum area etc. in Ward No.-130.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,99,751.67**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **25 days**. Last date and time of submission of Bid: **07.09.2024 upto 11 a.m.** Tender will be opened on: **09.09.2024 at 11 a.m.**

(2) NIT No.: KMC/XIV/132/008/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of Work: **Construction of Sanitary Latrine at different places of 51 No. Bustee at B.L.T. Road Bye Lane in Ward No.-132.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **3,15,101.48**. Earnest Money: ₹ **6,500.00.** Period of Completion: **30 days**.

(3) NIT No.: KMC/XIV/132/007/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of Work: **Maintenance of Bustee Sanitary Latrines at different places of Barabagan Bustee, 51 No. Bustee etc. in Ward No.-132.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,97,562.45**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days**.

(4) NIT No.: KMC/XIV/121/011/24-25/BS (1st Call)
Name of Work: **Maintenance of Bustee concrete passages in the 37, B. C. Roy Road & 18 Bigha slum area etc. in Ward No.-121.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,97,856.71**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **21 days**.

(5) NIT No.: KMC/XIV/121/016/24-25/R (1st Call)
Name of Work: **Maintenance of concrete passage in the P. C. Sen Colony area near Pr. No. P-121, P-307, P-112, P-104 & P-93 etc. in Ward No.-121.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,98,564.18**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **21 days**.

(6) NIT No.: KMC/XIV/121/009/24-25/BS (1st Call)
Name of Work: **Maintenance of Bustee underground sewer including replacement of Pit-covers, in the Bhasapara, Simapally, Anandapally and 37 & 47 B. C. Roy Road slum area etc. in Ward No.-121.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,99,872.87**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **25 days**.

(7) NIT No.: KMC/XIV/131/08/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of Work: **Improvement of Concrete passage at the slum area of Shanti Pally Road near Pr. Nos. 1A, 2B, 2D, 2/3, 3B, 27, 28, etc. in Ward No.-131.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **4,84,674.15**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days**.

(8) NIT No.: KMC/XIV/131/11/24-25/BUSTEE (1st Call)
Name of Work: **Maintenance of underground sewer including raising, replacement of Pit-covers, etc. at the slum area of Bangasree Pally, Shanti Pally, Nivedita Sarani, etc. in Ward No.-131.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **2,98,449.38**. Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **07.09.2024 upto 5 p.m.** (For Sl. No. 2 to 8). Tender will be opened on: **09.09.2024 at 5 p.m.** (For Sl. No. 2 to 8). The bid forms and other details are available on and from **30.08.2024 from 5 p.m.** (For Sl. No. 1 to 8). The website: **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 8).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XVI, KMC** invites e-tenders online percentage rate two bid system for following work:
NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/144(O)/007/24-25
Name of Work: **Deployment of contractual Labour at different immersion Ghats in Joka (I & II) of KMC (Br.-XVI) 2024.** Estimated cost (Including GST & CESS): ₹ **3,24,949.20**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **60 days**. Last date and time of submission of Bid: **05.09.2024 – 12 noon.** The Tender will be opened on: **07.09.2024 – 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **28.08.2024 (5 p.m.)**. The website: **https://etender.wb.nic.in**

(470/24-25)

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা

দলে বাংলার রিচা ঘোষও

মুম্বই, ২৭ আগস্টঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরিবর্তিত সূচি ঘোষণা করেছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। তার একদিনের মধ্যে বিশ্বকাপের স্কোয়াডও ঘোষণা করে দিল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। নেতৃত্ব দেবেন

হরমনপ্রীত কৌরই। ১৫ সদস্যের দলে প্রত্যাশিত ভাবেই রয়েছেন বাংলার বিধ্বংসী ব্যাটার তথা কিপার রিচা ঘোষ। শ্রেয়াঙ্কা পাটিল ও যস্তিকা ভাটিয়াকে স্কোয়াডে রাখা হলেও তাঁদের খেলা নির্ভর করছে ফিটনেসের উপর। কয়েক সপ্তাহ আগে এশিয়া কাপেই চোট পেয়েছিলেন স্পিনার শ্রেয়াঙ্কা পাটিল। এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশে। যদিও সে দেশের পরিস্থিতি অস্থির হওয়ায় চাপ বাড়ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং দেশ ছাড়ার পরই আশঙ্কা বাড়তে থাকে বিশ্বকাপ ঘিরে। বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন হলেও নিরাপত্তা নিয়ে ঝুঁকি নিতে নারাজ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা। বাংলাদেশ থেকে আরব আমির শাহিতে সরিয়ে নেওয়া হয় টুর্নামেন্ট। আগামী ৩ অক্টোবর মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে। দুবাই ও শারজা, এই দুই ভেনুতে বিশ্বকাপের মোট ২৩টি ম্যাচ হবে। ৬ অক্টোবর দুবাইতে বহুপ্রতীক্ষিত ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ। ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে একঝাঁক চমকও রয়েছে। পুরুষদের ক্রিকেটে আইপিএলের পারফরম্যান্স দেখে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়া নতুন নয়। তেমনই এ বার উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ থেকে জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিলেন আশা শোভানা, সজনা সজীবনের মতো প্লেয়ার। এ বার বিশ্বকাপের স্কোয়াডেও জায়গা পেলেন।

ভারতের স্কোয়াড-হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, দীপ্তি শর্মা, জেমাইমা রডরিগজ, রিচা ঘোষ, যস্তিকা ভাটিয়া, পূজা বস্ত্রকার, অরুন্ধতী রেড্ডি, রেনুকা সিং ঠাকুর, দয়ালান হেমলতা, আশা শোভানা, রাধা যাদব, শ্রেয়াঙ্কা পাটিল, সজনা সজীবন।

ডুরান্ড ফাইনালে মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ ডুরান্ডে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান। শুধু তাই নয়, এর আগে ২৯ বার ফাইনালে উঠেছে। এর মধ্যে ১৭ বার চ্যাম্পিয়ন। তাদের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল ম্যাচ। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ডুরান্ড সেমিফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই নামানো হল সুনীল ছেত্রীকে। অভিজ্ঞতার কারণেই কি এমন সিদ্ধান্ত? সুনীল ছেত্রী গত কয়েক ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবেই নেমেছেন। শুরু থেকে খেলানোর সিদ্ধান্ত কাজে দিল বেঙ্গালুরু। ম্যাচের ২৬ মিনিটে চোটে মাঠ ছাড়েন মোহনবাগান ক্যাপ্টেন শুভাশিস বসু। এরপরই চাপ বাড়ে। শুভাশিসের জায়গায় নামানো হয় দীপেন্দু বিশ্বাসকে। তবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন যে সহজে হাল ছাড়বে না, এ আর নতুন কী! ০-২ পিছিয়ে থেকে ম্যাচ টাইব্রেকারে নিয়ে যায় মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। মাঠে শুধু মোহনবাগানই জিতল না, জিতল ফুটবল। শুরু থেকে দু-দলেরই সতর্ক খেলা। অবশেষে ৪০ মিনিটে গোলের মুখ খোলে। যদিও সেটা অ্যাওয়ে টিমের জন্য। ম্যাচের ৪০ মিনিটে

বিনিথ ভেঙ্কটেশকে বক্সের মধ্যে ফাউল করেন লিস্টন কোলাসো। রেফারি পেনাল্টি দেন। তর্কাতর্কিতে মনবীরও হলুদ কার্ড দেখেন। পেনাল্টি থেকে বেঙ্গালুরু এফসিকে এগিয়ে দেন কিংবদন্তি সুনীল ছেত্রী। দ্রুতই ম্যাচে ফেরার সুযোগ ছিল মোহনবাগানের কাছে। যদিও ভাগ্য সঙ্গ দেয়নি। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে অ্যালবার্তো রডগিজের হেডার পোস্টে, তার আগে লিস্টন কোলাসোর শটও। দুটি দুর্ভাগ্যজনক মুহূর্ত মোহনবাগানের। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই বিনিথ ভেঙ্কটেশের সৌজন্যে ২-০ এগিয়ে যায় বেঙ্গালুরু এফসি। গোল শোধের দুর্দান্ত সুযোগ এসেছিল মোহনবাগানের কাছে। বেঙ্গালুরু এফসি গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধুর ভুলে বল পান এ মরসুমে মোহনবাগানে সই করা গ্রেগ স্টুয়ার্ট। ফাঁকা গোল। হেড করলেও বল টার্গেটে রাখতে ব্যর্থ স্টুয়ার্ট। অবশেষে ৬৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে এক গোল শোধ দিমিত্রি পেত্রাতোসের। ফের ম্যাচে ফেরে মোহনবাগান। সমর্থকদের উচ্ছ্বাসও। নির্ধারিত সময়ের পাঁচ মিনিট আগে অনিরুদ্ধ থাপার গোলে সমতা ফেরায় মোহনবাগান। ম্যাচে প্রাণ ফেরে। হেড ক্লিয়ার হলেও ফিরতি বলে বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে গোল করেন অনিরুদ্ধ থাপা। ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনালেও টাইব্রেকারে জিতেছিল মোহনবাগান। তবে এখানে প্রতিপক্ষ গোলে গুরপ্রীত সিং সান্ধুর মতো প্লেয়ার থাকায় কাজটা আরও কঠিন ছিল। টাইব্রেকারে দু-দলই সমান তালে চলতে থাকে। গোলকিপারের হাতেই ম্যাচের চাবি। প্রথম তিন শটে দু-দলই একশো শতাংশ রেকর্ড ধরে রাখে। মোহনবাগানের হয়ে চতুর্থ কিক পেত্রাতোসের। গোলও করেন। অবশেষে চতুর্থ কিক বাঁচান বিশাল কাইথ। আর সেখান থেকেই উচ্ছ্বাস শুরু। পঞ্চম শটে গ্রেগ স্টুয়ার্ট গোল করলেই ফাইনালে। যদিও স্টুয়ার্টের কিক ডান দিকে ঝাঁপিয়ে বাঁচিয়ে দেন গুরপ্রীত সিং সান্ধু। অপেক্ষা বাড়ে দু-দলেরই। বেঙ্গালুরুর পঞ্চম শট বাঁচিয়ে দলের ফাইনাল নিশ্চিত করেন বিশাল কাইথ।

তোর বয়সই বা কত! যাঁর কথায় আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছেন রিঙ্কু সিং

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্টঃ গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। স্কোয়াড ঘোষণার পর অবশ্য সকলেই চমকে গিয়েছিলেন। তার কারণও রয়েছে। সকলেই কার্যত নিশ্চিত ছিলেন, বিশ্বকাপের স্কোয়াডে থাকবেন রিঙ্কু সিং। ফিনিশারের ভূমিকায় তাঁকেই প্রস্তুত করা হচ্ছিল। কিন্তু মূল স্কোয়াডে সুযোগ পাননি রিঙ্কু। চার স্পিনার এবং পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে শিবম দুবেকেও স্কোয়াডে রাখা হয়েছিল। আইপিএলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জেরেই শিবম দুবে সুযোগ পেয়েছিলেন। চারজনের স্ট্যান্ড বাই তালিকায় ছিলেন রিঙ্কু সিং। অনেক আশা নিয়ে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি চালিয়ে গেলেও মূল স্কোয়াডে জায়গা না পাওয়ায় ভেঙে পড়েছিলেন ভারতের তরুণ ব্যাটার রিঙ্কু সিং। তবে একজনের কথায় ফিরে পেয়েছিলেন আত্মবিশ্বাস। কে এবং কী বলেছিলেন? শুরু হয়েছে উত্তর প্রদেশ টি-টোয়েন্টি লিগের দ্বিতীয় সংস্করণ। এ বার ক্যাপ্টেন করা হয়েছে রিঙ্কু সিংকে। মিরাট ম্যাভেরিক্সের হয়ে ক্যাপ্টেন্সির অভিষেকেই দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। ব্যাটিং,

বোলিংয়ের ঝলক দেখিয়েছেন। এ বার ক্যাপ্টেন্সিতেও হাত পাকাচ্ছেন। জয় দিয়েই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছে ম্যাভেরিক্সের। তবে বিশ্বকাপের সেই আক্ষেপ কোথাও না কোথাও রয়েই গিয়েছে। বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণার পরই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সঙ্গে ম্যাচ ছিল কলকাতা নাইট রাইডার্সের। জাতীয় দলের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা নিজে থেকেই কথা বলেছিলেন রিঙ্কু সিংয়ের সঙ্গে। নিউজ২৪-কে এক সাক্ষাৎকারে রিঙ্কু সিং বলেন, ''রোহিত ভাই এসে বলে, তোর এমন কীই বা বয়স। বিশ্বকাপ আরও আসবে। পরিশ্রম করতে থাক। প্রতি দু-বছরেই বিশ্বকাপ হয়। বেশি ভাবিস না। নিজের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার দিকে নজর দে।'' আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কেরিয়ারে মাত্র এক বছর পেরিয়েছে। জাতীয় দলে বেশ কয়েকজন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে খেলেছেন। তেমনই আইপিএলেও। কার ক্যাপ্টেন্সি বেশি পছন্দ? রিঙ্কু বলেন, ''রোহিত শর্মার ক্যাপ্টেন্সি ভালো লাগে। বিরাট কোহলিকে ভালো লাগে ওর আগ্রাসী মানসিকতার জন্য। যেটা নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিরাটের ক্যাপ্টেন্সিও দুর্দান্ত লাগত।'' রিঙ্কু সিংয়ের ফোকাসে আপাতত উত্তর প্রদেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট।

আইসিসি চেয়ারম্যান হলেন জয় শাহ

দুবাই, ২৭ আগস্টঃ আলোচনা ছিলই। তবে আর কোনও জল্পনা কিংবা সম্ভাবনা নয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার চেয়ারম্যান হলেন জয় শাহ। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বাধীন চেয়ারম্যান হলেন ভারতীয় বোর্ডের সচিব জয় শাহ। কিছুক্ষণ আগেই আইসিসির তরফে এক প্রেস বিবৃতিতে সরকারি ভাবে তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান আইসিসি চেয়ারম্যান গ্রেগ বার্কলের মেয়াদ ১ ডিসেম্বর অবধি। সেদিনই আইসিসির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন নতুন চেয়ারম্যান জয় শাহ। ক্রিকেট প্রশাসনে দীর্ঘ সময় ধরেই রয়েছেন জয় শাহ। এর আগে গুজরাট ক্রিকেট সংস্থার যুগ্মসচিব ছিলেন। এরপর বোর্ডের এক্সিকিউটিভ ফিনান্স কমিটিতে ছিলেন।

দলীপের প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গেলেন দুই পেসার, বিশ্রাম জাডেজাকেও

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্টঃ দলীপ ট্রফির প্রথম রাউন্ড শুরু হচ্ছে ৫ সেপ্টেম্বর। ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ রয়েছে ভারতের। ৫-৮ সেপ্টেম্বর দলীপ ট্রফির প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ অনেকের কাছেই পরীক্ষা। এই ম্যাচে ভালো পারফর্ম করতে পারলে স্কোয়াডে সুযোগের সম্ভাবনা বাড়বে। তেমনই যাঁরা কার্যত বাংলাদেশ স্কোয়াডে নিশ্চিত, তাঁদের প্রস্তুতির সুযোগ ছিল লাল-বলের ক্রিকেটে। যদিও শেষ মুহূর্তে বড় ধাক্কা। দলীপ হল। অসুস্থতার জন্য দলীপের প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গেলেন সিরাজ। একই কারণে ছিটকে গিয়েছেন তরুণ পেসার উমরান মালিকও। বোর্ডের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'সিরাজ এবং উমরান মালিক দু-জনেই অসুস্থ। প্রথম রাউন্ডের ম্যাচের আগে তাদের ফিট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা নেই। সে কারণেই পরিবর্ত হিসেবে নেওয়া হয়েছে নবদীপ সাইনি ও গৌরব যাদবকে। অলরাউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজাকেও

ট্রফির প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গেলেন পেসার মহম্মদ সিরাজ ও উমরান মালিক। 'বিশ্রাম' দেওয়া হল রবীন্দ্র জাডেজাকেও। মহম্মদ সামি এখনও পুরোপুরি ফিট নন। তাঁকে নিয়ে কোনওরকম তাড়াহুড়ো করা হবে না। বাংলাদেশ সিরিজে ভারতীয় বোলিংয়ের নেতৃত্বে মূলত সিরাজই। সঙ্গী হিসেবে দেখা যেতে পারে মুকেশ কুমার ও আকাশ দীপকে। এই সিরিজে বিশ্রামের সম্ভাবনা প্রবল জসপ্রীত বুমরারও। তার কারণ, বাংলাদেশ সিরিজের পর নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজ রয়েছে। তবে বাংলাদেশ সিরিজের শুরুতে সিরাজকেও পাওয়া যাবে কিনা, ধোঁয়াশা তৈরি টিম-বি থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।' টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শেষ বার খেলেছেন রবীন্দ্র জাডেজা। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার মতো তিনিও বিশ্বকাপের পর আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটকে বিদায় জানান। শ্রীলঙ্কা সফরে ওডিআই স্কোয়াডে জায়গা হয়নি জাডেজার। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট স্কোয়াডে থাকার কথা। যদিও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধোঁয়াশা তৈরি হল। দলীপে নতুন মুখ গৌরব যাদব মধ্য প্রদেশের পেসার। গত মরসুমে পন্ডিচেরীর হয়ে খেলেছিলেন। রঞ্জি ট্রফিতে গত মরসুমে দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেট শিকারি ছিলেন। গৌরব নিয়েছিলেন ৪১ উইকেট।

সকলের জন্যই প্রাইজ মানি! বোর্ড সচিবের বিরাট ঘোষণা

মুম্বই, ২৭ আগস্টঃ ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলোয়াড়দের উৎসাহ জোগাতে এ বার বড় ঘোষণা বোর্ড সচিব জয় শাহর। গত বছর থেকেই ঘরোয়া ক্রিকেট সম্পর্কিত নানা পদক্ষেপ করেছে বোর্ড। ক্রিকেটারদের উৎসাহিত করতে এ বার নতুন উদ্যোগ। পুরুষ ও মহিলা উভয় ক্রিকেটের জন্যই ঘোষণা করা হল প্রাইজ মানি। ম্যাচ ফি বাড়ানো থেকে নানা উদ্যোগ নিয়েছিল বোর্ড। এ বার থেকে সিনিয়র, জুনিয়র, উইমেন্স ক্রিকেটের সব স্তরেই আর্থিক পুরস্কারও থাকছে। স্বাভাবিক ভাবেই এই ঘোষণায় নতুন প্রজন্ম আরও বেশি আর্থিক নিরাপত্তা পাবেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফর্ম করার তাগিদও বাড়বে। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ ঘোষণা করেছেন, বিজয় হাজারে ট্রফি, সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টেও প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের জন্য আর্থিক পুরস্কার থাকবে। সচিব লিখেছেন, 'ঘরোয়া ক্রিকেটের নানা উদ্যোগের মাঝেই আমরা এ বার থেকে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচ, প্লেয়ার অব দ্য টুর্নামেন্টের জন্য প্রাইজ মানি আনতে চলেছি। ঘরোয়া সমস্ত টুর্নামেন্টেই এই প্রাইজ মানি থাকছে। পুরুষ ও মহিলা উভয় ক্রিকেটে বিভিন্ন বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্টেও আর্থিক পুরস্কার থাকছে।' এখানেই শেষ নয়। বোর্ড সচিব জয় শাহ আরও যোগ করেন, 'পাশাপাশি সিনিয়র মেন্স টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফি ও সৈয়দ মুস্তাক আলিতেও ম্যাচ ও টুর্নামেন্ট সেরার জন্য আর্থিক পুরস্কার থাকছে। একার পক্ষে এই সিদ্ধান্ত সম্ভব হত না। বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিলের সমর্থনেই এটা করতে পারছি। ঘরোয়া ক্রিকেটারদের যোগ্য সম্মান দিতেই বোর্ডের এই উদ্যোগ।'

মেসি নেই বলেই কি দলে ফিরলেন পাওলো দিবালা

বুয়েনস আইরেস, ২৭ আগস্টঃ গত মাসে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনা দলে সবচেয়ে বড় বিস্ময় ছিল পাওলো দিবালার না থাকা। সে সময় ফুটবলীয় কারণে দিবালার না থাকার কথা বলেছিলেন কোচ লিওনেল স্কালোনি। এরপর কদিন আগে ঘোষিত ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের আর্জেন্টিনা দলেও জায়গা হয়নি দিবালার। তবে আজ শেষ মুহূর্তে অনেকটা আকস্মিকভাবেই বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলে ডাক পেলেন এই ফরোয়ার্ড। আর্জেন্টিনা ফুটবল দলের অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে দিবালার অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। আর্জেন্টাইন সংবাদমাধ্যম টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, অ্যাঙ্কেলের মারাত্মক চোটের কারণে দল থেকে ছিটকে যাওয়া মেসির বিকল্প হিসেবেই মূলত ডাক পেয়েছেন দিবালা। পাশাপাশি সৌদি আরবের ক্লাব আল-কাদসিয়হর বড় অঙ্কের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে রোমায় থেকে যাওয়ায় দিবালার দলের ফেরা রাস্তাকে সহজ করেছে বলেছে জানিয়ে টিওয়াইসি। দিবালা নিজেও সৌদি আরবে না যাওয়ার সিদ্ধান্তের পেছনে জাতীয় দলে ফেরার বিষয়টিকে বিবেচনায় রাখার কথা বলেছেন। সম্প্রতি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে সৌদি আরবের প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে দিবালা বলেন, ''সবাই অর্থের দিকে তাকায়। কিন্তু আমি সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক কিছু বিবেচনা করেছি। আমার পরিবার, স্ত্রী, শহর, দল এবং জাতীয় দলে ফেরার আকাঙ্ক্ষা সামনে রেখেছি। আমার

বয়স ৩০ এবং আমি খুব ভালো অনুভব করেছি। চোট নিয়ে আমি অনেক সমালোচনা শুনেছি। কিন্তু আমি নিজের খেয়াল রাখার জন্য প্রতিদিন অনেক পরিশ্রম করি এবং যতটা সম্ভব সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করি।'' এর আগে গত ১৯ আগস্ট মেসিকে ছাড়া আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা করেন স্কালোনি। ২৮ সদস্যের এই দলে নতুন মুখ ছিলেন দুজন-ভালেন্তিন কাস্তেয়ানোস ও মাতিয়াস সুলে। ২৫ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড কাস্তয়ানোস খেলেন ইতালিয়ান ক্লাব লাসিওতে। আর ২১ বছর বয়সী সুলে খেলেন আরেক ইতালিয়ান ক্লাব এএস রোমায়। উল্লেখ্য, আগামী ৫ সেপ্টেম্বর বুয়েনস এইরেসে চিলির বিপক্ষে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নিজেদের সপ্তম ম্যাচটি খেলবে আর্জেন্টিনা। চার দিন পর কলম্বিয়ার মাটিতে আয়োজকদের বিপক্ষে খেলবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন টিমে ভারতীয় ক্রিকেটের কুইন

অ্যাডিলেড, ২৭ আগস্টঃ উইমেন্স বিগ ব্যাশ লিগে অন্যতম স্টার প্লেয়ার ভারতের ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা। এর আগে ব্রিসবেন হিট, সিডনি থান্ডার এবং হোবার্ট হারিকেনের হয়ে খেলেছেন স্মৃতি মান্ধানা। নতুন মরসুম তিনি খেলবেন ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের হয়ে। দীর্ঘ সময় ধরেই স্মৃতি মান্ধানাকে দলে নিতে মুখিয়ে ছিল অ্যাডিলেড। অবশেষে তারা দলে পেল ভারতীয় ক্রিকেটের কুইনকে। যদিও স্মৃতি মান্ধানাকে সব ম্যাচেই পাওয়া যাবে কিনা নিশ্চয়তা নেই। অক্টোবরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এরপরই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজ রয়েছে ভারতের।

উইমেন্স বিগ ব্যাশও শুরু হচ্ছে অক্টোবরেই। ফলে শুরুর দিকের কয়েক ম্যাচে স্মৃতি মান্ধানাকে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। বিগ ব্যাশ ফাইনাল ১ ডিসেম্বর। এরপর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ রয়েছে ভারতের। মূলত এই সিরিজের প্রস্তুতি সারাই লক্ষ্য থাকবে ভারতের ভাইস ক্যাপ্টেন স্মৃতি মান্ধানার। গত মরসুমে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে স্মৃতি মান্ধানার নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। স্মৃতিকে নিয়ে বিগ ব্যাশের টিমগুলোর মধ্যে লড়াই হবে এটাই প্রত্যাশিত ছিল। স্মৃতিকে টিমে পেয়ে উচ্ছ্বসিত অ্যাডিলেড স্ট্রাইকারের ক্যাপ্টেন তাহিলা ম্যাকগ্রা। বলছেন, ''উত্তেজিত শব্দটাও কম বলা হবে। স্মৃতিকে গত কয়েক বছর ধরেই টিমে নেওয়ার চেষ্টা করেছি। ওর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছি। অবশেষে। ওর ব্যাটিং অবিশ্বাস্য। যে কোনও সময় প্রতিপক্ষর থেকে ম্যাচ ছিনিয়ে নিতে পারে। ওর ব্যাটিং দেখা চোখেরও শান্তি।'' অ্যাডিলেড স্ট্রাইকারের আইকন প্লেয়ার মেগান শুটও উচ্ছ্বসিত স্মৃতি মান্ধানাকে টিমে পেয়ে। বলছেন, ''ওকে টিমে নিতে পড়ে থাকতে হয়েছে। ওকে দ্য হান্ড্রেড টুর্নামেন্টেও খেলতে দেখেছি। বন্ধুত্বটা আগে থেকেই। ওর সঙ্গে আরসিবি-তে খেলার সুযোগ হয়েছে। আমাদের কোচ লুকের কোচিং স্টাইলের সঙ্গেও পরিচিত স্মৃতি।'' ভারতের সিনিয়র মহিলা টিমের নানা সাফল্য। টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়াকে হারানোই হোক বা বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক সিরিজ। এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা। তবে একটা বড় আক্ষেপ এখনও রয়েছে। আইসিসি ট্রফি। অক্টোবরে আরব আমির শাহিতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এর আগে ফাইনালে উঠলেও ট্রফি জেতা হয়নি। সেই আক্ষেপ পূরণই লক্ষ্য স্মৃতি মান্ধানা এবং ভারতীয় দলের।

ফেডেরারের রেকর্ড ছুঁয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে বন্ধুর মুখোমুখি জকোভিচ

ইউএস ওপেন

নিউ ইয়র্ক, ২৭ আগস্টঃ রজার ফেডেরারের রেকর্ড ছুঁয়েই ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের অভিযান শুরু করলেন নোভাক জকোভিচ। ভারতীয় সময় আজ সকালে ইউএস ওপেনের প্রথম রাউন্ডে মলদোভার রাদু আলবোতকে ৬-২, ৬-২, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন সার্বিয়ান তারকা। এই জয়টি

ইউএস ওপেনে জকোভিচের ৮৯তম জয়। ফেডেরারও ইউএস ওপেনে জিতেছেন ৮৯ ম্যাচ। এই দুজনের চেয়ে বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্লামের পুরুষ এককে বেশি ম্যাচ জিতেছেন মাত্রই একজন-যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন তারকা জিমি কনর্স (৯৮)। ৩৭ বছর বয়সী জকোভিচ আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে বিশ্বের ১৩৮ নম্বর খেলোয়া। আলবোতকে হারাতে সময় নিয়েছেন ২ ঘণ্টা ৭ মিনিট। এই নিয়ে ফ্ল্যাশিং মিডোতে ১৮ বার খেলতে এসে ১৮ বারই প্রথম রাউন্ড পেরোলেন গ্র্যান্ড স্লাম জয়ে সর্বকালের সেরা টেনিস খেলোয়াড়। ইউএস ওপেনের চারবারের চ্যাম্পিয়ন তৃতীয় রাউন্ডের আগে কখনোই বিদায় নেননি নিউইয়র্কের এই টুর্নামেন্ট থেকে। দ্বিতীয় রাউন্ডে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন জকোভিচ প্রতিপক্ষ হিসেবে পেয়েছেন বন্ধু লাসলো দিয়েরেকে। জার্মানির ইয়ান-লেনার্ড স্ট্রাফকে ৬-৭ (৭৯), ৬-১, ৬-৭ (৭৯), ৬-৪, ৬-২ গেমে হারিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন দিয়েরে। এ বছর এখনো একটিও গ্র্যান্ড স্লাম না জেতা জকোভিচ প্রথম রাউন্ড পেরোনোর পর বললেন এত সহজে জিতবেন ভাবেননি তিনি, ''শুরুটা তো সব সময়ই চ্যালেঞ্জিং হয়। আর আমি তো এই সারফেসে (হার্ড কোর্ট) পাঁচ-ছয় মাস খেলিনি। অলিম্পিকে ক্লে কোর্টে খেলার পর এখানে খেলতে এলাম। ইউএস ওপেনের আগে কোনো আনুষ্ঠানিক ম্যাচও খেলিনি। তাই আশঙ্কা করেছিলাম হয়তো শুরুর দিকে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ব।'' জকোভিচের দিনে বলার মতো কোনো অঘটন দেখেনি ইউএস ওপেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠে গেছেন কাসপার রুড, টেলর ফ্রিটজ, লরেনসো মুসেত্তি, আলেকজান্ডারর জভেরেভে ও আন্দ্রেই রুবলেভ। মেয়েদের বিভাগে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কোকো গফ ও আরিনা সাবালেঙ্কার মতো তারকাও উঠেছেন দ্বিতীয় রাউন্ডে।

দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন মেয়েদের বিভাগের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কোকো গফও।

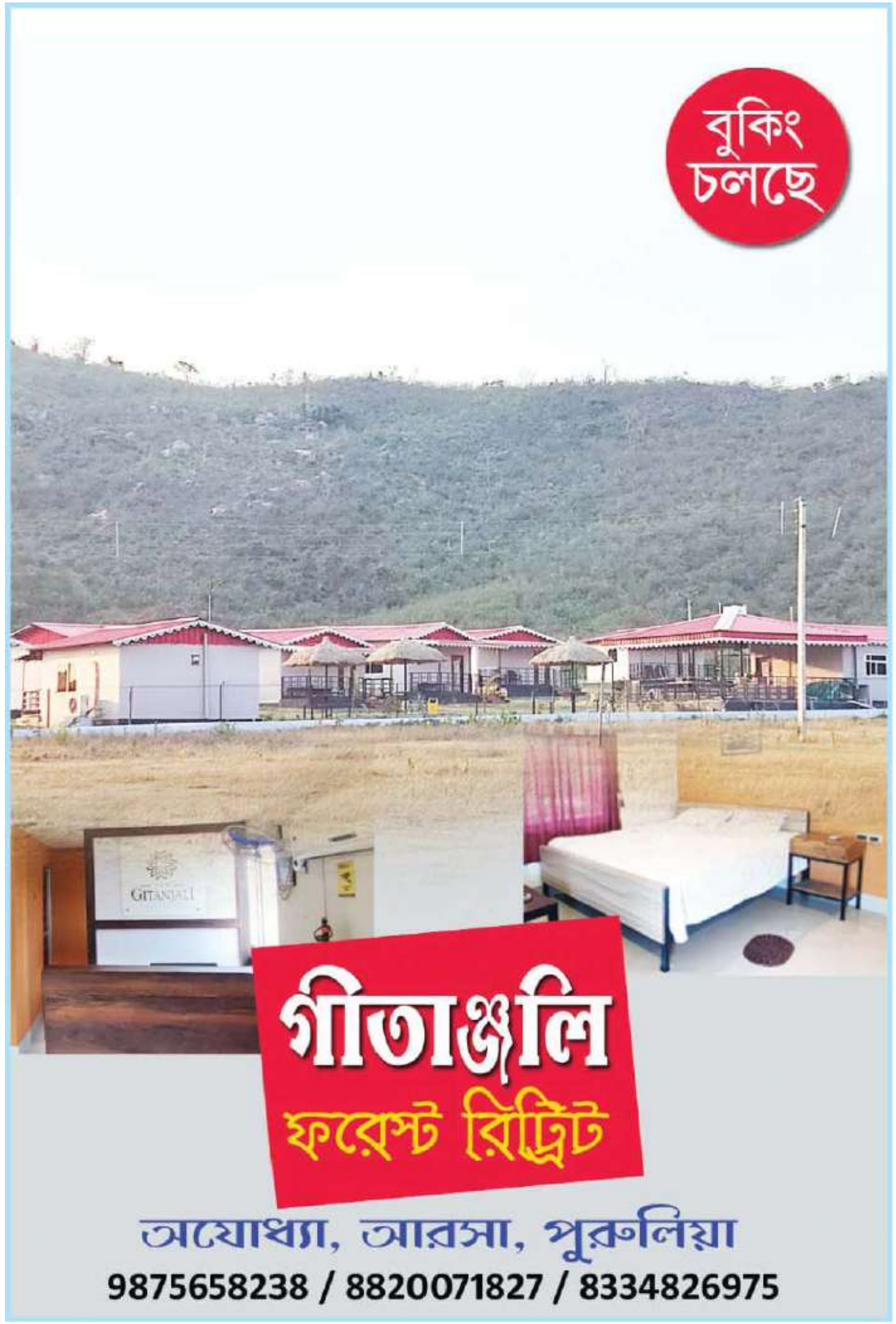

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com